



বিসিএস প্রিলি. লিখিত ও ভাইভাসহ বিভিন্ন চাকরি প্রত্যাশীদের প্রস্তুতির জন্য



ওরাকল BCS

জ্বানপথ

জুন-২০১৮

পঠিপ্প নির্দেশ

পঠিপ্প নির্দেশ



পঠিপ্প নির্দেশ

এ সংখ্যায় যা থাকছে

বঙ্গবন্ধু ১ স্যাটেলাইট ইতিবৃত্ত

জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস : মধ্যপ্রাচ্য সংকটে নতুন মাত্রা
ইরান নিউক্লিয়ার ডিল প্রসঙ্গ এবং এর ভবিষ্যৎ

চীন-ভারত সম্পর্ক ও বাংলাদেশের অবস্থান

কোরিয়া উপনদীপের রাজনীতির নতুন সমীকরণ

উইন্ডোর কেলেক্ষারি : সমালোচনার মুখে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতি পরাশক্তির
মধ্যকার দৰ্শ ও বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের বাজেট বৃত্তান্ত

সিরিয়াকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া

প্রধানমন্ত্রীর অস্ট্রেলিয়া সফর

বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর অধিকার

ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সন্তানবানার মূলক্ষেত্র অগমেন্টেড রিয়েলিটি
আমাদের নাগরিকবোধ ও বাংলা সাহিত্যের তিনজন নাগরিক কবি
বাংলা সাহিত্য (১৯৫৮-১৯৭১)

চর্যাপদের ভাষা : 'সন্ধা ভাষা' 'সন্ধ্যা ভাষা' অভিধা

বিল আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া

জুন মাসের দিবসময়হ

সফলতার দিক থেকে আসিয়ান সার্কের চেয়ে অনেক এগিয়ে

মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ : সন্তানবনা ও সমস্যা

Bank Job : Easy Fill Gap Solve

Life Insurance for Encouraging Saving and Mitigating Risks

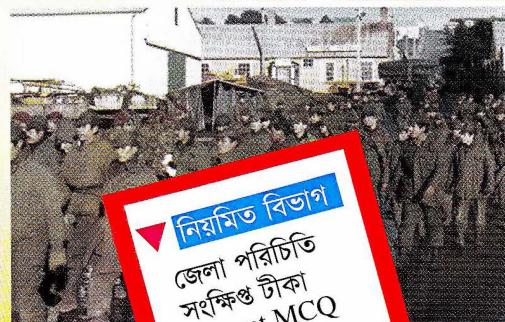
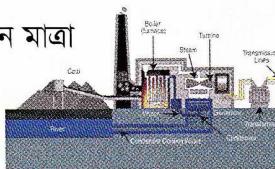
নকল প্রাণিজগত ও জীব প্রযুক্তি

তেভাগা আন্দোলন : ফসলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই

ফকল্যান্ড যুদ্ধ : ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই

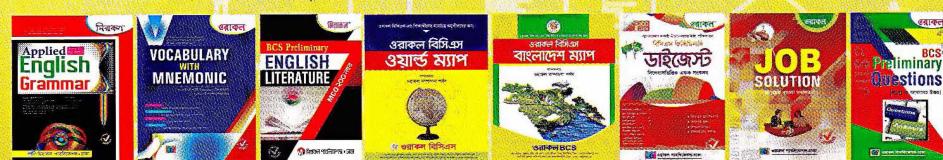
প্রশ্ন সমাধান : Sonali Bank Officer (Cash) Written Exam-2018 এবং

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮



নিয়মিত বিভাগ

জেলা পরিচিতি
সংক্ষিপ্ত টীকা
Recent MCQ
সাম্প্রতিক প্রশ্ন
দেশ পরিচিতি
মানসিক দক্ষতা
ইংরেজি সহিত
ভাইভা কর্নার
পদক পুরস্কার
অনুবাদ অনুশীলন
তথ্য



সম্পাদক
শরফিল হাসান

সহকারী সম্পাদক
তরিকুল ইসলাম

গবেষক ও লেখক

ছয়ানুন কবীর	আবু নাসের টুকু
এম রফিকুল ইসলাম	খন্দকার আবুল বসার
আলাউদ্দিন ভূইয়া	জিহুর রহমান
মেহেদী হাসান	আহসান রেজা
নাফিস সাদিক	সাখাওয়াত হোসেন
আবু হোরায়রা	আমিনুর রহমান রাসেল
রাজীব কুমার ধর	গোলাম মোস্তফা
পলাশ মির্যা	আব্দুল মান্নান
প্লাবন বালা	ইয়াহির আরাফাত
টিপু সুলতান	আতাউর রহমান
মাহমুদ হাসান রনি	ফারুক হোসেন
গোলাম মোহাম্মদ রাবানি	রজ্জব হোসাইন
ড. মেহেনজ তাবাসমু	ওয়াহিদুর রহমান
শারমিন সুলতানা দোয়েল	মিজানুর রহমান সবুজ
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	

সার্কুলেশন

শহীদুল্লাহ খান

প্রচ্ছদ

সালাম তালুকদার

ডিজাইন

সাইফুল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস

মনির, আলাউদ্দিন, কালাম,
আফসার, ছাতার

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

বিপণন

ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

৩৮/২ক বাংলাবাজার

মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)

ঢাকা-১১০০

ফোন-০১৭১৩২৩৯৮৮৮

E-mail : oracleganpatra@gmail.com

ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

প্রতি মাসের জব প্রিপারেশন

জুন-২০১৮ • ২য় বর্ষ • ১৫তম সংখ্যা

এ সংখ্যার সূচি

জ্ঞানপত্র এগ্রিল সংখ্যার পরীক্ষার উত্তরপত্র.....	২
সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর.....	৩
Recent MCQ	৫
সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদচিত্র	৭
৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার টিপস	১১
বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট ইতিবৃত্ত.....	১৯
জেরুজালেমে মার্কিন দ্বৰা বাস : মধ্যপ্রাচ্য সংকটে নতুন মাত্রা.....	২০
ইরান নিউক্লিয়ার ডিল প্রসঙ্গ এবং এর ভবিষ্যৎ	২১
চীন-ভারত সম্পর্ক ও বাংলাদেশের অবস্থান	২২
সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ.....	২৩
প্রিলি. পূর্ণসং প্রস্তুতি : জীবনী ও সাহিত্যকর্ম	২৪
প্রিলি. পূর্ণসং প্রস্তুতি : আতর্জাতিক পুরস্কার, পদক এবং সম্মাননা	২৬
প্রধানমন্ত্রীর অন্টেলিয়া সফর	২৮
পরাশক্তির মধ্যকার দৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতি	২৯
উইন্ডোরশ কেলেক্ষেরি : সমালোচনার মুখে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতি	৩০
কোরীয় উপদ্বিপের রাজনীতি কোন পথে	৩১
বাংলাদেশের বাজেট বৃত্তান্ত	৩২
সিরিয়াকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া মুখোমুখি.....	৩৩
প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮	৩৪
English Grammar	৩৮
English Preparation	৩৯
বাংলাদেশ সংবিধানে নারীর অধিকার	৪০
বিল আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া	৪১
মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ সভাবনা ও সমস্যা	৪২
একাত্তরের রণাঙ্গন : গেরিলা ও সমৃথ যুদ্ধ	৪৩
তারায় তারায় আকাশ : মহাকাব্য ও সনেট মাইকেলের আগমনী	৪৪
বাংলা সাহিত্য (১৯৫৮-১৯৭১).....	৪৫
আমাদের নগরিকবোধ ও বাংলা সাহিত্যের তিনজন নাগরিক কবি	৪৬
চর্যাপদের ভাষা 'সঙ্গা ভাষা' 'সঙ্গ্য ভাষা' অভিধা	৪৭
মানসিক দক্ষতা অনুশীলন	৪৮
শতকরা (Percentage)	৪৯
ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সম্ভাবনার মূলক্ষেত্র অগমেটেড রিয়েলিটি	৫০
কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর আন্দোলন প্রক্রিয়া	৫১
Bank Job : E@sy Fill-gap Solve (MCQ)	৫২
গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা তথ্য	৫৩
জুন মাসের দিবসসমূহ	৫৪
Life Insurance for Encouraging Savings and Mitigating Risks	৫৫
অনুবাদ অনুশীলন	৫৬
নকল প্রাণিজগত ও জীব প্রযুক্তি	৫৭
বাংলা সাহিত্যের পঞ্চপাত্র	৫৮
তেজগা আন্দোলন : ফসলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই	৫৯
ফকল্যান্ড যুদ্ধ ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই	৬০
Sonali Bank Ltd. Officer (Cash) Written Exam.-2018	৬১



ওরাকল BCS

জ্ঞান
চলছে

দেশের সকল শাখায়
▪ ৩৯, ৪০তম প্রিলি.
▪ ৩৮তম লিখিত

ওরাকল জ্ঞানপত্র মে, ২০১৮ সংখ্যার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মেধাক্রম

হেড অফিস, বকশী বাজার

মেধাক্রম	নাম	আইডি নং	প্রাপ্ত নম্বর
১ম মো:	ফয়সাল হোসেন	১৩৬	৭৮.৫
২য় অমত কুমার রায়		৩২৫	৭৭.৫
৩য় সাদিয়া ইসলাম		০২২	৭৫.৫

নৌক্ষেত শাখা

১ম পংকজ দাস	২৯২	৮৭.৫
২য় নাজিমুদ সালেহিন	৮৯৮	৮৭
৩য় আবুল কাসেম	৯০৭	৮২

মালিবাগ শাখা

১ম মো: নাসীম ঝুইয়ান	১১৪	৮৪
২য় আশিকুর রহমান		৭৯.৫
৩য় ইশ্বরাত জাহান শম্পা		৭২.৫

ফার্মগেট শাখা

১ম বৃষ্টি	৮৭৮	৮৫
২য় মোহাম্মদ আলী		৮৪
৩য় অমিন্দ দেব	৩৭২	৭৫

উত্তরা শাখা

১ম শারমিন	১৭	৮১.৫
২য় মাহযুন	০১	৭৮.৫
৩য় ফাতেমাতুজ জোহরা	২৪৫	৭৮.৫

ময়মনসিংহ শাখা

১ম মাজহুরুল ইসলাম	২৮	৭৮
২য় ডা. মুচেলো আলু	০৭	৬৮
৩য় জাহিদ হাসান	০৩	৬৬

বাংলাদেশ ক্ষেত্রবিদ্যালয় শাখা

১ম মো: ইমরুল কায়েস	৬৯	৯২
২য় ফেরদৌসি আকতুর	২৩	৮৬.৫
৩য় হালিমা খাতুন	০২	৮৫

খুলনা (বয়রা) শাখা

১ম আশরাফুল ইসলাম	৩৭৪	৭৮
২য় পরিশা আইরিন দিসা	৬০৩	৭২.৫
৩য় পিয়াঙ্কা দাস	৫৬৯	৬৬.৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

১ম সানজিদা	৮১৪	৮৬
২য় সীমা	৬১৯	৮৫.৫
৩য় আহসান হারীব	৫৮০	৮৩.৫

গাইবাঙ্কা শাখা

১ম আলী রেজা	৮৩৬	৯২
২য় উর্মি	২৪০	৮৫.৫
৩য় জাকিয়া	৯০০	৬৮

কুমিল্লা শাখা

১ম নাজিমুল হক	৮৩২	৭৮
২য় জিসিম উদ্দিন	০৪৮	৭২
৩য় সান্দুম হোসেন	৭০	৭০

চট্টগ্রাম শাখা

১ম ডা: পলাশ	৫২২	৮২
২য় রাজিতা ঘোষ	১৮৪	৭৬
৩য় কলিতা	০৭৩	৭৩.৫

সিলেট শাখা

১ম ফারজানা আকার হাপি	০৭৮	৯২.৫
২য় নাজিমুল নাহার	০৮২	৯৪.৫
৩য় সানজোব দেব	৮১৯	৭০

বিনাইদেহ শাখা

১ম ফাহিম উদ্দিন	২৬	৭৯
২য় জিসিম উদ্দিন	৮৮	৬৯
৩য় স্বপ্না রহমান	৯৯	৬৬

কুষ্টিয়া শাখা

১ম শাওন আহমেদ	৯০	৮০
২য় রোজিনা খাতুন	০৬	৬৪
৩য় অলক মণ্ডল	৫৯.৫	

গোপালগঞ্জ শাখা

১ম মো: আব্দুল খালেক	৬০	৮০
২য় বুশরা	৫৪	
৩য় রেহানা	৫১	

রংপুর শাখা

১ম সালেক্সীন	০৭৮	৮০
২য় রুমাইয়া ইসলাম	০১৮	৭৫
৩য় মাহমুদুল হাসান	১৯৩	৭৩

গাজীপুর শাখা

১ম সাথী আকার	২৩৮	৯২.৫
২য় নূরুল ইসলাম	৩০৪	৮২.৫
৩য় মাহমুদুল হাসান	১৯৩	৭৩

সাভার শাখা

১ম তানজিনা	১৫৬	৯১
২য় সামাতা	১৬১	৮৯.৫
৩য় কোশিপুর	১৪০	৮৫

সাতক্ষীরা শাখা

১ম নাজিমুল হোসেন	১০০.৫	
২য় প্রসেলজিৎ কুমার	৮৫	
৩য় রাজিব হোসেন	৮০	

১. ঢ.	১০. ঢ.	১৯. ঢ.	২৮. ঢ.	৩৭. ঢ.	৪৬. ঢ.	৫৫. ঢ.	৬৪. ঢ.	৭৩. ঢ.	৮২. ঢ.	৯১. ঢ.	১০০. ঢ.
২. ঢ.	১১. ঢ.	২০. ঢ.	২৯. ঢ.	৩৮. ঢ.	৪৭. ঢ.	৫৬. ঢ.	৬৫. ঢ.	৭৪. ঢ.	৮৩. ঢ.	৯২. ঢ.	
৩. ঢ.	১২. ঢ.	২১. ঢ.	৩০. ঢ.	৩৯. ঢ.	৪৮. ঢ.	৫৭. ঢ.	৬৬. ঢ.	৭৫. ঢ.	৮৪. ঢ.	৯৩. ঢ.	
৪. ঢ.	১৩. ঢ.	২২. ঢ.	৩১. ঢ.	৪০. ঢ.	৪৯. ঢ.	৫৮. ঢ.	৬৭. ঢ.	৭৬. ঢ.	৮৫. ঢ.	৯৪. ঢ.	
৫. ঢ.	১৪. ঢ.	২৩. ঢ.	৩২. ঢ.	৪১. ঢ.	৫০. ঢ.	৫৯. ঢ.	৬৮. ঢ.	৭৭. ঢ.	৮৬. ঢ.	৯৫. ঢ.	
৬. ঢ.	১৫. ঢ.	২৪. ঢ.	৩৩. ঢ.	৪২. ঢ.	৫১. ঢ.	৬০. ঢ.	৬৯. ঢ.	৭৮. ঢ.	৮৭. ঢ.	৯৬. ঢ.	
৭. ঢ.	১৬. ঢ.	২৫. ঢ.	৩৪. ঢ.	৪৩. ঢ.	৫২. ঢ.	৬১. ঢ.	৭০. ঢ.	৭৯. ঢ.	৮৮. ঢ.	৯৭. ঢ.	
৮. ঢ.	১৭. ঢ.	২৬. ঢ.	৩৫. ঢ.	৪৪. ঢ.	৫৩. ঢ.	৬২. ঢ.	৭১. ঢ.	৮০. ঢ.	৮৯. ঢ.	৯৮. ঢ.	
৯. ঢ.	১৮. ঢ.	২৭. ঢ.	৩৬. ঢ.	৪৫. ঢ.	৫৪. ঢ.	৬৩. ঢ.	৭২. ঢ.	৮১. ঢ.	৯০. ঢ.	৯৯. ঢ.	

ওরাকল জ্ঞানপত্রের মাসিক পরীক্ষা সকলের জন্য উন্নত !

যারা ওরাকল বিসিএস এর শিক্ষার্থী নম তারাও নিকটতম শাখায় নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

সাম্প্রতিক গবেষণা

বাংলাদেশ



- ❖ সম্প্রতি অন্য প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত সব্যসাচী সেখেক সৈয়দ শামসুল হকের দাটি এছের নাম কী? - কবিতার ই-উক্ট দ্বারা নিচে এবং উপন্যাস- নদী কারো নয়।
- ❖ বাংলাদেশের মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা ব্র্যাক ব্যাকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশের মালিকানার একটি অংশ কিনে কৌশলগত অংশীদার হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠান?
- চীনের বিখ্যাত ই-কর্মস প্রতিষ্ঠান আলীবাবা গ্রুপের অ্যান্ট ফিন্যান্সিয়াল বা আলিপে।
- ❖ বাংলাদেশের কোন চলচ্চিত্র রাশিয়ার মঙ্গলেতে অনুষ্ঠিত একটি চলচ্চিত্র উৎসবে 'স্পেশাল মেনশন' পুরস্কার জিতেছে?
- গোপন দ্য ইনার সার্ডিং।
- ❖ অবহাওয়ার পরিভাষা 'স্কুয়াল সাইন' এর বাংলা নাম কী?
- বোড়ো হাওয়া মেঘমালা।
- ❖ ঢাকায় অনুষ্ঠিত উজাইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের এবারের প্রতিপাদ্য কী ছিল?
- টেকসই শার্টি, সংহতি এবং উন্নয়নের বিষয়ে ইসলামি ম্যুল্যবোধ।
- ❖ সম্প্রতি দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্চের (ডিএসই) মালিকানার ২৫ শতাংশ শেয়ারের অংশীদার হন চীনের কোন প্রতিষ্ঠান?
- সেনজেন স্টক এক্সচেঞ্চ ও সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্চ।
- ❖ 'বাংলাদেশ ভবন' কোথায় অবস্থিত?
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শাস্তিনিকেতনে।
- ❖ বজ্জ্বাতের আগাম সংকেত দিতে পারে কোন প্রযুক্তি?
- লাইটেনিং ডিটেকটিভ সেসের।
- ❖ বাংলাদেশ বর্তমানে নিরবন্ধিত গোহিসের সংখ্যা কত?
- ১১ লাখ ১৭ হাজার। (১৬ মে'১৮ পর্যন্ত)
- ❖ দেশের বিতীয় সুন্দরবন বলা হয় কোন বনকে?
- বরগুনার ফাতারার বন বা টেংগাগির বন।
- ❖ বদবক্সু-১ স্যাটেলাইট এককে বাস্তবায়নে ঘোট খৰচ হয় কত টাকা?
- ২, ৭৬৫ কোটি টাকা।
- ❖ রবীন্দ্রনাথিত গবেষণায় সাময়িক অবদানের শীকৃতিশূলিপ বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পাচ্ছেন-
- কবি-প্রাচৰিক আবুল মোমেন ও সংগীতশিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী।
- ❖ এশিয়াস টপ আউটস্ট্যান্ডিং উইমেন মার্কেটিংয়ার আওয়ার্ড-২০১৮ পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম কী?
- অ্যাডকম লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী।
- ❖ আর্ট আগেইনস্ট জেনোসাইট এছের বিষয়বস্তু কী? - রোহিঙ্গা সংকটের চিত্র ও আলোকচিত্র।
- ❖ এপেক ইফি আওয়ার্ড-২০১৮ পাওয়া বিজ্ঞাপনচিত্রের নাম কী?
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাল্যবিবাহ-বিরোধী প্রচার কার্যক্রম 'আওয়াজ তোল'।
- ❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে হাপিত বিশেষ চেয়ারের নাম কী? - 'ওআইমি-আইআরসিআইসিএ' চেয়ার।
- ❖ সম্প্রতি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্দো-ইউএই বিজেনেজ অ্যান্ড সোশ্যাল ফোরাম শীর্ষক সম্মেলনে 'দ্য ওয়ার্ল্ডস প্রেটেন্ট লিভার্স-২০১৭-১৮' সম্মাননায় ভূষিত হন কে?
- মেঘনা ফ্র্য অব ইয়ান্সিজের কার্যালয়ে মোস্তক কামাল। ১৫ মে অনুষ্ঠিত খুলনা পিটি কর্ণোরেশন নির্বাচনে নির্বাচিত মেয়র কে?
- তালুকদার আবদ্দুল খালেক।
- ❖ ২৫ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডি লিট ডিপ্রি প্রদান করে কোন প্রতিষ্ঠান?
- আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।
- ❖ মহাকাশে বদবক্সু-১ স্যাটেলাইটের অবস্থান হবে- ১১৯. ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাশে।
- ❖ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপির পরিমাণ কত?
- ১ লাখ ৮০ হাজার ৮৬৯ কোটি টাকা।
- ❖ বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল তাদের সম্প্রচারে ব্যবহার করে হংক�ংয়ের কোন স্যাটেলাইটে?
- অ্যাপস্টার ৭ নামের স্যাটেলাইট।
- ❖ বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বিটিভি তাদের সম্প্রচারে ব্যবহার করে কোন স্যাটেলাইটে?
- এশিয়াস্ট্যার ৭ নামের স্যাটেলাইট।
- ❖ বদবক্সু-১ স্যাটেলাইটে এর নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
- ফ্রাসের থ্যালেস অ্যালোনিয়া স্প্রেস।
- ❖ বদবক্সু-১ স্যাটেলাইটে কোন প্রতিষ্ঠান মহাকাশে পাঠায়?
- মার্কিন মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স।
- ❖ ২০১৮ সালে আর্গানাইজেশন ফর উইমান ইন সায়েল ফর ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড (ওয়েফাইএসডি) আলসেভিয়ার ফাউন্ডেশন গবেষণা পুরস্কার পান কে?
- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথামেটিকস আ্যান্ড ন্যাচারাল সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাসিনুর নাহার। 'ইথোফেন' কী?
- ফল পাকাতে ও পচন ঠেকাতে ব্যবহৃত এক ধরনের রাসায়নিক। যার সংকেত- $C_2H_4ClO_3P$.
- ❖ শাস্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মিত 'বাংলাদেশ ভবনে' যাদের মূরাল রয়েছে?
- বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের।
- ❖ রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে আসলে যে ২ টি নোকায় অর্মণ করতেন তার নাম কী?
- পঞ্চা ও চপলা।
- ❖ কোন ইউনিয়নকে ভেঙে মুজিব নগর ইউনিয়ন গঠিত হয়?
- মুরাবাদ ইউনিয়ন।
- ❖ সম্প্রতি শীমান্তবর্তী কোন জেলায় চা চাষ শুরু হয়েছে?
- শেরপুর জেলার বিনাইগতি উপজেলায়।
- ❖ মায়ের দেহে কোন রাসায়নিক পদার্থ ধাকায় সংক্রান্তের জন্য মায়ের মনে মমতা জন্ম নেয়?
- নিউট্রোপেট্রিক।
- ❖ বিটিসিএল-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে?
- তমাল কান্তি নদী।
- ❖ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটাই) প্রেসাম সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কোন প্রতিযোগিতায় শৰ্পপদক জিতেছে?
- ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডেনশন, ইনোভেশন এবং টেকনোলজি এক্সিবিশন (আইটেক)-২০১৮।
- ❖ অন্টেলিয়ার থিক ট্যাংক লোয়ি ইলেক্ট্রিউটের মতে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অধিনাতি কোন দেশের অধিনাতিকে অতিক্রম করবে?
- তাইওয়ান।
- ❖ বিখ্যাত গবেষক ও প্রারম্ভিক ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম করে মারা যান?
- ৯ মে, ২০১৮।
- ❖ বদবক্সু-১ স্যাটেলাইট বহনকারী রকেটের নাম কী?
- ফ্যালকন নাইন ব্র্যান্ক ফাইভ।
- ❖ সম্প্রতি বাংলাদেশে কোন দেশ থেকে ১০টি রেল ইঞ্জিন ক্রয় করে?
- দক্ষিণ কোরিয়া।
- ❖ আধীনতার পর এপ্রিল-২০১৮ মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবাসী আয় এসেছে কত ডলার?
- ১৩২ কোটি ৭১ লাখ ডলার।
- ❖ দেশের ওপু খাতের জন্য প্রণয়ন করা বাণিজ্য মঞ্চগালয়ের নতুন নীতিমালা কী?
- জাতীয় এপিআই (যার্কটিভ ফার্মসিউটিকালস ইন্ডেভিলিয়েটস) ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদন ও বাণিজ্য নীতিমালা।
- ❖ ২২ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাচিত কমিটির (একনেক) সভায় যে ১৬টি প্রকল্প পাস হয় তার মোট ব্যয় কত?
- ৯৬ হাজার ২৩৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকা।
- ❖ ১৭ মে বাংলাদেশের সঙ্গে ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার বিমান চলাচলে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোথায়।
- ❖ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
- ❖ দেশের শিল্পবাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিপ্রিপতি শিল্প উন্নয়ন প্রুক্ষকর পেয়েছে দেশের কঠতি প্রতিষ্ঠান?
- ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান।
- ❖ কলকাতার কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে শেখ হাসিনাকে কী ডিপ্রি প্রদান করা হয়?
- সম্মানসূচক ডি-লিট ডিপ্রি।

- ❖ ‘দ্য সুপারহিরো উইন্ডাউট ক্যাপ: হাজেরা বেগম ফিল্মের জন্য গার্লস ইস্প্যান্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভাল-২০১৮ তে জার্জেস চেরেস এ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বাংলাদেশি তরঙ্গী কে? ’
- শাফিকা নওরীন এশী।

আন্তর্জাতিক

- ❖ ‘তিয়ান ই’ কী?
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভাসমান ক্ষেত্র।
- ❖ মোহিমা খৰগার্হী সম্পর্কিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দল কবে মোহিমা শিবির পরিদর্শন করে?
- ২৯ এপ্রিল, ২০১৮।
- ❖ মোহিমা খৰগার্হী সম্পর্কিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দলের ধৰ্থান কে?
- প্রস্তাবে মেজা কোয়েন্ট্রো (জাতিসংঘে পেকের হাস্তী প্রতিনিধি)।
- ❖ ‘অ্যান্টিয়ান তেরেন’ কোন দেশের চিশিশ্লী?
- স্পেন।
- ❖ ভারতের কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী?
- এইচ ডি কুমারস্বামী।
- ❖ ‘যান্ত্রণা’ শহুরতি কোন দেশে অবস্থিত?
- নিকারাগুয়া।
- ❖ জাদিমির জাদিমিরোভিচ পুতিন কবে বাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে চৰুৰ্বৰ্ষ মেয়াদে শপথ নিয়েছেন?
- ৭ মে, ২০১৮।
- ❖ ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য অধিকার নষ্ট হওয়ায় ফেসবুক কয়তি আ্য্যপ হ্রাস করেছে?
- ২০০টি।
- ❖ যুক্তরাজ্যের প্রিস হ্যারি ও মার্কিন অভিনেত্রী মেগান মার্কেলের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কবে?
- ১৯ মে, ২০১৮।
- ❖ মালয়েশিয়ার সাবেক উপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম কবে মৃত্যু পান?
- ১৫ মে, ২০১৮।
- ❖ ফিফা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০১৮-এর উদ্বোধনী ম্যাচ কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে?
- ‘লুব্বানিকি’ স্টেডিয়াম, মক্কো।
- ❖ এ বছর কৃত্রিম পা নিয়ে ভারতে চূড়ায় আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেন কে?
- চীনা নগরিক শিয়া বোউ।
- ❖ ‘মার্গীরেট’ নদীটি কোন দেশে অবস্থিত?
- অস্ট্রেলিয়া।
- ❖ সম্পত্তি কোন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী খেছে মৃত্যুবরণ করেন?
- পরিবেশ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডেভিড গুডল।
- ❖ বিলবোর্ড মিডিজিক অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এ প্রথম কোন কৃষক নারী বিলবোর্ড আইকন অ্যাওয়ার্ড পান?
- শিল্পী জ্যানেট জ্যাকসন।
- ❖ ডেনেজেনেলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৬৭.৭ শতাংশ ডেট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত হয়েছেন কে?
- নিকোলাস মাদুরো।
- ❖ ‘ডাচেস অব সাসেক্স’ পদবিপ্রাণ্শ কে?
- বৃটেনের রাজবৃৰু মার্কিন অভিনেত্রী মেগান মার্কেল।
- ❖ ‘ফার্নাল্বো দে নোরোনহা’ কী?
- ব্রাজিলের প্রত্যক্ষ অঞ্চলের একটি দ্বীপ।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পরমাত্মন্ত্রী কে?
- সিআইএর সাবেক পরিচালক মাইক পম্পেও।

- ❖ ২৭ এপ্রিল কোন স্থানে ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইন?
- দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম পানমুজম এবং পিস হাউস।
- ❖ ২৮ এপ্রিল কোন প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও ভারতের ধৰ্থানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনানুষ্ঠানিক বৈঠক শেষ হয়?
- সীমান্ত উত্তেজনা বৰ্ধের প্রতিশ্রুতি।
- ❖ ‘উইন্ডোর জেনারেশন’ বলা হয় কাদেরকে?
- ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ক্যারিয়ারান অঞ্চল থেকে যুক্তরাজ্যে আগত অভিবাসীদের।
- ❖ প্রথম আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনান্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন কে?
- নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদু বুহারি।
- ❖ আফগান সরকার নাগরিকদের যে ইলেক্ট্রনিক পরিচয়পত্র বিতরণ করেছেন তার নাম-
- ই-তাজকিরা।
- ❖ পুনরায় পিএলও এবং চোয়ার্যান নির্বাচিত হয়েছেন কে?
- মাহমুদ আব্বাস।
- ❖ যৌন ক্ষেপেজারি ও তথ্য ফাঁসের কারণে ২০১৮ সালের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার স্থাগিত করেছে-
- সুহিউশ একাডেমি।
- ❖ বাংলাদেশের কারখানা পরিদর্শনে ইউরোপীয় ২২৮ টি ক্রেতার সময়ে গঠিত জোটের নাম কী?
- আয়ার্ক অন ফায়ার আ্যাস বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ বা আয়ার্ক।
- ❖ আমেরিকার ক্রেতাদের সময়ে গঠিত জোটের নাম কী?
- অ্যালায়েস ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কাস সেফটি ইনিশিয়েটিভ বা অ্যালায়েস।
- ❖ ‘মাউন্ট মেরাপি’ কী?
- ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় আগেয়গিরি।
- ❖ সম্পত্তি মালয়েশিয়ার নির্বাচিত ধৰ্থানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ- আনোয়ার ইব্রাহিমের নেতৃত্বাধীন চার দলের জোটের নাম কী?
- পাকাতান হারাপান (আলায়েস অব হোপ)।
- ❖ ‘পানথে’ কাদেরকে বলা হয়?
- মিয়ানমারের শান ও মান্দাল রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমানদের।
- ❖ ইরানের সাথে করা চুক্তি মেলে চলার ঘোষণা দেওয়া বাকি ৫ টি দেশ-
- যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি।
- ❖ কিউবার রাজধানী হাভানায় ১৮ মে ২০১৮ কোন সিরিজের বিমান দৃষ্টিনায় ১১৭ জনের মৃত্যু হয়?
- বোরিং ৭৩৭-২০১।
- ❖ বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ উৎসব কান চলচ্চিত্রের ১১তম আসরে ডগ্যুন ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান কে?
- ইতালির মার্সেলো ফর্তে।
- ❖ কাজাখস্তানের সেনেই দিঙোর্তসেভয়ের ‘আইকা’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য ১১তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান কে?
- সামাল ইয়েসলিয়ামোভা।
- ❖ সম্প্রতি অগ্ন্যৎপাত হওয়া কিলাউইয়ে আগেয়গিরি কোথায় অবস্থিত?
- যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঁজে।
- ❖ প্রথম ফটোসাবাদিক হিসেবে ভারতে জয় করেছেন কে?
- নেপালের পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠ।
- ❖ মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় অর্থতহবিলের নাম কী?
- ওয়ানএমডিভি।
- ❖ ইউট এর বাইরে ইউরো কে একক মূদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয় যে সব দেশ?
- কসোভো, মনিস্ত্রো, এতোরা, মোনাকো, ভ্যাটিকান সিটি, সানম্যারিনো।
- ❖ ট্রাম্পের অবকাশ কেন্দ্র “মার এ লাগো” কোথায় অবস্থিত?
- ফ্লোরিডার পাম বিচে।
- ❖ সম্পত্তি ভারতের পক্ষিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া নির্বাচন কী নামে পরিচিত?
- পঞ্চায়েত নির্বাচন।
- ❖ বিশ্বকাপ ফুটবলে তিনবারের অধিক ফাইনাল খেলা দেশগুলো হলো-
- জার্মানি (৮ বার), ব্রাজিল (৭ বার), ইতালি (৬ বার), আজেন্টিনা (৫ বার), হল্যাত (৩ বার)।
- ❖ মোহিমা সংকট নিয়ে জাতিসংঘের কোন দুটি সংগঠনের সঙ্গে স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের আলোচনা চলছে?
- জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) ও জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)।
- ❖ মিয়ানমারে নবনিযুক্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দৃত কে?
- ক্রিস্টিন শেনার বার্গেনার।
- ❖ প্রতিষ্ঠান দুই শতক পর নিউইয়র্ক স্টক একচেঙ্গ (এনওয়াইএসই) এর প্রথম নারী ধৰ্থান নির্বাচিত নাম কী?
- স্টেসি কানিংহাম।
- ❖ বিশ্বখ্যাত ফুটবল ক্লাব আর্সেনালের নতুন কোচ-
- এমেরি।
- ❖ সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইকেরেটের জ্যালাদে ইনিংস কারো?
- এবি ডি ভিলিয়ার্স (১৪৯ রানের ইনিংস, স্ট্রাইকেরেট ৩৩৮.৫০)
- ❖ অফিসিয়া ব্যাংক প্রোবাল ওয়েলথ মাইগ্রেশন রিভিউ শীর্ষক প্রতিবেদন ২০১৮ অনুসারে প্রথমীয়ের সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ কোনটি?
- যুক্তরাষ্ট্র (৬২,৫৮৪ মিলিয়ন ডলার)।
- ❖ ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি সম্পদ বেড়েছে কোন দেশের?
- ভারতের (প্রবৃক্ষি ২৫%)
- ❖ পুলিজ্যার বিজয়ী লেখক ফিলিপ কবে মারা যান?
- ২৩ মে, ২০১৮।
- ❖ নারী উন্নয়ন ও আশ্রমহণকারী রোহিনোদের বিষয়ে আলোচনা জন্য সম্পত্তি বাংলাদেশের সফরকারী জাতিসংঘের আভার সেক্রেটরী জেনারেল এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তথ্বিলের (ইউএনএফপিএ) নির্বাচী পরিচালক কে?
- নাতালিয়া ক্যানেনে।



বাংলাদেশ

◻ আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধারা বজায় রাখার নিষিদ্ধে প্রত্বিন্দির লক্ষ্যমাত্রা কর্ত শতাংশ ঠিক করেছে সরকার?

● ৭.৫ শতাংশ ✓ ৭.৮ শতাংশ
● ৭.৬ শতাংশ ● ৭.৭ শতাংশ

◻ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন সম্মেলনে ঘোষণান করতে অন্তেরিয়ায় যাওয়া?

✓ ক্রি প্লোবাল সামিট অব উইমেন
● উইমেন অব প্লোবাল সামিট
● প্লোবাল অব সামিট উইমেন
● প্লোবাল অব উইমেন সামিট

◻ সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশের বাস্থসেবার কর্ত শতাংশ সেবা মানুষ বেসরকারি খাত থেকে পায়?

● ৬.০ শতাংশ ● ১৪ শতাংশ
✓ ২৬ শতাংশ ● ২০ শতাংশ

◻ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওয়াইসির পরাইট্রাম্বিনের বৈঠকের ৪৫েম অধিবেশনের সমেলনে বিশেষ অভিধি রাষ্ট্র হিসেবে কোন দেশের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়?

● পাকিস্তান ● ফিলিপিন
● তুরস্ক ● কানাডা

◻ বাংলাদেশকে নিয়ে গবেষণামূলক প্রামাণ্যত্ব এবং প্রবন্ধের জন্য যুক্তরাজ্যের টার্নার পুরস্কারের জন্য মনোনীত বাংলাদেশীর নাম কী?

● তারেক নাসীম ✓ ৩০ নাসীম মোহায়েন
● সাসেদ নাইয়া ● নাসীম আলী

◻ ভারত-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা ছড়ি হয়েছে কতটা?

● ২টি ✓ ৪টি
● ৩টি ● ৫টি

◻ এভারেস্ট বিজয়ী ধর্থম বাংলাদেশি নারী নিশাত মহুদানের নেতৃত্বে টিয় বাংলাদেশ নামের একটি অভিযানী দল ৬ মে কোন শুঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে যাত্রা করে?

● কোমো লংয়া ● চোগো গাংড়ি
✓ ৩ ইমজা সে ● কাঞ্চনজঙ্গী

◻ বস্ত্রগত থেকে বাঁচার জন্য কোন গাছ রোপন করা উচিত?

● কলাগাছ ● সুপারিগাছ
● আমগাছ ● তালগাছ

◻ আইসিসির 'ওয়ানডে' ফিকেট রাখাকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান কর্ত?

● বষ্ট ✓ ৩৩ শতাংশ
● অষ্টম ● নবম

◻ বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি বস্ত্রগত হয়?

✓ ৩৩ সুনামগঞ্জ ● হবিগঞ্জ
● যশোর ● খিনাইদহ

◻ বাংলাদেশ ব্যাকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭ সালে দেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ কর্ত জেলা?

✓ ৩৩ ২১৫.২ কোটি ● ১৫৫.১ কোটি
● ২২৩.৫ কোটি ● ২৩৩.৩ কোটি

◻ শহীদ র্যাব সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে র্যাব সদরদপ্তরে তৈরিকৃত স্মৃতিস্তম্ভের নাম কী?

● গৌরব ধারা ✓ ৩৩ প্রেরণা ধারা
● অহংকার ধারা ● বিজয় ধারা

◻ ৬ মে ধুক্কিপিত এসএসসি ও সময়মান পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে মোট পাসের হার কর্ত শতাংশ?

✓ ৩৩ ৭.৭ শতাংশ ● ৭.৭-৭.৫ শতাংশ
● ৮০.৩৫ শতাংশ ● ৭৯.৮০ শতাংশ

◻ এডিবির তথ্য অনুযায়ী বিগত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশের গড় অর্থনৈতিক প্রত্বিন্দির গড় হার?

● ৬.১% ● ৬.২%
✓ ৩৩ ৬.৩% ● ৬.৮%

◻ নির্মাণাধীন পক্ষা সেতুর ৪০-৪১ নম্বর খুঁটিতে চৰ্তু স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার সেতুর কর্ত মিটার দৃশ্যমান হলো?

● ৩০০ মিটার ✓ ৩৩ ৬০০ মিটার
● ৬৫০ মিটার ● ৫৫০ মিটার

◻ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জ্ঞাই টু এপ্রিলের পণ্য রঞ্জনির প্রত্বিন্দির হার কর্ত শতাংশ?

✓ ৩৩ ৬.৪১% ● ৬.৪২%
● ৬.৪৮% ● ৬.০৫%

◻ আগামী ২ জুন কলকাতার নজরুল মঞ্চে 'টেলিসিনে আওয়ার্ড আজীবন সমানন্দ' ত্তে দেওয়া হবে বাংলাদেশের কোন অভিনেতার হাতে?

● শাবানা ● চম্পা
✓ ৩৩ ১১ বিবিতা ● মৌসুমি

◻ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটারিসি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা কত?

● ৩৩ ১৪ কোটি ● ১৩.৫ কোটি
● ১৫ কোটি ● ১৫ কোটি ২ লাখ

◻ বাংলাদেশে যানজটের কারণে প্রতিদিন ঢাকায় নষ্ট হয় কত লাখ কর্মসূচী?

✓ ৩৩ ৫০ লাখ ● ৪০ লাখ
● ৪৫ লাখ ● ৩০ লাখ

◻ চীনের 'গ্লোবাল টাইমস' পত্রিকা ১০ মে ২০১৮ বাংলাদেশের কোন শহরকে 'মের্থ টাউন বা ইয়াবা শহর' বলে উল্লেখ করে?

● খুলনা ● যশোর
✓ ৩৩ কঞ্চিবাজার ● রংপুর

◻ সাকা হাফৎ, মোদক মুয়াল, কেওক্রাড় প্রভৃতি ৩ হাজার মুটের বেশি উচ্চতার পাহাড়গুলোর অবস্থান বাংলাদেশের কোথায়?

✓ ৩৩ বান্দরবান ● ৩৩ রাঙ্গামাটি
● খাগড়াছড়ি ● মধুপুর

◻ দশম জাতীয় সংসদের সর্বশেষ বাজেট মোতিষ্ঠ হবে কবে?

● ৩৩ ৬ জুন, ১৮ ● ১০ জুন, ১৮
✓ ৩৩ ৭ জুন, ১৮ ● ০১ জুন, ১৮

◻ 'খোয়াই' নামটি কোন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত?

✓ ৩৩ হবিগঞ্জ ● ৩৩ সাতকীরা
● কুড়িগ্রাম ● ৩৩ চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক

◻ রাশিয়ার মুসলিম প্রদেশ তাতারস্তানের প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণ মিমাখানভের নেতৃত্বাধীন হ্রেপ অব স্ট্যাটিজিক ভিশন-রাশিয়া ও ইসলাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক মিডিয়া সম্মেলন ক্লিমিয়ার কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে?

● সিমফোরোপোল ● ৩৩ ইয়াটা
● সেতাত্পল ● বাকচিচ্ছাই

◻ বিশ্ব গণমাধ্যম সূচক- ২০১৮ এ সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা উপভোগকারী অঞ্চল-

✓ ৩৩ ইউরোপ ● এশিয়া
● আফ্রিকা ● আমেরিকা

◻ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার কথা ধার্কলে বর্তমানে বিশ্ব দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবসকারী জনসংখ্যার সংখ্যা কত?

● ৩৩ ৮৮ কোটি ● ৮৯ কোটি
✓ ৩৩ ৯০ কোটি ● ৯১ কোটি

● বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

● English Literature ● মানসিক দক্ষতা

● গান্ধীজির মুক্তি

● সাধারণ বিজ্ঞান

● কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

● বাংলাদেশ বিষয়াবলি

● আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

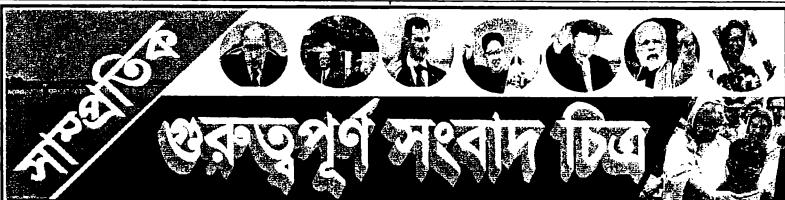
● ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব) পরিবেশ ও সর্বোগ ব্যবস্থাপনা

● নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

ওরাকল BCS

৩৯/৪০তম প্রিলিমিনারি বইসমূহ

ম্ব সম্প্রতি আলোচিত পারমাণবিক বোমার বিহুরেণ ঘটানোর হান হিসেবে পরিচিত 'পাঞ্জি-রে' কোথায় অবস্থিত?	ম্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় মালয়েশিয়ার নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কুরুক্ষেত্রামপুরের কেন রাজধানীসদে অনুষ্ঠিত হয়?	ম্ব যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর নির্বাচিত প্রথম নারী প্রধান কে?
ক্রি ভারতে <input checked="" type="checkbox"/> পাকিস্তানে <input type="checkbox"/>	ক্রি পাকিস্তানে <input type="checkbox"/>	ক্রি সোনিয়া সোটোমেয়ের <input type="checkbox"/> পুঁপুরো রিকে
ক্রি ইরানে <input checked="" type="checkbox"/> উত্তর কোরিয়ায় <input type="checkbox"/>	ক্রি উত্তর কোরিয়ায় <input type="checkbox"/>	ক্রি গিনা হাসপেল <input type="checkbox"/> দেরাবতি গুহ
ম্ব ব্রিটেন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রধমবারের মত নিরোগপ্রাপ্ত পাকিস্তান বৎশেষভূত মুসলিম ব্যক্তির নাম কী?	ম্ব নেগারা ইস্তানায় <input checked="" type="checkbox"/> ইস্তানা নেগারায় মিয়ানমার সরকার একমাত্র যে মুসলমানদের স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের দেশে-	ম্ব নিরামিয়ান মুসলমান <input type="checkbox"/> জারবেদি নিরামিয়ান মুসলমান দ্বারা দিবস পালন করে?
ক্রি জাভিদ সাজিদ <input checked="" type="checkbox"/> সাজিদ জাভিদ <input type="checkbox"/>	ক্রি পাসু <input type="checkbox"/>	ক্রি ১৫ মে <input type="checkbox"/> ১১ মে
ক্রি জাভিদ সাজাত <input type="checkbox"/> মির্জা আজম <input type="checkbox"/>	ক্রি পাসু <input type="checkbox"/>	ক্রি ১২ মে <input type="checkbox"/> ১৩ মে
ম্ব সম্প্রতি সহিংসতার জন্য আলোচিত 'কাচিম' রাজা কেন দেশে অবস্থিত?	ম্ব ক্রিয়ান মুসলমান <input type="checkbox"/> জারবেদি ইস্রায়েলের তেল আবির থেকে জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দৃতাবাস হাবাত্র করা হয়?	ম্ব 'কাচিম' কেন দেশের সংবাদপত্রের নাম?
ক্রি মিয়ানমার <input type="checkbox"/> ইরান <input type="checkbox"/>	ক্রি ১২ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮	ক্রি তুরকের <input type="checkbox"/> লিবিয়ার
ক্রি পাকিস্তান <input type="checkbox"/> ফিলিস্তিন <input type="checkbox"/>	ক্রি ১১ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮	ক্রি ইয়েমেনের <input type="checkbox"/> ইয়েমেনের
ম্ব সুইডেনভিত্তিক প্রতিরক্ষাবিষয়ক গবেষণা সংস্থা স্টকহোম ইস্টারনাশনাল পিস রিচার্চ ইনসিউটেট (এসআইপিআরআই) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে বিশেষ সামরিক ব্যয় কর শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে:	ম্ব মুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার সিনেট নির্বাচনের বাছাই পর্বে ডেমোক্রেটিক দল থেকে বিজয়ী হওয়া বাংলাদেশি-আমেরিকা কে?	ম্ব আবেগিনী পরিচালিত চালনে 'জান টিপি' চালু হয়েছে?
ক্রি ১.০ শতাংশ <input type="checkbox"/> ১.১৫ শতাংশ <input type="checkbox"/>	ক্রি শেখ রহমান <input type="checkbox"/> শেখ আবুলুহ কাট টমসন <input type="checkbox"/> মোহাম্মদ মোস্তাক	ক্রি সৌদি আরব <input type="checkbox"/> ইয়েমেন
ক্রি ০.৭৫ শতাংশ <input type="checkbox"/> ১.১ শতাংশ <input type="checkbox"/>	ক্রি ১২ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮	ক্রি আফগানিস্তান <input type="checkbox"/> পাকিস্তান
ম্ব আকাশপথে ভ্রমণসংক্রান্ত নজরদারি প্রতিষ্ঠান ওএজিএর তথ্যমতে পুরুষীর শীর্ষ ব্যস্ততম বিমানপথ কোনটি?	ম্ব ২০১৫ সালে ইরানের সাথে সম্পাদিত পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে যায় কত তারিখে?	ম্ব 'তিজুয়ানা' সীমান্ত কেন দেশে অবস্থিত?
ক্রি দিল্লী-মুঘাই <input type="checkbox"/> কোরিয়া-জাপান <input type="checkbox"/>	ক্রি ১১ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮	ক্রি আর্জেন্টিনা <input type="checkbox"/> চিলি
ক্রি সিঙ্গাপুর-কুয়ালালামপুর <input type="checkbox"/> জেন্দা-কাতার <input type="checkbox"/>	ক্রি ১৪ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮	ক্রি মেরিকো <input type="checkbox"/> কানাডা
ম্ব ৫ মে <input type="checkbox"/> ২০১৮ সাম্যবাদী নেতা কার্ল মার্কের কততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়?	ম্ব মাহায়ির মোহাম্মদ <input type="checkbox"/> শি জিন পিং <input type="checkbox"/> নরেন্দ্র মোদি <input type="checkbox"/> হাসান কুহানি	ম্ব জাদিমির পুতিন কোন দলের প্রার্থী হিসেবে নিজের ৪৫ মেয়াদের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল?
ক্রি ২০০তম <input type="checkbox"/> ২২০তম <input type="checkbox"/>	ক্রি মাহায়ির মোহাম্মদ <input type="checkbox"/> শি জিন পিং	ক্রি কুম্বিনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন
ক্রি ১০০তম <input type="checkbox"/> ১৫০তম <input type="checkbox"/>	ক্রি নরেন্দ্র মোদি <input type="checkbox"/> হাসান কুহানি	ক্রি ইউনাইটেড রাশিয়া, ইউনিটি
ম্ব 'রিপাবলিকান ক্ষয়ার' কোথায় অবস্থিত - সিরিয়া <input type="checkbox"/> ইউক্রেন <input type="checkbox"/>	ম্ব ইয়েমেনে 'বিপুলের জন্মনী' বলা হয় যাকে?	ক্রি অল রাশিয়া পিপলস ফ্রন্ট <input type="checkbox"/>
ক্রি আর্মেনিয়ায় <input type="checkbox"/> ফিলিস্তিন <input type="checkbox"/>	ক্রি আলী আবুলুহ সালেহকে	ক্রি কোনোটাই সঠিক নয়
ম্ব 'হামা' শহরটি কোথায় অবস্থিত?	ক্রি তাওয়াক্স কারামানকে	ম্ব 'দ্য রাইট স্টাফ' ও 'দ্য বন্ধুয়ার' অব দ্য ভ্যানিসিস উপন্যাসের সদ্য প্রয়াত রচয়িতা টম উলফ কোন দেশের নাগরিক?
ক্রি ফিলিস্তিনে <input type="checkbox"/> সিরিয়ায় <input type="checkbox"/>	ক্রি আলী মোহাম্মদ মুজুরকে	ক্রি ভারত <input type="checkbox"/> কানাডা
ক্রি পাকিস্তানে <input type="checkbox"/> মিয়ানমারে <input type="checkbox"/>	ক্রি সুলতান মুহাম্মদকে	ক্রি মুক্তরাজ <input type="checkbox"/> মুক্তরাষ্ট্র
ম্ব কিকেট ওয়ান ডে যান্ডিয়ে প্রথম বা শীর্ষ দেশ কোনটি?	ম্ব সম্প্রতি দুর্ঘটনাক্রমিত 'হোসে মাটি' আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর কোন দেশে অবস্থিত?	ক্রি ক্লিভডেন হোটেলে
ক্রি পাকিস্তান <input type="checkbox"/> অস্ট্রেলিয়া <input type="checkbox"/>	ক্রি সিরিয়ায় <input type="checkbox"/> মিয়ানমারে	ক্রি কেনসিংটন প্যালেসে
ক্রি নিউজিল্যান্ড <input type="checkbox"/> ইংল্যান্ড <input type="checkbox"/>	ক্রি পাকিস্তানে <input type="checkbox"/> কিউবায়	ক্রি বাকিংহাম প্যালেসে
ম্ব কিকেট ওয়ান ডে যান্ডিয়ে প্রথম বা শীর্ষ দেশ কোনটি?	ক্রি অঙ্গ প্রদেশ <input type="checkbox"/> পশ্চিমবঙ্গ	ক্রি উইল্সন ক্যামেলের সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলে
ক্রি পাকিস্তান <input type="checkbox"/> অস্ট্রেলিয়া <input type="checkbox"/>	ক্রি ৫ উত্তর প্রদেশ <input type="checkbox"/> দিল্লী	ম্ব ইরাকে আইএস হাটোনের পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন করে অনুষ্ঠিত হয়?
ক্রি নিউজিল্যান্ড <input type="checkbox"/> ইংল্যান্ড <input type="checkbox"/>	ক্রি ৭১তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সবচেয়ে বড় পুরুষার বর্ষণপাম (পাম দ'র)	ক্রি ১৫ মে, ২০১৮ <input type="checkbox"/> ১০ মে, ২০১৮
ম্ব 'তাখার' প্রদেশটি কোথায় অবস্থিত?	জিতে নেন জাপানের কোন সিনেমা?	ক্রি ১৮ মে, ২০১৮ <input type="checkbox"/> ১২ মে, ২০১৮
ক্রি ফিলিস্তিনে <input type="checkbox"/> আর্মেনিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রদেশে মার্কিন নির্মাতা স্প্লাইক লির দ্বি ব্যাককলনসম্যান জিতেছে কোন পুরুষার?	ক্রি কেপারানাউম <input type="checkbox"/> শপলিফটার্স	ম্ব 'হামা' নামক শিয়া মুসলিম সম্পদাধীন কোন দেশে বাস করে
ক্রি পাকিস্তানে <input type="checkbox"/> মিয়ানমারে <input type="checkbox"/>	ক্রি ডগম্যান <input type="checkbox"/> ব্র্যাককলনসম্যান	ক্রি ভারত <input type="checkbox"/> মায়ানমার
ম্ব মিয়ানমারে অবস্থিত রাখাইন রাজ্যের মাঝদীনীর নাম কী?	ক্রি ৭১তম কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মার্কিন নির্মাতা স্প্লাইক লির দ্বি ব্যাককলনসম্যান জিতেছে কোন পুরুষার?	ক্রি ইন্দোনেশিয়া <input type="checkbox"/> পাকিস্তান
ক্রি বুথিডং <input type="checkbox"/> রাখাইডং <input type="checkbox"/>	ক্রি প্রো প্রি <input type="checkbox"/> পাম দ'র	ম্ব সম্প্রতি কোন দেশের প্রধান বিচারপতিকে অপসারণ করা হয়?
ক্রি চিতে <input type="checkbox"/> মেরগুই <input type="checkbox"/>	ক্রি জরি <input type="checkbox"/> বিশেষ পাম দ'র	ক্রি ইন্দোনেশিয়া <input type="checkbox"/> ফিলিপাইন
ম্ব বর্তমান বিশেষ সবচেয়ে ব্যক্ত সরকারপ্রধান এবং মালয়েশিয়ার সংষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে কে?	ক্রি মালয়েশিয়ার <input type="checkbox"/> প্রধানমন্ত্রী	ক্রি মালয়েশিয়া <input type="checkbox"/> শ্রীলঙ্কা
ক্রি আলায়ার ইত্তাহিম <input type="checkbox"/>	ক্রি চুক্তি <input type="checkbox"/> প্রধানমন্ত্রী	ম্ব বিশেষ স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, সম্প্রতি কোন দেশে প্রাপ্তিষ্ঠানী ইয়েলো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে?
ক্রি মাহায়ির মোহাম্মদ <input type="checkbox"/>	ক্রি প্যারাগুয়ে <input type="checkbox"/> কিউবা	ক্রি ভারত <input type="checkbox"/> পাকিস্তান
ক্রি সিতি হাসমা <input type="checkbox"/>	ক্রি থাইল্যান্ড <input type="checkbox"/> মালয়েশিয়া	ক্রি কঙ্গো <input type="checkbox"/> ইয়েরান
ক্রি সুলতান মুহাম্মদ <input type="checkbox"/>	ক্রি সিঙ্গাপুর <input type="checkbox"/> কিউবা	



বাংলাদেশ

সিডস্টার পুরস্কার পেলেন আবদুল্লাহ আল মামুন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অ্যাডভাপ্স ইলেক্ট্রোনিক মালিডিসিপ্নুনারি সিস্টেম ল্যাবের (এইমসল্যাব) পরিচালক খন্দকার আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁর 'সিমেডেলেখ' নামের সাথ্যবিষয়ক একটি গবেষণামূলক কাজের জন্য সুইজারল্যান্ডভিস্ক প্রতিষ্ঠান সিডস্টারের 'সিডস্টার ইনোভেশন পুরস্কার-২০১৮' পেয়েছেন। সিডস্টার হলো একটি সুইজ প্রগ্রাম। এটি ২০১২ সালের সেচেতনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রযুক্তি এবং উদ্যোক্তার মাধ্যমে মানুষের জীবনব্যবস্থা উন্নত করার কাজ করে থাকে।

সবুজ অক্ষর পেলেন বাংলাদেশি শাহরিয়ার এশিয়ার বৃহত্তম কচ্ছ উদ্বার ও সংরক্ষণের স্বীকৃতি হিসেবে হোয়াইটলি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলাদেশের শাহরিয়ার সিজার রহমান। এই পুরস্কার 'সবুজ অক্ষর' নামে পরিচিত। যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রয়্যাল ডিওফাফিক্যাল সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত ২৫তম হোয়াইটলি অ্যাওয়ার্ড উদ্ঘাপন অনুষ্ঠানে শাহরিয়ারের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে এই পুরস্কার পেয়েছেন রহমান। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় পরিবেশ সংরক্ষণে তগ্নমূল পর্যায়ে কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে তাদের মর্যাদাপূর্ণ হোয়াইটলি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।

ইথোফেন কী?

অনেক ক্ষেত্রে ফল পাকাতে ও পচন ঠেকাতে ফরমালিনের পরিবর্তে ইথোফেন নামক নতুন রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, যা বাজারে পাওয়া যায় ইথিপ্লাস নামে। ইথোফেনের রাসায়নিক সংকেত- $C_2H_6ClO_3P$ । ইথিন ক্লোরিনের সঙ্গে বিভিন্ন করে ডাই-ক্লোরাইট বা তেল জাতীয় যৌগ গঠন করে। ইথোফেন চীনের তৈরি। ইন্টারনেটে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, যোগাটি গাছের বর্ধন নিয়ন্ত্রক, তুলা, তামাক, গম, ধান ছাড়াও বিভিন্ন ফসলে এর ব্যবহার করা হয়। ইথোফেন ব্যবহারে পরিপন্থ আনাস সতেজ থাকে। এগুলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ ছাড়াল

২৭ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঢ়াল ১০১ টিতে। কিন্তু উচ্চ আদালতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বক্ত

যোগ্য করায় বৈধ বিশ্ববিদ্যালয় ১০০ টি। এর আগে ১৮ এপ্রিল দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ২৬ এপ্রিল রাজশাহীতে শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও বাদরবানে বাদরবান বিশ্ববিদ্যালয়'কে পরিচালনার অনুমতি দিয়ে আদেশ জারি করেছে।

পদ্মা সেতু রেল-সংযোগ প্রকল্পের খণ্ড চুক্তি স্বাক্ষর পদ্মা সেতু রেল-সংযোগ প্রকল্পের জন্য ২৭৬ কোটি ডলারের খণ্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৭ এপ্রিল বেইজিংয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ইআরআরি অতিরিক্ত সচিব জাহিদুল হক এবং চায়না এক্সিম ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুন পিং নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিআরআইসি কর্মকর্তারা এবং চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক কাউন্সেলর মো. জাহাঙ্গীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান পেলেন প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দিন

জাপান সরকার প্রতিবছর বসন্তকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জাপানি নাপরিকদের পাশাপাশি বিদেশিদেরও বিশেষ পদক দিয়ে সম্মানিত করে থাকে। এ বছরের সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকা ২৯ এপ্রিল শিনবার প্রকাশ করা হয়েছে। ৪১৫২ জন জাপানি নাগরিকের পাশাপাশি ১৪০ জন বিশিষ্ট বিদেশি নাগরিক এবার ১০০টি ধাপে সম্মাননা পাওয়া ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছেন।

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বাংলাদেশি হলেন জাপানপ্রবাসী শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দিন। জাপান ও বাংলাদেশে আধুনিক অঙ্কনশিল্পের বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে অবদান রাখার জন্য এই বাংলাদেশি প্রবাসী শিল্পীকে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চম ধাপের

সম্মাননা, অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান গোল্ড অ্যাভ সিলভার রেস পদকে তাঁকে ভূষিত করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ সম্মাননা প্র্যাপ্ত কর্তৃণ অব দ্য অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান পাওয়া ১২ জন বিদেশির মধ্যে আছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট এবং মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্ক কমিটির সভাপতি সিনেটের পরবার্ট ফিলিপস কর্কার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ধাপের সম্মাননা, অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান গোল্ড অ্যাভ সিলভার স্টার পেয়েছেন ২১ জন বিদেশি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

হলেন গত বছর সাহিত্যে নেবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানি বৎশোভূত ব্রিটিশ পুর্ণ্যাসিক কাজুও ইশিগুরো। এবারের সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকায় দক্ষিণ এশিয়া থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মোট তিনজন। কাজী গিয়াসউদ্দিন ছাড়া অন্য দুজন হলেন ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর কনফেডেরেশনের সাবেক প্রধান নির্দেশক তরুণ দাস এবং কলমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও জাপান-শীলকা মৈত্রী সাংস্কৃতিক তহবিল পুরস্কার কমিটির মৌখিক সভাপতি কর্তৃল ফনসেকা। বিমূর্ত ধারার ছবি আঁকার শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দিন ছবির মোটিফ বা উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্য থেকে। বাংলার প্রকৃতি রং ও আলোছায়ার সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয় তাঁর ক্যানভাসে।

বিশ্বের সবচেয়ে দূর্যোগ প্রদান দিয়ে

বিশ্ব সাম্মত সংস্থার তথ্য মতে ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি জনসংখ্যার মেগাসিটিগুলোর মধ্যে বায়ুমণ্ডে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লি। বিশ্বের সবচেয়ে দূর্যোগ হচ্ছে শহরের তালিকায় ফের শৈর্ষে এসেছে ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লির নাম। মেগাসিটিগুলোর মধ্যে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত মুঘাই রয়েছে চার নম্বরে। আর ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। এক কোটি ৪০ লাখ বা তার চেয়ে বেশি জনসংখ্যার শহরগুলোর দূষণের তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্ব সাম্মত সংস্থা (ই) এই তালিকাটি তৈরি করেছে। এতে বলা হয়, বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূর্যোগ শহরের রাজধানী কায়রো। আর চীনের রাজধানী বেইজিং রয়েছে পাঁচ। হ'র প্রতিবেদনে বলা হয়, সারা বিশ্বের ৯০ ভাগ মানবই দূর্যোগ বায়ু প্রতি হচ্ছে। এই দূষণ ২০১৬ সালে ৭০ লাখ মানবের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

আরেক উচ্চতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট

আইসিসির র্যাঙ্কিংয়ের বার্ষিক হালনাগাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পেছনে ফেলে আট নম্বরে উঠেছে টাইগাররা। ৪ রেটিং পয়েন্ট বেড়ে বাংলাদেশের অর্জন এখন ৭৫ রেটিং পয়েন্ট। ২০০০ সালে আইসিসির পূর্ণ সদস্য হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ সেরা অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পেছনে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অর্জন ৬৭ রেটিং পয়েন্ট। টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ভারত (সর্বোচ্চ ১২৫ রেটিং পয়েন্ট)। অন্যদিকে আইসিসির বার্ষিক হালনাগাদে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়েও সাত নম্বর স্থানে আরও মজবুত করেছে বাংলাদেশ। ৩ রেটিং পয়েন্ট যোগ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্জন ৯৩। আট নম্বরে থাকা শ্রীলংকার অর্জন ৭৭ রেটিং পয়েন্ট। সাত নম্বরে থেকেই আইসিসি ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে

বাংলাদেশ। ভারতকে (১২২ রেটিং পয়েন্ট) পেছনে ফেলে ওয়ানডে ব্যাংকিংয়ে শীর্ষে উঠেছে ইংল্যান্ড (১২৫ রেটিং পয়েন্ট)। টি-টোয়েন্টি ব্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে পাকিস্তান (১৩০ রেটিং পয়েন্ট)। তবে টি-টোয়েন্টি ব্যাংকিংয়ে ২ রেটিং পয়েন্ট কমেছে বাংলাদেশের। দশ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের অর্জন ৭৫ রেটিং পয়েন্ট।

আগামৌণ-মতিবিল মেট্রোলেন চান্দু ২০২০ সালের মধ্যে মেট্রোলের (এমআরটি-৬) আগামৌণ থেকে মতিবিল অংশে ৮.১ কিলোমিটার উড়াল রেলপথ (ভায়াডাট) নির্মাণে তিনিটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সই করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসি)। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৪ সালে কাজ শেষ হবে। তবে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ২০২০ সালে কাজ শেষ করে এ অংশে টেন চলাচল শুরু করা হবে। রাজধানীর উত্তর দিয়াবাড়ী থেকে মতিবিল শাপলা চতুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোলের (এমআরটি-৬) কাজ চলেছে আটটি প্যাকেজ। ৩০ এপ্রিল রাজধানীর একটি হোটেলে প্যাকেজ ৫ ও ৬-এর ঠিকাদার নির্যাগে চুক্তি সই হয়। ডিএমটিসি ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি সই হয়। প্যাকেজ ৫-এর অধীনে ১,৮৫৫ কোটি টাকায় আগামৌণ থেকে কাওরোনবাজারে পর্যন্ত ৩.২ কিলোমিটার ভায়াডাট নির্মাণ করবে বাংলাদেশের আবুল মোনেম লিমিটেড ও জাপানের অ্যাবে নিকো। ২,৩৩২ কোটি টাকায় ৪.৯ কিলোমিটার ভায়াডাট নির্মাণ করবে জাপানের সুমিতোমো মিতসুই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। ভায়াডাটের ওপর চলবে বিদ্যুতালিত টেন। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ধাপে, দিয়াবাড়ী থেকে আগামৌণ ও পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার উড়াল রেলপথ নির্মাণ করা হবে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এ অংশের কাজ শেষে টেন চলাচল শুরু হবে। মেট্রোলে প্রকল্পে ব্যব ২২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬,৫৯৫ কোটি টাকা খণ্ড দিছে জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) বাকি টাকা জোগান দিচ্ছে সরকার। মেট্রোলে পথে স্টেশন খাকবে ১৬টি। সড়কের ওপর এসব স্টেশন নির্মাণ করা হবে।

ভাওয়াইয়ার রাজপুত্র

ভাওয়াইয়ার রাজপুত্র উপাধি পাচ্ছেন মুস্তাফা জামান আবাসী। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, সুরকার, সংগ্রাহক, গবেষক ও লেখক মুস্তাফা জামান আবাসীকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভাওয়াইয়ার রাজপুত্র' উপাধি প্রদান করা হচ্ছে। ভাওয়াইয়ার বিশেষায়িত সংগঠন 'ভাওয়াইয়া অঙ্গন'-এর উদ্যোগে ও চ্যানেল আইয়ের সহযোগিতায় এই উপাধি প্রদানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় চ্যানেল আই

স্টুডিওতে। একই অনুষ্ঠানে ভাওয়াইয়া গানে বিশেষ অবদানের জন্য গবেষক মোতাহার সুফী ও বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী সৈয়দ গোলাম আমিয়াকে 'ভাওয়াইয়া পদক' দেওয়া হবে এবং ভাওয়াইয়া অঙ্গনের মুখ্যপ্রতি ত্রৈমাসিক সাময়িকী, ভাওয়াইয়ার বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্নোচন করবেন চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর।

২৫ দেশের মধ্যে ক্ষমতার সূচকে বাংলাদেশ ১৮তম এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষমতাশালী ২৫ দেশের মধ্যে ১৮তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার 'থিংক ট্যাংক' খ্যাত লোয়ি ইনসিটিউট 'এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্স' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ২৫টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে এ পরিমাপ করা হয়। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ছাড়িয়ে পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে রাশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত হয় এ সূচক। এতে একটি দেশের সামগ্রিক ক্ষমতা ৮টি মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়। মানদণ্ডগুলো হলো অর্থনৈতিক সম্পদ, সামরিক সক্ষমতা, স্থিতিশীলতা, ভবিষ্যৎ প্রবণতা, কৃতিনৈতিক প্রভাব, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা নেটওর্কার্ক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। ২৫ দেশে ১০০ ক্ষেত্রের মধ্যে বাংলাদেশের ক্ষেত্র ৮.৭। প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সূচকে অগ্রগতির কারণে ভারতকে এ প্রতিবেদনে 'জায়ান্ট অব ফিউচার' বলা হয়েছে। এদিকে ক্ষমতার সূচকের সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মেগাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সূচকে প্রথম অবস্থান করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্ষমতার বিস্তার বিচারে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন। তৃতীয় জাপান ও চতুর্থ ভারতের মধ্যে ক্ষমতার দিক দিয়ে পার্থক্য খুবই সামান্য।

সার্ক চলচিত্র উৎসবে 'হালদা' ও 'খাঁচা' শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে ২২ মে শুরু হচ্ছে অষ্টম সার্ক চলচিত্র উৎসব-২০১৮। উৎসবের তিনিটি বিভাগে প্রদর্শিত হবে সার্কভূত দেশের চলচিত্রসমূহ। 'সার্ক চলচিত্র উৎসবের এবার মূল প্রতিযোগিতায় ফিচার বিভাগে প্রতিযোগিতা করবে তৌকির আহমেদের 'হালদা' ও আকরাম খানের পরিচালনায় 'খাঁচা'। এছাড়াও উৎসবের মাস্টার চলচিত্র বিভাগে বাংলাদেশে থেকে মনোনীত হয়েছে বিশিষ্ট চলচিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত 'আঁধি ও তার বন্দুর'। এছাড়াও শর্ট ফিল্ম বিভাগে প্রদর্শিত হবে 'কালো মেঘের ভেলোয়' ও 'দাগ' নামের দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র। উল্লেখ্য, ৭ম সার্ক চলচিত্র উৎসব ২০১৭-তে তৌকির আহমেদের 'অজ্ঞানাম' চলচিত্রটি সেরা চিন্নাট পুরস্কার অর্জন করেছিল।

কলেবর বাড়চে পিপিপির সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) কলেবর বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মপরিকল্পনা মোষ্টা করা হবে। এর মধ্যে আগামী অর্থবছর থেকে সঙ্গম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আওতায় পিপিপির মাধ্যমে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। পিপিপির আওতায় আরও বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়ার লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। মধ্যমেয়াদি সংস্করণ কর্মপরিকল্পনার আওতায় জিটজি চুক্তির ভিত্তিতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি পলিসি নিয়েছে সরকার। ওই পলিসির আওতায় জাপানের সঙ্গে ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাদীন। ভারত ও চীনের সঙ্গেও এর আওতায় প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার। বর্তমানে পিপিপির প্রকল্প বাস্তবায়ন হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায়।

কক্ষপথে পৌছে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রাহ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপণের ১০ দিন পর তার নিজৰ অবস্থানে (অরিবিট স্লট) পৌছে। ২১ মে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিসএসসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' তার অবস্থান নিয়েছে এবং 'স্বাভাবিকভাবেই' কাজ শুরু করেছে।' সরকারি স্তু মতে, বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় আগ্রহে প্রাণিক প্রভাব করবে। ফ্যালকন-৯ এর ব্রক-৫ থেকে উৎক্ষেপণের অব্যবহিত পরই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ৩৫,৭০০ কিলোমিটার পথ পার্ডি দেয়। এর পর ১০ দিনে আরো ৩০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে যায়। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রাউড স্টেশনে সংকেত পাঠাতে শুরু করেছে। গাজীপুরের জয়দেবপুর ও রাঙামাটির বেতুনিয়ার থাউট স্টেশন থেকে স্যাটেলাইটটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে প্রায় দুই মাস সময় লাগবে। গত ১১ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট-এর সফলভাবে উৎক্ষেপণ হয়। স্পেসএক্স-এর সর্বাধুনিক রেকোর্ড ফ্যালকন-৯ এর মাধ্যমে স্যাটেলাইটটি ১১৯ দশমিক ১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পৌছানোর জন্য এটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

প্রাকৃতিক দূরোগ ব্রহ্মগত সম্পর্কে সচেতনতা জন্মিয়ি সাধারণত ধারণা করা হয় মেঘে সংঘর্ষের কারণে বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়া অধিবিদগুলোর সর্বশেষ বজ্রপাত রেকোর্ড অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বজ্রপাতে মোট মাঝা গেছে প্রায় চারশ জন। ২০১৬ সালে পরম্পরাগত দুদিনের বজ্রপাতে সারাদেশে ৮১

জনের প্রাণহনি ঘটে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বজ্জ্বাপতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। ২০১০ সালের পর গত বছরে বজ্জ্বাপতে মৃতের সংখ্যা প্রায় দুহাজারের বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে, মোবাইল ফোন টাওয়ার লাইটিনিং এরস্টের লাগিয়ে এবং সেইসঙ্গে খেলার মাঠ বা কৃষিজির আশেপাশে তালগাছ রোপণের মাধ্যমেও বজ্জ্বাপতের ঝুঁক কমানো যায়। বজ্জ্বাপতের সময় গাছের নিচে বা বৈদ্যুতিক খুটির নিচে দাঁড়ানো যাবে না। অথবা কমপক্ষে ৮ ফুট দূরে থাকতে হবে। দৌড়ানোড়ি না করে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বিপদ এড়ানো যেতে পারে। কাঁচের জানালার আশেপাশে অবস্থান করা যাবে না। বজ্জ্বাপতের সময় ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কোন প্রকার ধাতব পদার্থ স্পর্শ করা যাবে না। ঘরের বাইরে বেরোলে পা ঢাকা রাখারে জুতা ব্যবহার করা উচিত। প্রতিটি ভবনে বজ্জ্বাপ নিরোধক দণ্ডের (আর্থিং) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যাঙ্গ ইতিবাচক ধারায় ক্ষিপ্ত

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রেমিট্যাঙ্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রেমিট্যাঙ্গ প্রবাহের ধারা চলতি বছরের শুরুতেই বেশ চাঙ্গ হয়ে উঠেছে। গত ২০১৮-এপ্রিল মাসে দেশের ১৩২ কোটি ৭১ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যাঙ্গ পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশির। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে রেমিট্যাঙ্গের পরিমাণ ছিলো ১০৯ কোটি ২৬ লাখ ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, এপ্রিলে প্রবাসী আয় বাড়াতে অর্থবছরের দশ মাসের মোট আয়ও বেড়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে প্রবাসী আয় মোট এক হাজার ২০০৮ কোটি ডলার। আর্জান্তিক বাজারে জালানী তেলের দাম ও দেশে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসী আয় বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতি প্রতিরোধ ও ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যাঙ্গ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত পাঁচশ পোশাক কারখানা সংস্কার

বাংলাদেশে ইউরোপ ভিত্তিক জোট ও আমেরিকানভিত্তিক ক্রেতাদের সময়ে জোট অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স আলাদাভাবে এ পর্যন্ত ২ হাজার ২শ কারখানা পরিদর্শন শেষ করে এখন সংস্কার কাজ তদারক করছে। উভয় জোটেরই পাঁচ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৫শ কারখানার ইউরোপের ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ডভুক্ত ২৩০টি ব্র্যান্ডের কাছে পোশাক সরবরাহকারী প্রায় ১ হাজার ৬শ” কারখানার সংস্কার দেখতালি করছে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ কারখানা পুরোপুরি সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে। এর বাইরে আরো আটশ কারখানা ৯০ শতাংশের বেশি ক্রিটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্যদিকে অ্যালায়েন্সভুক্ত ৬শ

কারখানা শতভাগ সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে। নির্ধারিত সময়ে সংস্কার না করায় দুই শতাধিক কারখানার সাথে ব্যবসা বাতিল করেছে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স। পোশাক কারখানায় এখনো অগ্নি দুর্ঘটনায় বহির্গমন পথ, ফায়ার অ্যালার্ট ও অগ্নি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ক্রিটি সংস্কারে ঘটতি রয়ে গেছে।

বাজেট অধিবেশন বসছে ৫ জুন

চলতি দশম জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশন বসছে আগামী ৫ জুন। এই অধিবেশনেই ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট পেশ ও পাস করা হবে। আগামী ৭ জুন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হবে। এটাই হবে এই মেয়াদে বর্তমান সরকারের শেষ বাজেট। গত ১২ এপ্রিল শেষ হয় সংসদের ২০তম অধিবেশন। ওই অধিবেশনের মোট কার্যদিবস ছিল পাঁচটি।

আন্তর্জাতিক

উইমেন ইন মোশন পুরস্কার- ২০১৮

এই সম্মাননা শুরু হয় ২০১৫ সালে। পুরস্কারটি দেওয়া হয় চলচ্চিত্রে নারীর অবদানকে সমান জানিয়ে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে ১৩ মে ‘উইমেন ইন মোশন’ ডিনারে প্যাটি জেনকিলসের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। চতুর্থবারের মতো এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে প্রথম এই পুরস্কার পান যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেত্রী জেন ফন্ডা। ২০১৬ সালে এ পুরস্কার পান যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেত্রী জিনা ডেভিস ও সুসান সারান্ডন। ২০১৭ সালে পায় ফরাসি অভিনেত্রী ইসাবেল হাপাট। সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যায় বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৬ সালের তুলনায় গত বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যায় বাড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে গত বছর সামরিক খাতে সবচেয়ে ব্যায় কমিয়েছে রাশিয়া। বিশেষ সামরিক ব্যয়ের ৩৫ শতাংশই করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর তাদের ব্যয় ছিল ৬১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের এই ব্যয় তালিকায় দ্বিতীয় থেকে অট্টম স্থান পর্যন্ত দেশগুলোর সম্মিলিত ব্যয়ের চেয়েও বেশি। ২০১৬ সাল রাশিয়া ব্যয় করে ৬,৬৩০ কোটি মার্কিন ডলার। সুইডেনভিত্তিক প্রতিরক্ষাবিষয়ক গবেষণা সংস্থা স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিচার্স ইনসিটিউট (এসআইপিআরআই) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ০২ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানায়, দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চীন গত বছর ব্যয় করেছে ২২,৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। আর তৃতীয় স্থানের দেশটির নাম সৌদি আরব। রাশিয়াকে হচ্ছে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের দেশ সৌদি আরব। ২০১৬

সালে দেশটি অন্ত কিনতে ব্যয় করেছে ৬,৯৪০ কোটি মার্কিন ডলার। রাশিয়ার পরের দেশগুলো হলো- ভারত, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়া। স্থায়ুবুদ্ধির পর বিশে সবচেয়ে বেশি সামরিক ব্যয় হয় ২০১৭ সালে। এ বছর বিশে সামরিক ব্যয় হয় এক লাখ ৭৩ হাজার কোটি মার্কিন ডলার, যা আগের বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের তুলনায় ১.১ শতাংশ বেশি।

জার্মানিকে চীনের উপহার

চীনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া কার্ল মার্কসের দীর্ঘ ভাস্কর্য ৫ মে শনিবার তার জন্ম শহর জার্মানির ট্রিয়ারে সবার জন্য উন্মোচন করা হয়। সাম্যবাদী মহান এ নেতৃত্বে ২০০তম জন্মবাস্তিকি উপলক্ষে এ উপহার দেয় চীন। তবে ভাস্কর্য স্থাপন করা নিয়ে দৃপ্তক্ষের মধ্যে বিবোধ দেখা দেয়। চীনে মার্কসকে উচ্চমর্যাদা দিলেও জার্মানিতে তার মতবাদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। চীনের উপহার দেওয়া এ ভাস্কর্যটির উচ্চতা ১৫ ফুট। ১৮১৮ সালের ৫ মে ট্রিয়ার শহরে জন্ম নেন কার্ল মার্কস। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ তিনি মারা যান। যুক্তরাজ্যের লত্তেনে হাইগেট সেমেটারিতে তাকে সমাহিত করা হয়।

বিশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি

ফোর্বস ম্যাগাজিন প্রকাশিত বিশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষে স্থান করে নিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং। তারপরে আছেন রশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তৃতীয় অবস্থানে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনালভ ট্রাম্প। তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন জার্মান চ্যাপেলের অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। চলতি বছরের ক্ষমতাধরদের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজেস। পোপ ক্রাসিস ষষ্ঠি, বিল গেটস সপ্তম, সৌদি যুক্তরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান আটে। চলতি বছর বিশের ৭৫ জন প্রভাবশালী নারী ও পুরুষকে বেছে নিয়ে ক্ষমতাধরদের ওই তালিকা প্রকাশ করে মার্কিন ফোর্বস ম্যাগাজিন। বিশে তাদের প্রতার, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রভাব বলয়ের নিরিখে ফোর্বসের তালিকায় জায়গা দেয়া হয়। এই ৭৫ জনকে। ২০০৯ সাল থেকে বিশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করে আসছে ফোর্বস ম্যাগাজিন। শেষ তালিকা প্রকাশ হয়েছিল ২০১৬ সালে।

বাণিজ্য যুদ্ধ বাস্তু সম্মত চীন-যুক্তরাষ্ট্র
চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ বাস্তু সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। ১৯ মে, ২০১৮ এ বিষয়ে একটি মৌখিক বিবৃতি দিয়েছে দেশ দ্বীপ। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ক বিবৃতিটি, পরম্পরারের বিরুদ্ধে কোন বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। মৌখিক বিবৃতির ব্রাতাত দিয়ে বলা হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনালভ

ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রধানমন্ত্রী। এক নির্দেশনায় দুই দেশের প্রতিনিধিদল ১৭ ও ১৮ মে বাণিজ্যিক বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। উভয় পক্ষ চীনা পণ্যের ওপর শুরুর হার কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে। দেশ দুটো মার্কিন কৃষি ও জ্বালানি পণ্য রফতানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করত সম্মত হয়েছে। দুই দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে মার্কিন অংশে ছিলেন অর্থমন্ত্রী স্টিভেন মুচিন, বাণিজ্যমন্ত্রী উইলবার রস ও বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট লাইটজিয়ার। অন্যদিকে চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন প্রেসিডেন্ট শি'র বিশেষ দৃত ও চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লিউ হি।

৭১তম কান চলচ্চিত্র উৎসব

বাংলাদেশ সময় ২৯ মে ২০১৮ দিবাগত রাত সোয়া ১১টা থেকে শুরু হয় বিশ্বের জোলুসময় কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭১ আসরের সমাপনি অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া মোট ২১টি চলচ্চিত্রের মধ্যে জাপানি পরিচালক হিরোকুজির ছবি 'শপলিফটার্স'-কে ৭১তম আসরের সেরা সিনেমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে আরও যারা পুরস্কার অর্জন করেছেন তারা হলেন-

গাঁথি : স্বর্ণ পামের পরেই এই পুরস্কারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নেয়া হয়। এবারের আসরে পুরস্কারটি জিতে নেন স্পাইক লি। 'ব্ল্যাকক্রাপ্সেন' চলচ্চিত্রের জন্য গাঁথি পিং দেয়া হয় তার হাতে।

সেরা পরিচালক : কানের ৭১তম আসরে সেরা পরিচালক হয়েছেন পেলোয়াডের পাওয়েল পাউলোকক্ষি। 'কোল্ড ওয়ার' ছবির জন্য এবছর তিনি এই পুরস্কারকে অর্জন করলেন।

সেরা অভিনেতা : মাতিগাঁওরেন পরিচালিত 'ডগম্যান' ছবিতে অনবদ্ধ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কারটি ছিলয়ে নেন ইতালির মার্সেলো ফ্রেন্টি।

সেরা চিনাট্য : সেরা চিনাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন ইরানে গৃহবন্দি নির্মাতা জাফর পান-ফাহি। 'প্রি ফেসেস' ছবির জন্য এই পুরস্কারের জন্য তিনি নির্বাচিত হন।

সেরা অভিনেত্রী : আইকা ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার তুলে নেন সামাল ইয়েসলিমোভা।

জ্বুরি পুরস্কার : ক্যাপারনয় ছবির জন্য জুরির পুরস্কারে নির্বাচিত হয়েছেন নাদিন লাবাকি। এবছর স্পেশাল পার্ম ডি'অর দেয়া হয় ফ্রাসের নিউওয়েনে চলচ্চিত্রের অন্যতম নির্মাতা জো লুক গদারকে।

শাস্তিনিকেতনে হাসিনা-মোদির বৈঠক

২৫ মে দুদিনের সফরে ভারত যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওইদিনই শাস্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মিত 'বাংলাদেশ ভবন'-এর উত্থাপন করবেন তিনি। এর পর শাস্তিনিকেতনেই একান্ত বৈঠকে মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মরেন্দ্র মোদি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগ দিতে

সেখানে আসবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এক বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এটি দ্বিতীয় ভারত সফর। মরেন্দ্র মোদি-শেখ হাসিনা বৈঠকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা তিস্তাৰ পানি বটন চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। বাংলাদেশের তরফ থেকে রোহিঙ্গা ইস্যুটি আলোচনায় তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসে ভারত সরকারের সহযোগিতা কামনা করবেন। পর দিন ২৬ মে আসানসোলে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মুখ্যমন্ত্রী ময়তা ব্যানার্জি একই মধ্যে থাকবেন।

ফিরলেন জিতলেন শপথ নিলেন

ঐপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার ৬১ বছরে এবারই প্রথম ক্ষমতার পালাবদল হলো মালয়েশিয়ায়। আর জয়ের নায়ক সেই ডা. মাহাথির মোহাম্মদ। ৯২ বছরের বৰ্ষীয়ান এই রাজনীতিক দীর্ঘ বিরতির পর নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেখালেন চমক। হলেন বিশেষ সবচেয়ে বেশি বয়সী প্রধানমন্ত্রী। দেশকে দুর্নীতির কালো ছায়া থেকে রক্ষা করতেই এ ব্যসে তার ফিরে আস। প্রথম দফতর সুনীর্ধ ২২ বছর দেশ শাসন করেছেন। তাও আবার বারিসান ন্যাশনাল (বিএন) থেকে নির্বাচিত হয়ে। এবার সেই দলের প্রক্ষেপ গিয়েও ছিন্নিয়ে অনেছেন বিজয়। প্রথমবারের মতো ক্ষমতার খাদ দিলেন বিরোধী পাকাতান হারাপান (পিএইচ) জোটকে। পাকাতান হারাপানের অর্থ 'আশার জোট'। এতিহাসিক নির্বাচনে বিজয়ের পর মালয়েশিয়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মাহাথির মোহাম্মদ। দেশটির রাজপ্রাসাদে ১০ মে ২০১৮ স্থানীয় সময় রাত ১০টায় হওয়া শপথগৃহণ অনুষ্ঠানে রাজা সুলতান মোহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন। ৯ মে ২০১৮ মালয়েশিয়ার ১৪তম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাহাথির নেতৃত্বাধীন পাকাতান হারাপান (পিএইচ) জোট ২২২ আসনের মধ্যে ১২২টিতে জয়ী হয়। যদিও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১১২ আসন। অন্যদিকে ক্ষমতাসীমা নাজির রাজাকের নেতৃত্বাধীন বারিসান ন্যাশনাল জোট আসন পেয়েছে ৭৯টি। ১৯৮৭ সালে স্বাধীনতার পর এই প্রথম দেশটির ক্ষমতা এ জোটের বাইরে গেল। ১৯৮১ থেকে ২২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন এই প্রথম প্রধান যাম তৈরি করছে তারা। ব্যবহার যাজক জাস্টিন উইলবির ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে পড়ন। আম্যুত্য একত্রবাসের শপথ নিয়ে রেজিস্টার স্বাক্ষর করেন হ্যারি ও মেগান। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উইভসের প্রাসাদে এই প্রথম সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে ১২০০ ব্যক্তিকে আমজ্ঞণ জানানো হয়েছিলো। যদিও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবেক ব্যক্তিকেই আমজ্ঞণ জানানো হয়নি। তবু সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে বিশ্যাতদের বলমলে উপস্থিতি ছিলো।

জেরজালেমে মার্কিন দৃতাবাস স্থাপন ও ফিলিস্তিনিদের বিক্ষেপ

গত ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে জেরজালেমকে ঘোষণা করেন। ইসরায়েল রাষ্ট্রে অবস্থিত মার্কিন দৃতাবাস পূর্বের রাজধানী তেল আবির থেকে জেরজালেমে স্থানান্তরের ঘোষণাও দেন ট্রাম্প। ইসরায়েল জেরজালেমকে নিজের রাজধানী দাবি করে। ফিলিস্তিনিরাও তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে জেরজালেমকে চায়। তারা ট্রাম্পের ঘোষণার পর থেকেই বিক্ষেপ ও প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। কিন্তু বিক্ষেপের মধ্যেই ১৪ মে জেরজালেমে মার্কিন দৃতাবাস করা হয়। জেরজালেমে ফিলিস্তিনিদের রাজধানী স্থাপনের স্থপ ধুলিসাং হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দৃতাবাস স্থাপনের বিবোধীতা করে আসছিল। দৃতাবাস স্থাপনের পর এখন ফিলিস্তিনি জনগণ ও ইসরায়েলি বাহিনীর সংঘর্ষ ২০১৪ সালের পর সবচেয়ে ভয়ন্ত রূপ লাভ করেছে।

রাজকুমার হ্যারি ও অভিনেত্রী মেগান মার্কেলের বিয়ে বিশিষ্ট রাজপরিবারে আরেকটি জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠান উপভোগ করলো বিশ্বব্যাপী। জমকালো আয়োজনে বিশিষ্ট রাজপুত্র প্রিস হ্যারি ও সাবেক মার্কিন অভিনেত্রী মেগান মার্কেলের রাজকীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ১৯ মে। বিশ্বজুড়ে কৌতুহল এ বিয়ে নিয়ে টেলিভিশনের কোটি দর্শক, সরাসরি সম্প্রচারিত জমকালো বিয়ের অনুষ্ঠান দেখলো। যার মোট ব্যয় প্রায় সোয়া তিনি কোটি বিশিষ্ট পাউন্ড। বিশিষ্ট রাজপরিবারের ইতিহাসে অনন্য এক জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে হ্যারি- মেগান পরম্পরারের জীবনসঙ্গী হলেন। লভনের সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও অভিজাত ৬০০ অতিথির উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। প্রথা অনুসারে বর ও কনেকে রাজকীয় মর্যাদাপূর্ণ খেতাব দেয়া হয়। প্রিস হ্যারি এখন থেকে পরিচিত হবেন ডিউক অব সাসেক্স এবং মেগানের নব পরিচয় তিনি তাচেস অব সাসেক্স। ইল্যান্ডের বিবাহীতি অনুষ্ঠানে বেস্ট ম্যান ছিলেন প্রিস উইলিয়াম ও মেগানকে বিয়ের মধ্যে নিয়ে আসেন ক্রাউন প্রিস চার্লস। সেন্টারবুরির যাজক জাস্টিন উইলবি ধর্মীয় রীতিতে বিয়ে পড়ন। আম্যুত্য একত্রবাসের শপথ নিয়ে রেজিস্টার স্বাক্ষর করেন হ্যারি ও মেগান। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উইভসের প্রাসাদে এই প্রথম সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে ১২০০ ব্যক্তিকে আমজ্ঞণ জানানো হয়েছিলো। যদিও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবেক ব্যক্তিকেই আমজ্ঞণ জানানো হয়নি। তবু সমগ্র অনুষ্ঠান জুড়ে বিশ্যাতদের বলমলে উপস্থিতি ছিলো।

নির্বাচন পদ্ধতি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুইটি পর্যায়-১. দলীয় প্রতিনিধি (ডেলগেট) নির্বাচন এবং ২. নির্বাচকমণ্ডলীর ভোট।

২. ত্রিপল রাজতন্ত্রে রানীর ভূমিকা কী? তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন?

- যুক্তরাজ্যের রানি বা রাজা পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে কমপ্সভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। তার অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারে না।

৩. মায়ানমারের বর্তমান রাজধানীর নাম কী? এই দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের কৃত মাইল সীমান্ত রয়েছে এবং এর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম কী?

- মায়ানমারের বর্তমান রাজধানীর নাম নাহাপেন্দো। মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৭৬ মাইল সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম বিজিপি বা বর্ডার গার্ড পুলিশ।

৪. জাপানের হিরোশিমা এবং নাগসাকিতে কে আগবংক বোমা কৃত তারিখে বর্ণণ করে? এই আগবংক বোমার নাম কী ছিল?

- যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট যথাক্রমে জাপানের হিরোশিমায় ও নাগসাকিতে বোমা বর্ষণ করে। বোমা দুটির নাম ছিল যথাক্রমে লিটল বয় ও ফ্যাট ম্যান।

৫. ভারতে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভা কাকে বলে?

- ভারতের আইনসভা দুইকক্ষ বিশিষ্ট। যথে : নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ। ভারতের আইনসভার নিম্নকক্ষকে বলা হয় লোকসভা এবং উচ্চকক্ষকে বলা হয় রাজ্যসভা। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে একটি করে আইনসভা রয়েছে। রাজ্যের এই আইন সভার নাম বিধানসভা।

৬. বার্লিন প্রাচীর কেন নির্মাণ করা হয়েছিল এবং কেনেই বা এটা ভেঙে ফেলা হলো?

- জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোজায়বরণ করে আন্তর্মর্পণ করে ৯ মে ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৮ সালের পরে পঞ্চিম জার্মানিকে অস্ত সজিত করার ন্যাটোরে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বার্লিনকে কেন্দ্র করে সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক উভেজনা বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব জার্মানির নিরাপত্তা এবং স্নায়ুযুদ্ধের উৎপন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলায় পূর্ব জার্মান কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ সালে পূর্ব ও পঞ্চিম বার্লিনের মাঝে বার্লিন দেয়াল নির্মাণ করে। ক্ষমতার পালাবদলের এক পর্যায়ে কুশ নেতা মিথাইল গৰ্বচেত ক্ষমতায় এসে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দুই জার্মানির একত্রিত হওয়ার পথ প্রস্তুত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলা হয় এবং ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর দুই জার্মানি পুনরায় একত্রিত হয়।

৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারত, রাশিয়া এবং আমেরিকার পরামর্শ মন্ত্রী কে কে ছিলেন?

- ১. ভারত - সরন সিং ২. রাশিয়া - (i) আলেক্সি রতিনভ (ii) ফড়ের টিটভ
৩. আমেরিকা - হেনরি কিসিঙ্গার

৮. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে সীকৃতি দেয়? উক্ত দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কী?
- মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে ইরাক ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশকে সীকৃতি দেয়। ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম ফুয়াদ মাসুম। পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ যেমন-কুয়েত, কাতার, ওমান, সংযুক্ত আরব-আমিরাত প্রত্তীতি দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সীকৃতি প্রদান করে।
৯. সার্কুল দেশগুলোর নাম ও রাজধানীর নাম লিখুন।
- সার্কুল মোট দেশ ৮টি।

দেশ	রাজধানী
বাংলাদেশ-চাকা	ভারত-নয়াদিল্লী
পাকিস্তান-ইসলামাবাদ	নেপাল-কাঠমান্ডু
ভুটান-মিস্পু	শ্রীলঙ্কা-কলমো
মালদ্বীপ-মালে	আফগানিস্তান-কাবুল

১০. OIC এর পূর্ণরূপ কী? OIC করে প্রতিষ্ঠিত হয়? এর সদর দপ্তর কেখায় অবস্থিত?
- OIC -এর পূর্ণরূপ Organization of Islamic Co-operation. ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর জেদো (সৌদি আরব)।

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**
১. সার্ট ইঞ্জিনের জনক কে? বাংলাদেশের প্রথম সার্ট ইঞ্জিনের নাম কী?
- সার্ট ইঞ্জিন হলো এমন একটি টুল, যা সমস্ত ইস্টারনেটে বিস্তৃত ওয়েবসাইটগুলোকে আয়তনের মধ্যে রাখে এবং শব্দের সত্র ধরে ওয়েবসাইট খুজে বের করে। সার্ট ইঞ্জিনের জনক হলেন—এলান এমটাজ। বাংলাদেশের প্রথম সার্ট ইঞ্জিনের নাম—পিপীলিকা।
২. দ্রবণের উচ্চতা বাড়লে দ্রবকের দ্রব গ্রহণের ক্ষমতা কী হয়?
- আমরা জানি, দ্রবণ = দ্রাবক + দ্রব অর্থাৎ দ্রাবক ও দ্রব নিয়ে দ্রবণ তৈরি হয়। নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব দ্বারা দ্রাবক সম্পৃক্ত হয়, তার পরে আর সেই দ্রাবক, দ্রব গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু দ্রাবক তথা দ্রবণের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে দ্রাবকের দ্রব গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. কোন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য স্বতন্ত্রে বেশি? বৈদ্যুতিক চুম্বক নির্মাণে সুবিধাজনক পদার্থ কী?
- বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য স্বতন্ত্রে বেশি। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ১০-৪ m থেকে ৫০-১০৪ m। অ্যান্টেনা দ্বারা বৈকীর্ণ যে তাড়িত শক্তি মুক্তস্থানে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাকে বেতার তরঙ্গ বলে। বৈদ্যুতিক চুম্বক নির্মাণে সুবিধাজনক পদার্থ : বৈদ্যুতিক চুম্বক নির্মাণে সুবিধাজনক পদার্থ কাঁচা লোহা। এর মধ্যদিয়ে অধিক সংখ্যক চৌম্বক বলরেখায় প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া কাঁচালোহার মজ্জা হলে যেকোনো সময় বিন্যুতকে চুম্বকে পরিণত করা যায়।
৪. সুষম খন্দের উপাদান কয়টি? সাধারণত কোন ভিত্তিমন্ত্রের অভাবে গলগণ রোগ হয়?
- সুষম খন্দ উপাদান যে খন্দ গ্রহণে মানবদেহের প্রয়োজনীয় পরিমাণে সকল খন্দ উপাদান পাওয়া যায় এবং দেহের সারিক

- প্রয়োজনীয়তা প্রণ হয় সেই খন্দ সমষ্টিকে সুষম খন্দ বলে। সুষম খন্দের উপাদান হলো ছয়টি। যার অভাবে গলগণ রোগ হয় : সাধারণত আয়োজিনের অভাবে গলগণ রোগ হয়। এ রোগ হলে গলার থাইরেয়েড এবং ফুলে যায়।
৫. টুইটার (Twitter)-এর যাত্রা শুরু হয় কোন সালে? ইউটিউব কী?
- Twitter হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ ও মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইট। ২০০৬ সালের মার্চ মাসে টুইটারের যাত্রা শুরু হয়। তবে ২০০৬ সালের ১৫ জুলাই জ্যাক ডোরসি (প্রতিষ্ঠাতা) এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ইউটিউব (Youtube) একটি ভিডিও আন্ডান-প্রদান করার ওয়েবসাইট যা এর সদস্যদের ভিডিও আপলোড, দর্শন, আর আন্ডান-প্রদানের সুবিধা দান করে আসছে। পে-প্ল্যান ২০০৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।
৬. টেস্ট টিউব বিশ্ব কী?

- নারীগর্ভের বাইরে পুরুষের উক্তকীটের সাথে নারীর ডিশাগুর মিলন ঘটিয়ে উৎপন্ন জনকে উপযুক্ত যত্ন ও সুরক্ষার পর নারী গর্ভে প্রতিষ্ঠাপনের মাধ্যমে যে শিশু জন্মানো হয় তাকে টেস্টিউব বেরী বলে। বিশ্বের প্রথম টেস্টিউব বেরীর নাম “বুইস ব্রাউন (১৯৭৮)”।

৭. পরিবেশ রক্ষায় ওজেন স্ক্রিপ্ট ভূমিকা কী?
- ওজেন অক্সিজেনের একটি রূপভূত। অজ্ঞেনের নিম্নতরে বাইরে পুরুষের উক্তকীটের সাথে নারীর ডিশাগুর মিলন ঘটিয়ে উৎপন্ন জনকে উপযুক্ত যত্ন ও সুরক্ষার পর নারী গর্ভে প্রতিষ্ঠাপনের মাধ্যমে যে শিশু জন্মানো হয় তাকে টেস্টিউব বেরী বলে। বিশ্বের প্রথম টেস্টিউব বেরীর নাম “বুইস ব্রাউন (১৯৭৮)”।

৮. কোন কোন হেপাটাইটিস বেশি মারাত্মক? এদের আক্রমণে কী রোগ হয়?
- যক্তির অপর নাম হলো হেপাটিক। যক্তির প্রদাহকে হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস আক্রমণ করে। হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি-এর কারণে মারাত্মক রোগ হতে পারে।

- i. লিভার সিসেডিস-এর মতো ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে।
ii. সম্পূর্ণ শরীরের অবশ হয়ে যেতে পারে।
iii. রোগ প্রতিৰোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে ইত্যাদি।

৯. সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেক্ট্রোড হিসেবে কী থাকে? ড্রাইসেল (Drycell) বর্ণনে শুক্র কোষ কোষকে বুকায়। যে অঞ্চলে সাহায্যে রাসায়নিক শক্তি থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়, তাকে তড়িৎ কোষ বলে। ড্রাইসেল একটি তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ। সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেক্ট্রোড হিসেবে কার্বন দণ্ড ব্যবহার করা হয়।

১০. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কী?
- হাইড্রোজেন ও কার্বন পরমাণু দ্বারা সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH₄)। প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯০%-৯৭% হয়। এখানে ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেনও উপস্থিতি থাকে।

Question Analysis :
**10th To 37th BCS Written
Examination (Phase-1)**

1. Fill in the table by putting words in the empty cells according to their parts of speech :

Noun	verb	Adjective
(a) Strength	Strengthen	Strong
(b) Resistance	Resist	Resistant
(c) Penetration	Penetrate	Penetrative
(d) Essentiality	Essentialize	Essential
(e) Preservation	Preserve	Preservative
(f) renown	x	renowned
(g) regulator	regulate	regulatory
(h) viability	x	viable
(i) rent	rent	x
(j) Danger	Endanger	x
(k)	disagree	Disagreeable
(l) brotherhood		Brotherly
(m) Reality		real
(n) democrat	Democratise	Democratic

2. Join the sets of sentences into one sentence.

- ❖ Skins do not last as long as pottery. Our knowledge about the early use of skin is vague.
- Skins do not last as long as pottery as our knowledge about the early use of skin is vague.
- ❖ Hides are essential raw materials. Important articles of commerce.
- Hides are essential raw materials and important articles of commerce.
- ❖ This involves sprinkling skins. Salt on their inner side.
- Though this involves sprinkling the skins, salt on their inner side.
- ❖ Most cattle hides come from South America. The best goat skins come from India.
- Though most cattle hides come from South America, the best goat skins come from India.
- ❖ Vapour and air to pass through it. Resisting penetration by liquid water itself.
- As vapour and air are to pass through, it resist penetration by liquid water itself.
- ❖ Love is a great virtue in private life. Love does not work in public life.
- Love, which/that does not work in public life, is a great virtue.
- ❖ Tolerance is a desired virtue. It is not a mere talked about thing.
- Tolerance is a desired virtue which/ that is not a mere talked about thing.
- ❖ Love is good for private life. Tolerance is good in public life.
- Love is good for private life, while tolerance is good in public life.
- ❖ There is two solutions; one is a Nazi solution.
- There is two solutions in which/where one is a Nazi solution.

- ❖ The way is less thrilling. I like it.
- Though the way is less thrilling, I like it.or, The way, which I like, is less thrilling.
- ❖ Sri Lanka is in the middle of a process for launching a satellite of its own, Bangladesh must not waste time.
- When Sri Lanka is in the middle of a process for launching a satellite of its own, Bangladesh must not waste time.
- ❖ Bangladesh was given slot, more than twenty countries opposed.
- When Bangladesh was given slot, more than twenty countries opposed.
- ❖ The American Bank declined the supplier-credit, the financial plan must be reviewed.
- As the American Bank declined the suppliers-credit the financial plan must be reviewed.
- ❖ BTRC forwarded the proposal, ECNEC approved the budget.
- When BTRC forwarded the proposal, ECNEC approved the budget.
- ❖ Bangladesh will become the 51st country to have a satellite, the project is successful.
- Bangladesh will become the 51st country to have a satellite if the project is successful.
- 3. Write a sentence with each of the following words/ expressions.
- ❖ Immature- Those who have failed in the BCS Preliminary are immature in experience.
- ❖ Interval- We see each other at regular intervals-usually about once a month.
- ❖ Flexibility- Employers can help women by offering childcare and flexibility.
- ❖ Elasticity- As the skin grows older, it loses its elasticity.
- ❖ Unique- We shouldn't miss unique opportunity to buy an air ticket for Tk. 1000 from Dhaka to Jessore.
- ❖ Wet- My bike got wet in the rain.
- ❖ Stretch out- I would like to stretch my mortgage payments out over a longer period if possible.
- ❖ Salt solution- If you become qualified for 37th BCS viva, it will be salt solution in your life.
- ❖ Dry- If a river or other area of water runs dry, the water gradually disappear from it.
- ❖ Immersion- Someone's immersion in a subject is their complete involvement in it.
- ❖ Spiritual- Our prophets were spiritual leaders of Islam.
- ❖ Threatening- The increase of population is a threatening issue in our country.
- ❖ Absurd- Samuel Becket wrote many absurd dramas in English literature.
- ❖ Secular- We live in an increasingly secular society where religion has less influence on our daily lives.
- ❖ Assert- I must assert myself more in meetings.
- ❖ Sentimental- It is a cheap ring but it has great sentimental value for me.
- ❖ Dull- The first day of our holidays was very dull
- ❖ Settle down- They settled down on the sofa to watch the film.
- ❖ Fondness- Rishana's fondness for black roses is well known.
- ❖ The salt of earth- If you work hard for the poor and the handicapped, you will be the salt of the Earth.
- 4. Fill in the blanks:
- ◆ He debarred me — going. (from)
- ◆ He was reduced — skeleton.(to)
- ◆ He said this — oath. (by)
- ◆ He came — power very soon. (to)
- ◆ We set off — the cave again. (to)
- ◆ He could not call — my name. (up)
- ◆ He is — sentence of death. (on)
- ◆ Rini is worst — figure-work. (at)
- ◆ Humayun is senior to Tipu — three years. (by)
- ◆ We had to depend—our parents until 2000. (on)
- ◆ Our university will organise a show — its campus.(on)
- ◆ I was subsequently placed — the inquiry committee.(on)
- ◆ They have been working in this office — 2005.(since)
- ◆ Yasmin is married — Rizwan. (to)
- ◆ The porter was overwhelmed — wonder.(with/by)
- ◆ He is jealous — my fame.(of)
- ◆ The young man was dressed silk.(in)
- ◆ I am opposed — your proposal.(to)
- ◆ I have no prejudice — her. (against)
- ◆ The judge acquitted him — the charge.(of)
- ◆ He is cordial — Rahim. (to)
- ◆ Can I look up a word — your dictionary? (in)
- ◆ Jalal asked me—a loan of Tk. 500/- (for)
- ◆ He looked as if he hadn't slept—weeks. (for)
- ◆ I am not susceptible—hypnotic influences. (to)
- ◆ The curse — poverty destroys the will power of the poor. (of)
- ◆ No country should yield—foreign pressure. (to)
- ◆ There must be some remedy—corruption. (for)
- ◆ Can you cope—your problems? (with)
- ◆ This ticket is valid—six months. (for)
- ◆ Your answer is not relevant—the question. (to)
- ◆ Nothing can compensate—this kind of loss. (for)
- ◆ Only graduates are eligible—this job. (for)
- ◆ I hope you are not envious—my success. (of)
- ◆ Is he competent—the work? (for)
- ◆ She cannot adapt herself — new situations. (to)

- ◆ I have no confidence — him. (in)
- ◆ The house is infested — rats. (with)
- ◆ There is no exception—this rule. (to)
- ◆ He is devoid— commonsense. (of)
- ◆ Early rising is beneficial—health. (to)
- ◆ He never pays—his accommodation. (for)
- ◆ He is aware—all that you have done. (of)
- ◆ He is sitting—the examination this year. (for)
- ◆ — course — time he became a famous man. (In, of)
- ◆ I shall look — the matter. (into)
- ◆ He will set — a shop — the end of the year.(up, at)
- ◆ We went to the airport to see — our uncle.(off)
- ◆ I have applied — one — the posts. (for, of)

5. Frame sentences with the following expressions:

A wolf in sheep's clothing (আসল চরিত্রের বিপরীতমুখী ভূমিকা): Be careful because he looks kind but in fact he is a wolf in sheep's clothing.

Gift of the gab (বাকপটুতা): Sher-e-Bangla had the gift of the gab to convince the people.

Helter skelter (এলোমেলোভাবে): People were screaming and running helter skelter down the steps to escape the flames.

Rank and file (সাধারণ শ্রেণির লোক): We should not ignore the rank and file of our country.

Foot the bill (অর্থ পরিশোধ করা) : Tasnia's parents footed the bill for her course fees in Northen University.

Fight shy of (এড়িয়ে চলা) : Nila always fights shy of me.

Carry the day (জয়লাভ করা) : Our freedom fighters carried the day against the occupation forces of Pakistan in 1971.

Benefit of doubt (সদেহের সুবিধা) : Because of the benefit of doubt, the accused got free from the charge.

Pave the way (পথ সুগম করা) The anti-Islamic mentality of the government of Egypt has paved the way of its downfall.

Give in (নতি দ্বারা করা) : At last, Napoleon gave in in the war of Waterloo.

Turn in (হস্তান্তর করা) : They turned in a petition with 80000 signatures.

Black out (অঙ্কুরাবে ঢেকে ফেলা) : A power failure blacked out the whole city last night.

Apple of discord (বিবাদের বিষয়) : A small piece of land is the apple of discord between the two brothers.

In harness (কর্তব্যত অবস্থায়) : The patriot died in harness.

Come of (জন্মহৃষ্ট করা) : Nazrul Islam comes of a noble family.

Day after day (দিনের পর দিন) - The old sailor remained alone in the icy Atlantic day after day.

Through thick and thin (সূর্খে দুঃখে)- I am always at your side through thick and thin.

Black sheep (কুলাসার) - Terrorists are the black sheeps of a country.

Null and void (বাতিল) - Almost all the promises of the political leaders are null and void.

A man of letters (খ্যাতিমান ব্যক্তি)- Nobel Laureate Amartya Sen is a man of letters.

An apple of discord (বিবাদের কারণ) - The plot of land is an apple of discord between the two brothers.

Heart and soul (সর্বাঙ্গরণে) - Napoleon tried heart and soul to win the war of Water-Loo.

Break away (হঠৎ প্রবল প্রচেষ্টায় পালিয়ে যাওয়া) :

The thief broke away from the grip of the policeman.

Make up one's mind (মনস্থির করা) : She has made up her mind to become a doctor.

Look forward to (প্রত্যাশ করা) : I look forward to having your reply.

Fresh blood (নবীন / তরুণ) : Germany included some fresh blood in the 1st eleven of their football team.

Fall out (বারে/পড়ে যাওয়া) : His hair is falling out.

In case of (কোন কিছু ঘটলে) In case of his failure you will help him.

As though (যেন) : He laughs as though he were a mad.

Pros and cons (পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি) I know the pros and cons of the suspected matter.

Put out (নিভিয়ে দেয়া) Put out the lamp before midnight.

Run after (ধাওয়া করা) : The police ran after the thief after crossing the road.

ABC (আধিক জ্ঞান) : As a Bangalee, I know the ABC of English.

Come to terms (বাধ্য হওয়া) : However, let us come to terms by party rules.

White elephant (কাজে আসেনা কিছু ব্যবহৃত) : The high rising building here for the hospital is like a white elephant.

Look after (তত্ত্বাবধান করা) : One should always look after one's parents.

6. Correct the following sentences:

- ◆ The secretary absented from the meeting.
- The secretary absented himself from the meeting.
- ◆ Can he play piano?
- Can he play on the Piano?
- ◆ The patient was born to the hospital.
- The patient was shifted to the hospital.
- ◆ Each man and each boy did their best.
- Each man and each boy did his best.
- ◆ Everything including the books were bought.
- Everything including the books was bought.
- ◆ He made less mistakes than I.
- He made fewer mistakes than I did.

- ◆ Can you tell me where does he live?
- Can you tell me where he lives?
- ◆ I don't enjoy to look after children.
- I don't enjoy looking after children.
- ◆ Maradona was born in a poor family.
- Maradona was born of a poor family.
- ◆ Razi could not attend the meeting timely.
- Razi could not attend the meeting in time.
- ◆ This incident has occurred ten years ago.
- This incident occurred ten years ago.
- ◆ Kalpona's father died due to a road mishap.
- Kalpona's father died in a road mishap.
- ◆ There is no alternative for knowledge acquisition.
- There is no alternative to knowledge acquisition.
- ◆ Let us ponder about this problem.
- Let us ponder over this problem.
- ◆ Our car took an U-turn near the Mohammadpur bus stand.
- Our car took a U-turn from / at the Mohammadpur bus stand.
- ◆ After Rapy completed her M.Ed., She joined a secondary school.
- After Rapy had completed her M.Ed., she joined a secondary school.
- ◆ He is confident to get a scholarship.
- He is confident of getting a scholarship.
- ◆ He will come here just now.
- He has come here just now.
- ◆ One of the students are absent today.
- One of the students is absent today.
- ◆ Rahim refrained to pay the fee.
- Rahim refrained from paying the fee.
- ◆ I am here for about a week.
- I have been here for about a week.
- ◆ Do not speak a lie.
- Do not tell a lie.
- ◆ Everybody loves a cup of tea.
- Everybody likes to have a cup of tea.
- ◆ He is more junior than me.
- He is junior to me.
- ◆ The committee are doing a good job.
- The committee is doing a good job.
- ◆ Karim and not I am responsible.
- Karim, not I is responsible.
- ◆ He only is reliable.
- Only he is reliable
- ◆ He was justice of the peace.
- He was a justice of the peace.
- ◆ Guard from all errors.
- Guard against all errors.
- ◆ He is a famous thief.
- He is a notorious thief.
- ◆ What you would like to drink?
- What would you like to drink?
- ◆ She lives in 38 Middle Street.
- She lives at 38 Middle Street.
- ◆ He cannot speak English like I do.
- He cannot speak English like me.
- ◆ Why you were absent last Friday?
- Why were you absent last Friday?
- ◆ Which of these chairs did you sit for?
- Which of these chairs did you sit on?

- ❖ Socrates (believe) that everyone (learn) to think for himself so that by (use) his learning, he (have) the power to see what (be) right, just, true and beautiful.
 - a.believed; b.learns; c.using; d.has; e.is
- 9. Change the form of the voice:**
- ❖ My book is read by many.
 - Many read my book.
 - ❖ Tell me the tale.
 - Let the tale be told to me.
 - ❖ I placed the proposal to him.
 - The proposal was placed to him by me.
 - ❖ All respect Seraj for his uprightness
 - Seraj is respected for his uprightness by all.
 - ❖ Munni was singing a modern song.
 - A modern song was being sung by Munni.
 - ❖ Did you take the therapy?
 - Was the therapy taken by you?
 - ❖ Onions sell at high prices.
 - Onions are sold at high prices.
 - ❖ People hate liars.
 - Liars are hated.
 - ❖ Medicine should be taken on time.
 - We should take medicine on time.
 - ❖ He will be reading a book.
 - A book will be being read by him
 - ❖ We should stop smoking.
 - Smoking should be stopped.
 - ❖ The glass was broken by Rajib.
 - Rajib broke the glass.
 - ❖ Honesty is the best policy.
 - Honesty is called the best policy.
 - ❖ People speak English all over the world.
 - English is spoken all over the world.
 - ❖ His pen has been stolen.
 - Someone has stolen his pen.
 - ❖ He made me do the work.
 - I was made to do the work by him.
 - ❖ I was annoyed with him.
 - He annoyed me.
 - ❖ Fire burnt the ship.
 - The ship was burnt.
 - ❖ A storm has uprooted the tree.
 - The tree has been uprooted by a storm.
 - ❖ Read the book.
 - Let the book be read.
 - ❖ The thief was caught.
 - Someone caught the thief.
 - ❖ Do you see the bird?
 - Is the bird seen by you?
 - ❖ Please do this work.
 - You are requested to do this work.
 - ❖ Badal offered me a seat.
 - I was offered a seat by Badal.
 - ❖ I do not like puffed rice.
 - Puffed rice is not liked by me.
 - ❖ There is no time to lose.
 - There is no time to be lost.
 - ❖ I have lost my pen.
 - My pen has been lost.

- ❖ Had you not called him?
 - Hadn't he been called by you?
- 10. Report in the indirect speech:**
- ❖ The old man said to the boy, "What do you want?"
 - The old man asked the boy what he wanted.
 - ❖ "Brother, take this golden key and open the door", said the Magician.
 - Addressing as brother the magician told the person to take that golden key and to open the door.
 - ❖ Kamal said to the boys, "Let us sing a song to celebrate the day."
 - Kamal proposed to the boys that they should sing a song to celebrate the day.
 - ❖ The teacher said to me, "May you shine in life."
 - The teacher wished that I might shine in life.
 - ❖ "Do you know Bangladesh Cricket Team has defeated New Zealand?" Babul said to Rafiq.
 - Babul asked Rafiq if he knew Bangladesh Cricket Team had defeated New Zealand.
 - ❖ Mona said to her son, "I have often told you not to play with fire."
 - Mona told her son that she had often told him not to play with fire.
 - ❖ "I will do it today", the boy said.
 - The boy said that he would do it that day.
 - ❖ Mona said to her friends, "Let us have a picnic on Friday."
 - Mona proposed to her friends that they should have a picnic on Friday.
 - ❖ The boy goes on saying, "I am busy."
 - The boy goes on saying that he is busy.
 - ❖ The old woman said to him, "God bless you."
 - The old woman wished for him that God might bless him.
 - ❖ "Don't swim out too far, boys", I said.
 - I advised the boys not to swim out too far.
 - ❖ The school children said, "Long live our President."
 - The school children wished that their president might live long.
 - ❖ "I'll do it tomorrow", he promised.
 - He promised that he would do it the next day.
 - ❖ "I don't know the way. Do you?" Mother said.
 - Mother told me that she did not know the way and she asked me if I knew.
 - ❖ He said that he was unwell that day.
 - He said, "I am unwell today."
 - ❖ He said to me that he would help me.
 - He said to me, "I shall help you."
 - ❖ Hena wished that I might be happy.
 - Hena said to me, "May you be happy."
- ❖ He exclaimed in grief that he could not stand by me in my distress.
 - He said to me, "Oh! I cannot stand by you in your distress."
- 11. Transform the following sentences as directed:**
- ❖ He was ill, so he did not go to office. (Simple sentence).
 - On account of his illness he did not go to office.
 - ❖ I hope to play tennis this evening. (Complex sentence)
 - I hope that I shall play tennis this evening.
 - ❖ The car broke down in the middle of the street. (Complex sentence)
 - While the car was in the middle of the street, it broke down.
 - ❖ This is the book about which I told you. (Compound sentence)
 - This is the book and I told you about it.
 - ❖ There were two people on board. (Complex sentence)
 - There were two people who were on board.
 - ❖ The porter was very fortunate. (Exclamatory)
 - How fortunate the porter was!
 - ❖ Don't make any mistake. (Passive)
 - Let not any mistake be made.
 - ❖ My mother said to me "Where are you going today?" (Indirect speech)
 - My mother asked me where I was going that day.
 - ❖ Foyot's is a restaurant. (Interrogative)
 - Isn't Foyot's a restaurant?
 - ❖ What a fine bird it is! (Assertive)
 - It is a very fine bird.
 - ❖ When the thief saw the police, he ran away. (Simple)
 - Seeing the police, the thief ran away.
- 12. Put the correct form of verb:**
- a. The soldier – (be/is/is being) angry and he – (shouts/is shouting/shouted) at his enemy.
 - b. You should stop before you – (get/will get/are getting) into trouble.
 - c. This book – (belongs/is belonging) to me and you cannot – (demand/are demanding) it.
 - d. By the time he – (receives/will receive/will have received) this letter, I – (am/will be) in Japan.
 - e. The population of the world – (increased/was increased/is increasing) and we must – (produced/produce) more food.
 - a.is, is shouting; b.get; c. belongs to, demand; d. will have received, will be; e.is increasing, produce
- ❖ Put the correct form of verbs:**
- a. I never thought I – you again. (see)

- b. We will tell him about it after he — (arrive)
c. I would have been able to come if you — me know in time. (let)
d. I could have finished the work yesterday if you — me (remind)
e. Do you think it will be better if he — tomorrow? (come)
f. He — everything he could to help me. (do)
g. The boy never — the sea. (see)
— a.would see; b.arrives; c.had let;
d.had reminded; e.comes; f.did;
g.seen
- ❖ Put the correct form of verb:
- a. I requested him to come, but he — no interest in the matter. (show)
b. His friends were not — by his sorrow. (move)
c. I think he never — me. (pray)
d. Has he — in persuading him?(succeed)
e. I am not interested — you any more. (visit)
f. I am sorry — you yesterday. (rebuke)
g. I tried to pacify him but he went on — .(grumble)
h. We wanted....the building (leave).
i. We were preventedthe place (leave).
j. Army succeeded....the problem (solve).
k. I am thinking.... away next week (go).
l. Mary promised....me a book (buy).
m. He failed.... the problem (solve).
n. I think you behaved very.... (selfish/selfishly).
— a.showed; b.moved; c.pray for; d.succeeded; e. to visit; f. for rebuking; g. grumbling. h. to leave; i. from leaving; j.in solving; k.of going; l. to buy; m.to solve; n. selfishly.

- ❖ Use the correct form in parenthesis:
- a. You are walking too (slow/slowly).
b. Of the two girls, she was the (taller/tallest).
c. The boy reported much (earlier/earliest).
d. He plays cricket (goodly/ well).
e. She—with me yesterday. (had danced, danced, would dance)
f. Neither Reena nor Beena—talked with me. (have, has)
g. He has been complaining —the last five days. (for, since)
h. The road—at that point (begin, began, begun)
— a.slowly; b.taller; c.earlier; d. well;
e.danced; f.has; g.for; h. began

13. Bring out the differences in meaning in the underlined homophones
- Pair** (জোড়া) : I bought a pair of shoes.
Pare (হাটা) : I pared the nails of his fingers.
- Fair** (মেলা) : Let us go to the book fair.
Fare (ভাড়া) : I have paid my bus fare.

- Hare** (বরগোশ) : I have bought a hare.
Hair (চুল) : Her hair is grey.
Serial (ক্ৰমিক): We are watching a TV serial
Cereal (খাদ্যবস্তু) Farmers are busy with cereal collecting in the field.
Maid (কুমারী) : She is an old maid.
Made (নির্মিত) : The house is made of brick?
Course (যাত্রাপথ) He got himself admitted in Computer course.
Coarse (মোটা) : He has coarse hair.
Loan (ঋণ) He took a loan of Tk.10000 from the Sonali Bank.
Lone (একমাত্র) : She is my lone sister.
Need (ধৰ্যোজন) : I need a story book.
Knead (ময়দা, ডালের উড়া ইত্যাদির তাল বানানো) Mother is making bread from kneaded flour.
Censor (পরীক্ষা কৰে দেখা) : The film was censored.
Censure (ভংসনা কৰা) : The teacher censured the student for irregularity.
Beside (পাশে) He sat beside me
Besides (উপরত্ব) : Besides, he is an educated person.
Illusion (মৰীচিকময়) : I have no illusion about my ability.
Allusion (পরোক্ষভাবে উল্লেখিত) The passage has an allusion to the death of Lenin.
14. Give an example each of the following:
- ❖ **Oxymoron** : Mr. Gulick appears to be an old young man even though he is 90.
- ❖ **Apostrophe** : In a poem, Nazrul refers to Keats saying, "Let my name be written in water".
- ❖ **Euphemism** : The boy and the girl are engaged in love-making.
- ❖ **Antithesis** : Release me or kill me.
- ❖ **Linguistics**: Linguistics is the study of the nature, structure and variation of language.
- ❖ **Phonetics**: Phonetics is the branch of linguistics that deals with the sounds of speech and their production, combination, description and representation by written symbols
- ❖ **Neurology**: Neurology is the branch of medicine that deals with the diagnosis and treatment of diseases and disorders of the nervous system
- ❖ **Neo-colonialism**: Neo-colonialism is a policy or a practice of a wealthy or powerful nation in extending its influence into a less developed one especially in exploiting that nation's resources.
- ❖ **Simile**: My love is red like a rose
- ❖ **Metaphor**: My love is a red rose

- ❖ **Personification**: Nature might stand up And said to the world—" This is a man"
15. Name two tragedies by Shakespeare.
- 1. Othello, 2. Hamlet.
16. Who are the authors:
- Man and Superman**- G. B. Shaw
Of Human Bondage- Somerset Maugham
Hard Times- Charles Dickens
The Waste Land- T. S. Eliot
Doctor Faustus: Christopher Marlowe
Paradise Lost: John Milton
Gulliver's Travels: Jonathan Swift
David Copperfield: Charles Dickens
Tom Jones: Henry Fielding
The Vanity Fair: W.M. Thackery
Great Expectations- Charles Dickens;
Far from the Madding Crowd- Thomas Hardy
Ulysses- James Joyce
The Jungle Book- Rudyard Kipling;
The Adventures of Sherlock Holmes- Arthur Conan Doyle
17. Name three romantic poets in English literature.
- 1.William Wordsworth 2.John Keats
3.P. B. Shelly.
18. Name two satires written in English.
- 1.The Rape of the Lock (by Alexander Pope) 2.Gulliver's Travels (by Jonathan Swift)
19. Name two English women novelists.
- a. George Eliot; b. Emily Brontee
20. Name two British poets of the early 20th century.
- a. W.B. Yeats; b. T.S Eliot
21. Name two noted Elizabethan playwrights other than Shakespeare.
- a.Chistopher Marlowe; b.Ben Johnson
22. Name two great British dramatists of the Twentieth Century and name any two of their plays.
- G.B. Shaw- "Man and Superman"
J.M. Singh- "Riders to the Sea"
23. Give the age of English literature in which Spenser and Donne lived and worked.
- Spenser -Elizabethan age; Donne-Jacobean age
24. Name two comedies by Shakespeare.
- a. As You Like It; b. The Tempest
25. Give the antonyms of the followings:
- Narrow- Wide; Deep-Shallow; Pride-Humility; Rough-Smooth.

ভেবে জানে যাৰিগুলি বলুন যদিথোচ সংকটে নতুন যাও

- হ্যুমেন আলী (সাব-ব্রেজিস্টাৰ)

ଆରାବ ତଥା ସମୟ ବିଶ୍ୱେର ମଧ୍ୟେ ଧ୍ୟାନଭାବେ
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରିଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟତମ ହିଚ୍ଛେ
ଜେରଙ୍ଗଜୋଲେ । ମୁସଲମାନ, ଖିନ୍ଦୀନ ଓ ଇହଦି ତିଳ
ଧର୍ମବଳମୂର୍ତ୍ତିଦେର ନିକଟ ଜେରଙ୍ଗଜୋଲେ ଶହ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସାମ୍ପତ୍ତିକାଳେ ଜେରଙ୍ଗଜୋଲେ ନଗରିଗୁଲୋ
ହେଁ ଉଠିଛେ ଆଜାର୍ଜିତିକ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ
ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ । ଗତ ବର୍ଷ ମରିନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରାମ୍ପ କର୍ତ୍ତକ ଜେରଙ୍ଗଜୋଲେମକେ ଇସରାଇଲେର
ରାଜଧାନୀ ହିସେବେ ଶୀକତି ଦେଓଯାଯ ମଧ୍ୟାପ୍ରାଚୀସହିତ
ଗୋଟା ମୁସଲିମ ବିଶ୍ଵ ଉତ୍ସବ ହେଁ ଉଠି । ଏ ବର୍ଷରେ
୧୫ ମେ ମୁକ୍ତରାଷ୍ଟ ତେଲାବାବିର ଥିକେ ଜେରଙ୍ଗଜୋଲେ
ତାଦେର ଦୂତାବାସ ଆଭାସର କରେନ । ଯାର ଫଳେ
ମଧ୍ୟାପ୍ରାଚୀ ଡେଇ ଅନ୍ତରିତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବେଦେ ଯାଏ ।

জেরুজালেম বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক শহর এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে সর্বাপ্রে চলে আসে এর ধর্মীয় গুরুত্ব। এই শহরটির ধর্মীয় তত্ত্বপর্য প্রায় তিনি হাজার বছরের বেশি সময়ের ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের অনুসারীর প্রতিদিন জেরুজালেমের পুরোনো শহরে প্রদক্ষিণ করে। জেরুজালেম শহরের তিনটি স্থাপনা তিনি ধর্মের অনুসারীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র বলে স্বীকৃত। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র স্থাপনা হলো আল-আকসা মসজিদ। মক্কা ও মদিনার পরে এটি মুসলিমানদের নিকট তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। ইসলামের প্রকরণ দিকে আল-আকসা মসজিদ মুসলিমানদের কেবল হিসেবে ব্যবহৃত হত। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে জেরুজালেমে সর্বশেষ ইহুদী মন্দির স্থাপন করা হয় যা ইহুদিদের নিকট পচিশ দেওয়াল বা কটেল নামে পরিচিত। প্রবর্তীকালে রোমানরা এটি ধ্বংস করে। ১৯৬৭ সালের আরও ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল জেরুজালেম দখল করার পর বুলডোজার দিয়ে পুরোনো বাঢ়িয়ে ধ্বংস করে ও আল-আকসা মসজিদের সামনে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করে। খ্রিস্টানদের নিকট এর ধর্মীয় গুরুত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারী রোমানরা যিনি খ্রিস্টকে জেরুজালেম শহরেই ত্রুশবিন্ধ করে হত করে। খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধির গিজ জেরুজালেম শহরটি অবস্থিত।

মধ্যস্থুগে জেরজালেম পর্যন্ত অবস্থিত।
মধ্যস্থুগে জেরজালেম শহর ছিল অটোমান
সাম্রাজ্যের অংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান
সাম্রাজ্যের পতন হলে ব্রিটিশেরা ফিলিস্তিনে
নির্যাত নেয়। জেরজালেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
নগরী হলেও এতদিন রাজধানীর স্থীকৃতি পায়ান
ব্রিটিশের জেরজালেমকে রাজধানীর স্থীকৃতি
দেয়। আবার ব্রিটিশদের এই স্থীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে
জেরজালেম শহরকে নিয়ে সংঘর্ষের প্রক্ষেপণ
সুচিত হয়। স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল

জেরুজালেমে। অন্যদিকে ইউরোপজুড়ে যখন ইহুদি বিদেশ চলছিল তখন তারা তাদের নিজস্ব একটি আবাসভূমির অভাব বোধ করছিল। বিশেষ করে থিওডোর হার্জেলের জায়নবাদী ধারণার প্রবর্তনের ফলে জেরুজালেম শহর ইহুদিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। দলে দলে তারা পাড়ি জমাতে থাকে ট্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনে। ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদিদের ব্যাপক সংঘাত হয় সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দু-ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক ভাগ থাকবে ইহুদিদের অধিকারে ও অন্য ভাগ থাকবে আরব ফিলিস্তিনদের অধিকারে। আর জেরুজালেমের জন্য বিশেষ মর্যাদা থাকবে। এটি কোন ভাগের অংশ হবে না। একটি আন্তর্জাতিক টিম এই শহরের দেখভালের দায়িত্বে থাকবে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে নিজেদের অধিকারে থাকা ভূমি নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে ইসরায়েল। জেরুজালেমের পশ্চিম অংশের অধিকার থাকে তাদের হাতে। আর ফিলিস্তিনদের হয়ে জেরুজালেমের পূর্ব অংশ দখলে রাখে জর্ডান। কিন্তু ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমও দখল করে। ১৯৮০ সালে ইসরায়েল তখন জেরুজালেমকে তাদের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৩ সালের অসলো শান্তিকূঢ়িতে ফিলিস্তিন প্রশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পশ্চিম তীর ও গাজা শাসনের অধিকার প্রায় ফিলিস্তিন প্রশাসন। জেরুজালেম নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হ্যানি। ২০০০ সালে পৰিব্রান্ত আল আকসা মজাজিদে ইসরায়েলের প্রয়াত নেতা আব্দুল শায়েরের প্রাবেশ থেকে শুরু হয় ফিলিস্তিনদের স্বাধীনতার দ্বিতীয় লড়াই। সেই থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের পুনঃপুন হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিন নিহত হয়েছে। আহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রায় ৭০ বছর পর ৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এ বছরের ১৪ মে যুক্তরাষ্ট্র তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে তাদের দুতাবাস স্থানস্থান করেন। এ ঘটনায় সমস্ত আরব পরিষ্কাশ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো সৈর ক্ষেত্রে প্রকাশ করে। ফিলিস্তিনদের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠে। সেই সংঘাত ও উত্তে পরিস্থিতির মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র জেরুজালেমে তাদের নতুন দুর্বাসের উদ্যোগী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বের সংখ্যাগ্রাহিত দেশগুলো এর বিরোধিতা করে। এ স্বীকৃতি প্রত্যাহারের তাবিতে ২০১৭ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের

সাধারণ পরিষদে ভোটাভুতি হয়। শীক্তি
প্রত্যাহারের পক্ষে ভোট পরে ১২৮ টি ও বিপক্ষে
ভোট পরে ৯ টি। ৩৫ টি দেশ ভোটদানে বিরত
থাকে। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টে ডেনাল্ড ট্রাম্প
সাধারণ পরিষদের এ সিদ্ধান্তের প্রতি কর্ণপাত
করেননি। বরং তিনি ইসরায়েলে মার্কিন দৃতাবাস
তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তরের
প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন ও ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার
৭০ তম কর্মসূচিতে ২০১৮ সালের ১৪ মে তা
বাস্তবায়ন করেন। উদোবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত
থাকেন ট্রাম্পের কন্যা ইভানকা ট্রাম্প ও তার স্বামী
জারেড কঁশনার।

জেরজালেম বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনান্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এব বিশ্বে প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্বেকরা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরামর্শনীতি বিষয়ক প্রধান ফেডেরিকা মেটেরিন জোর দিয়ে বলেছেন যে ইইউ দেশগুলির সরকারগুলো জেরজালেমের বিষয়ে একত্বাবদ্ধ এবং পূর্ব জেরজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে তাদের অঙ্গীকার পুনর্বাচ্ছ করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকার্ণ সদস্যাই মনে করেন এটি জাতিসংঘের রায় ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের শামিল। জেরজালেমে মার্কিন দ্রুতাবাস স্থানান্তর করায় মধ্যপ্রাচীর শাস্তি প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা রাখছিল তার গ্রহণযোগ্যতা হাস পাবে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচী বিষয়ক অনেক সিদ্ধান্তই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এছাড়া দ্রুতাবাস স্থাপনের ফলে আরব ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাতের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। কারণ দ্রুতাবাস স্থানান্তরের দিনটিকে ইসরায়েল তাদের জন্য একটি বিশেষ দিন হিসেবে অভিহিত করেছে। আর ফিলিস্তিনিদের বলছে জেরজালেমকে তাদের রাজধানী বানানোর জন্য তারা আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। স্মৃতরাঙ্গ পরিস্থিতি দিন দিন আরো খারাপ হওয়ার সংস্কারনাই বেশি। আরব দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তকে মনে নেয়ানি। ফলে তেলসম্মুখ মধ্যপ্রাচীর বাণিজ্যের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনেকটাই কমে যেতে পারে। দ্রুতাবাস স্থানান্তরের ফলে সৃষ্টি সংঘাতের মাত্রা বেশি হলে এতে মধ্যপ্রাচীর অন্যান্য দেশের জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

সর্বেপরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরজোলামে দৃতাবাস স্থানান্তর সামাজিক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ধর্মপ্রাচারকে আরও অস্থিতিশীল করতে পারে। ধর্মীয় উৎসর্জন তে ইতোমধ্যেই বেড়েই চলেছে যা মধ্যপ্রাচারহ গোটা বিশ্বের জন্য একটি শক্তার বিষয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদেশগুলোসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও উদ্বোধী হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে তার একচেটিয়া নীতি পরিহার করতে হবে, আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তিভূক্তিসমূহ মেনে চলতে হবে। নয়তো এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ তে সম্মত বই না বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকবে।



- জেনিথ আলম (বিসিএস অডিট এন্ড আকাউটেন্স)

ইরান ডিল : দীর্ঘ ২৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে টেলিফোন চূক্ষি স্বাক্ষর ২০১৩ সালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনা। ইরান ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার এ ঘটনাকে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রয়মনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ঠকাতে পশ্চিমা বিশ্ব বহু বছর ধরে দেশটির ওপর বাণিজ্য অবরোধ দিয়ে রাখে। এতে কাজ না হওয়ায় ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি সম্মোতা চুক্ষি হয়। কথা ছিল, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে সরে আসবে। বিনিয়োগে দেশটির ওপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হবে। সেই থেকে ওই চুক্ষি মোতাবেক হচ্ছিল সবকিছু। জেনিথও বলে পরিচিত ওই সম্মোতাকে 'ইরান ডিল' বলে।

ইরান নিউক্লিয়ার ডিল আসলে কী: ইরান পারমাণবিক চুক্ষির অফিসিয়াল নাম Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) তথা সামিলিত সর্বাঙ্গীণ কর্মপরিকল্পনা, স্বাক্ষরিত হয় ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই। চুক্ষিতে দুটি পক্ষ ছিল বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইরান অন্যটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে বাস্তবে এটি দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্ষি না। ইরান ছাড়াও চুক্ষিটিতে স্বাক্ষর করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন এবং জার্মানি। অন্যদিকে চুক্ষিটি সর্বসমত্বাবে অনুমোদন করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

কেন এই চুক্ষি : আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এর অনুসন্ধান অনুযায়ী, ইরান

২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। এ সময়ে তারা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়েও অনেক বেশি লক্ষ্যমাত্রায় ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ করেছে এবং প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন ও ভারি পানি, ইউরেনিয়াম ও পুটোনিয়াম মজুদ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অনুযায়ী, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা চাইলে মাত্র দুই থেকে তিনি

মাসের মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারত। তবে আইএইএর মতে, ২০০৯ সালের পর থেকে ইরানের অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কী আছে এই চুক্ষিতে : ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইরান ২০ শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার সক্ষমতা অর্জন করেছিল। যা ছিল শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে (৩-৪ শতাংশ) অনেক বেশি। কিন্তু পারমাণবিক বোমা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনের (৯০ শতাংশ) চেয়ে অনেক কম। চুক্ষি অনুযায়ী, ইরান পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ৩.৬৭ শতাংশের বেশি ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ করতে পারবে না। ইতোমধ্যেই সমৃদ্ধিত ঠোকারি কেজি ইউরেনিয়ামের মজুদের মধ্যে মাত্র ৩০০ কেজি রেখে অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম পারমাণবিক ক্ষমতাধার অন্য কোনো দেশের (রাশিয়া) কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ইরান এই ৩০০ কেজির চেয়ে বেশি আশিক সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ রাখতে পারবে না।

এছাড়াও চুক্ষি অনুযায়ী ইরানের ২০ হাজার পারমাণবিক কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার খুলো কেন্দ্র পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত সক্রিয় রাখা যাবে। সীমিত পারমাণবিক চুল্লিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তারি পানি রেখে বাকি সব পানি আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে এবং পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত নতুন কোনো ভারি পানি উৎপাদন করা যাবে না। অন্যদিকে এই চুক্ষি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের ওপর থেকে বিভিন্ন ধরনের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ইরানকে দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। জালানি তেলসহ ইরানের বিভিন্ন পণ্য ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিনা বাধায় বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে।

বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ইস্যুতে স্বার্থসংপ্রিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে শুরু হয়েছে লাভ-ক্ষতির বড় হিসাব-নিকাশ। প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে বহুজাতিক পারমাণবিক চুক্ষি থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা দেওয়ায় ইরানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত চীন ও রাশিয়ার সুবিধা হবে বৈকি। আর সাথে ইউরোপের দেশগুলোতে আছেই যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের জোট যদি ভেঙে যায় তাহলে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, বিশেষ করে তুরস্ক, সিরিয়া, লিবিয়ায় আরও ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে ইরানের বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ রয়েছে চীনে। ইরানের প্যাস ক্ষেত্রেও সাউথ পার্স ওয়েল কোম্পানিতে চায়না ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ৩০ শতাংশের বেশি শেয়ার রয়েছে। এখন ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞার ভয়ে যদি ইউরোপের টেটাল বা সিমেসের মতো কোম্পানিগুলো ইরানের প্রতিযোগিতার বাজার থেকে সরে আসে, তবে চীনা কোম্পানিগুলোর বিশাল সুবিধা। বেহিজিংয়ের পক্ষ থেকে ইরানকে তাদের 'বেল্ট আন্ড রোড' প্রকল্পের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে চীনের ব্যবসা ও প্রত্বাব বিস্তারের জন্য ইরান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরানের সঙ্গে প্রমাণু চুক্ষির ক্ষেত্রে ইউরোপ নিজেকে কোণঠাসা মনে করছে। যে রকম রাশিয়া ও চীনের ক্ষেত্রে তারা যে পরিস্থিতিতে রয়েছে, সে অবস্থা এখনে হয়েছে। এখন ইরান এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে চীন, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াবে। রাশিয়ার কাছ থেকে নেবে জালানি সহযোগিতা। ইউরোপের শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা ইরানের পরমাণু চুক্ষি রাখার পক্ষে বাধা না দিতে বলা হয়েছে। তারা বলছে, এ চুক্ষিতে স্বাক্ষরকারী অন্য দেশগুলোকে নিয়ে তারা কাজ করে যাবে। কিন্তু ইরানের বিরক্তে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অগ্রহ্য করে ইউরোপীয় দেশগুলো ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত রাখার পক্ষে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্ষি রাখার পক্ষে বাধা না দিতে বলা হয়েছে। তারা বলছে, এ চুক্ষিতে স্বাক্ষরকারী অন্য দেশগুলোকে নিয়ে তারা কাজ করে যাবে। কিন্তু ইরানের বিরক্তে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অগ্রহ্য করে ইউরোপীয় দেশগুলো ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত রাখার পক্ষে বামেলায় পড়ে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো মার্কিন রাজ্যের বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কিন্তু মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লজ্জন করলে তাদের পক্ষে সেই দেশের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ডলারভিত্তিক আর্থিক লেনদেন ঢিকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে। মার্কিন ও ইউরোপীয় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতি ইংশিয়ার হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে যোৰাব করেছে, ইরানের সঙ্গে নতুন কোনো বাণিজ্যিক চুক্ষি সম্পাদনের অনুমতি দেওয়া হবে না। হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে, বোয়িং ও এয়ারবাস কোম্পানি ইরানকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিমান সরবরাহের যে চুক্ষি করেছিল, তা বাতিল করা হবে। ফরাসি তেল কোম্পানি টোটাল ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি যে বাণিজ্য চুক্ষি স্বাক্ষর করেছিল, সেটিও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাত ইস্রারায়েল ও সৌদি আরবের চাপে ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে সামরিক সংর্ঘন্ত্বে জড়িয়ে পড়তে পারে। তেমন কিছু হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যই অশান্ত হয়ে উঠবে।



শেষপর্ব

চীন-ভারত সম্পর্ক ও বাংলাদেশের ঘৰণান

- এম. ফরহাদুল ইসলাম (ডি.জি. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)

বিগত ২১ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসের আলোয় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শীর্ষক আলোচনায় 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কঠো চীন' হিসেবে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, 'চীন এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যসঙ্গী। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অন্তর্দ্রোগ্নিত কেনে চীন থেকে। চীনের দুটো বড় সমস্যার সমাধান ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। ১. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী তথা রাজখো-পরেশ বদ্য গংদের সশন্ত্র অপতৎপরতার নিমিত্ত বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার বন্ধ হয়েছে; এবং ২. স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমলে ঐক্যত্ব হওয়া সত্ত্বে সুনীর্ধ প্রায় চার দশক বুলে থাকা সীমান্ত সমস্যা সমাধান হয়েছে। কিন্তু দুর্ঘজনক হলেও বর্তমান দিনগুলোতে সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কঠো চীন' এমন বক্তব্য উঠে আসছে। তবে সম্প্রতি আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে চীন। লাখ লাখ রোহিঙ্গার হওয়ায় ভারতকে উদ্বিগ্ন করেছে।' ভারতের কাটির কথা উল্লেখ করে তিনি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন, 'তবে এখন পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন পানি বন্টনের সমস্যার সমাধান হয়নি। সম্ভবত এটাই এখন দুই দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অভিন্ন নদীগুলোর উৎস থেকে ভাটি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সব দেশ ও রাজ্যকে আলোচনায় সম্পৃক্ত করা দরকার।' এখানে ভারতের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার ছাড়াও চীনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তিনি পরিকার করে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত কথাগুলো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অফিসিয়াল বক্তব্য না হলেও সুনীল সমাজের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধির বক্তব্য। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রচার এবং ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত কথাগুলোতে ভারত সরকারের মনোভাব ও অবস্থানের প্রতিফলন রয়েছে। জনাব সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী বেশ স্পষ্ট, খোলামেলো ও সুন্দরভাবে কথাগুলো বলায় সম্পর্কের সমস্যার দিকটা সরাসরি সামনে ঢালে এসেছে।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের ভিত্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলের সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের দীর্ঘসন্তানের বরফ গলতে শুরু করে। দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সমূলত রেখে বিবাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে দুই দেশ যেমন মনন্তরীক বাধা অপসারণের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশ করে, তেমনি উভয়ের ভিত্তরকার সদেহও ক্রমান্বয়ে দুর্বীভূত হতে থাকে। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান সরকারের প্রথম পাঁচ বছর ও পরবর্তী বেশ কিছুকাল দুই দেশ সম্পর্কের সুন্দর সময় অতিক্রম করেছে। কেউ কেউ বলেন এটা সোমালি সময়। প্রসঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর

দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রসরমান ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ একটা চাপের মধ্যে থাকতেই পারে। নিকট প্রতিবেশী ও বন্ধু বিদ্যমান ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নীতিকে বাংলাদেশ কোশলগত কারণে অবিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার, বাংলাদেশের জনমনস্তকের প্রধান দিক হলো, একবারে কোনো এক বিশেষ দেশমুঝী না হওয়া। এই অবস্থায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ভারসাম্য সুরক্ষার বিষয়টা খুই জুরির ও অবশ্য পালনীয় বিষয়। 'সাউথ চায়ন মরিং পোস্ট' এ এক লেখায় জ্যোত রায় বলেছিলেন— 'চীন দক্ষিণ এশিয়ায় যে মাত্রায় অর্থের জোগান দিচ্ছে, তা চাইলেও ভারত দিতে পারবে না। এটা দিল্লিকে উদ্ধিষ্ঠ করতে পারে কিন্তু, বাংলাদেশের মত প্রতিবেশ দেশ, যারা দ্রুত উন্নয়ন চাইছে, তাদের উন্নয়নের জন্য চীনের কাছ থেকে অর্থ নেয়া থেকে বিরত কাবা যাবে না।'

চীন-ভারতের এই প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই পক্ষ থেকেই যেমন নানা চাপ থাকতে পারে, তেমনি এটা বাংলাদেশের জন্য একটা সুবিধাজনক অবস্থা ও তৈরি করবে। এই সুবিধাটা ভারতের সঙ্গে 'চীনের কার্ড' বা চীনের সঙ্গে 'ভারতের কার্ড' খেলা নয়, বরং নতুন বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষ করা, ন্যায় পাওনা আদায় করা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার খণ্ড সহায়তা দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার পাল্টা হিসাবে ভারতের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নয় বরং তত্ত্ব বা অভিন্ন নদীর পানি বাংলাদেশের জন্য জুরি। সবচেয়ে বড় কথা, এটা কোন দয়া বা সহায়তার বিষয় নয়, আমাদের ন্যায় পাওনা। চীনের সঙ্গে অর্থের প্রতিযোগিতায় ভারত প্রারূপ বা না প্রারূপ, আমাদের ন্যায় পাওনাটুকু দিয়ে তো অন্তত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে তারা এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে! উপমহাদেশের এই নতুন ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারত যদি এটা এখনও না বুঝে থাকে বা বুঝতে না চায়, তবে ভারতকে তা বোঝানোর দায়িত্ব বাংলাদেশের। এটা মানতেই হবে যে, বাংলাদেশ-ভারত বা বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে এখন আর আগের কৃটীভূতির বিচেন্যায় চালানো যাবে না। গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকায় সরকারি বাসভবনে ক্ষণ ক্ষণে ভারতীয় সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানালেন যে, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চীন ও বাংলাদেশের সম্পর্ক সহযোগিতার, শুধু দেশের উন্নয়নের জন্য। তিনি আরো বলেন যে, দেশের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা পেতে যেকোনো দেশের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়াতে তার সরকার প্রস্তুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'যেসব দেশ বিনিয়োগ ও সহযোগিতা আমরা চাই।' আমরা দেশের উন্নয়ন চাই। আমাদের জনগণের কথা চিন্তা করতে হবে। কেননা তাঁরা

এসব উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করবেন।' তিনি আরো বলেন, 'আমি বরং পরামর্শ দেব, ভারতের উচিত হবে বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আমরাও বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। . এতে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে অতীতের মত আমরা আলোচনার মাধ্যমে তা সমাধান করবো। আমরা একটি শান্তিপূর্ণ দাঙ্কিং এশিয়া গড়ে তুলতে চাই।' নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির আশঙ্কায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন পরিকল্পনায় ভারতের সহায়তা চেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা চাই, ভারত যেন মিয়ানমারকে তাদের বাস্তুচ্যুত মানুষদের দ্রুত ফিরিয়ে নিতে চাপ দেয়।"

উপসংহার : রাজনীতিতে একটা কথা আছে যে,

ভারসাম্যের ভরকেন্দ্র সদা চক্ষু। আগু, পিচু, ডান, বাম কখন কী হবে তার সবটা কোনো বাস্তি, গোষ্ঠী, মহল বা দলের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তবে প্রভাবিত করতে পারে। তাই সদা-সর্বদা ভারসাম্যের ভরকেন্দ্র খুঁজে নেয়াটা রাজনীতির আর্ট ও বিজ্ঞান। যিনি বায়ে দল তা সঠিকভাবে করতে পারবে, তাঁর মাথায়ই বসবে বিজয়ের মুকুট। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্ষমতাসীন জাতীয় মূলধারার রাজনৈতিক শক্তি ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে সফল হয়েছে। কিন্তু সামনে নির্বাচন। তাই নানামূর্চী চাপ স্বত্বাতই হতে তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে। জায়গার স্বল্পতায় রেফারেন্স উল্লেখ করা না হলেও সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো।)

দেশ। সর্বোপরি, ২০২১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার রজতজয়ত্বীর বছর পালিত হবে। এই অবস্থায় ক্ষমতাসীন জাতীয় মূলধারার রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব বিভিন্নমূর্চী চাপের মুখে কতটা ভারসাম্য রক্ষা করে অসমৰ হতে পারে, তা দিয়েই নির্ভর করবে দেশ কোন পথে যাবে।

(গুরু একাডেমিক ব্যবহারের জন্য এই নিবন্ধ। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের জন্য অনেক সম্বান্ধিত লেখকের লেখা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে। জায়গার স্বল্পতায় রেফারেন্স উল্লেখ করা না হলেও সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো।)



সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজ

- আবু নাসের টুকু

সুশীল সমাজ বলতে বোবায় সেই সুসংগঠিত সমাজ যারা জাতি ও দেশের অভিভাবক ও পরামর্শদাতা। সমাজের শিক্ষাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত আমলা, আইনজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী প্রযুক্তির সময়ে গঠিত হয় সুশীল সমাজ। তারা সরকার, রাজনীতির বা দেশের কর্তৃপক্ষদের ক্ষমতার বাইরে থেকে ভুলক্ষিত ধরিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও গণতান্ত্রণের জন্য সময় সময় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সমাজের সকল বিবেকবান মানুষই সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজের সদস্য।

তাদের প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকলেও এগুলোকে পরোক্ষভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে, দলের ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি ভারসাম্য অবস্থা থাকে। আমসির মতে, "যারা প্রচলিত ব্যবস্থায় ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে, রাষ্ট্র ও আধিপত্যগীল আদর্শের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের নিতান্দিনের সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে বিকল্প ভাবাদর্শকে তুলে ধরে, তারাই হচ্ছেন জনসমাজ বা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ।"

অধ্যাপক আলী রিয়াজের মতে, যারা নাগরিকদের স্বার্থ ও ইচ্ছাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর প্রভাবের বাইরে থাকে, সেই সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত ক্লপই হলো সিভিল সোসাইটি।

উল্লেখ্য, অনেক নাগরিক সমাজ ও চাপসংষ্কিতিকারী গোষ্ঠীকে এক করে দেখেন আসলে তা ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। স্বার্থবেষী

গোষ্ঠী হলো এমন একটি ব্যক্তি সমষ্টি যার লক্ষ্য রাজনৈতিক ব্যবহার দাবি পেশের মাধ্যমে সরকারি নীতি, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করা। অন্য কথায় বলা যায়, প্রভাব বিস্তারে আছাই সমস্থার্থের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী। তবে অনেক সময় সুশীল সমাজও বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার নীতি, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবুও এদের স্বার্থবেষী গোষ্ঠী বলা যাবে না। কেননা ইহারা চাপ প্রয়োগ করে গোষ্ঠী স্বার্থে নয়, জনস্বার্থে।

নাগরিক সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

- নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ রাষ্ট্র বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান।
- সুশীল সমাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র সম্পর্ক নেই।
- সুশীল সমাজ দলীয় লেজুড়্বৰ্সির বাইরের সমাজ।
- সিভিল সোসাইটি আধিক বিচেনায় তাদের এজেন্ডা নির্ধারণ করে না, অর্থাৎ জনসমাজ আর্থিক বিবেচনা দ্বারা তাড়িত সমাজ নয়।
- তাদের কোনো আইনগত বৈধতা না থাকলেও সামাজিক বৈধতা বিদ্যমান।
- Civil Society এক ধরনের Social Capital বা সামাজিক মূলধন।
- নাগরিক সমাজ সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের মাঝামাঝি সংগঠন।
- সুশীল সমাজের দুইটি রূপ আছে—আনুষ্ঠানিক বা সংগঠন আকারে, অনানুষ্ঠানিক বা স্থৎস্থৃত নাগরিক উদ্যোগ।

নাগরিক সমাজে কাজ :

- নাগরিক সমাজের নিজস্ব কোন Agenda নাই। জাতীয় Agenda তাদের Agenda.
- নাগরিক সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ।
- নৈতিকতা, যৌক্তিকতা, মনোবল নাগরিক সমাজের সহজাত শক্তি।

বাংলাদেশে সুশীল সমাজের সীমাবদ্ধতা

- পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা।
- পেশাদার ও নিরপেক্ষ মনোভাবের অভাব।
- আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সংহত রাখে।
- ক্ষমতার জন্য প্রচলিত আসঙ্গি।
- বিবাজনীতিকরণের অভিযোগ।
- সুবিধাবাদী, বিষাক্ত প্রকৃতির ও দাতা স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
- Civil Society প্রকারাত্মের evil Society হিসেবে কাজ করে।

প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি

জীবনী ও সাহিত্যকর্ম



-টিপু সুলতান

সৈয়দ শামসুল হক

রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত। সৈয়দ শামসুল হক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক সহ শিল্প-সাহিত্যের সকল অঙ্গেন দক্ষতার স্বাক্ষর মেখে গেছেন।

বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পিতা সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন ও মাতা হালিমা খাতুনের আট সন্তানের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন শামসুল হক। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের আবেগ-অনুভূতি, বিকার সবই নির্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে।

❖ বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক জনপ্রিয় করেন- ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ সালে (কুড়িয়া জেলা শহরে)।

❖ তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম- ‘উদয়াত’; (১৯৫১ সালে ‘অগ্রতা’ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

❖ সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম- একদা এক রাজ্য (১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস- ‘দেওয়ালের দেশ’; (১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন।)

❖ সৈয়দ শামসুল হক যে চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য লেখার মধ্যদিয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন- ‘মাটির পাহাড়’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে (১৯৫৫ সালে)।

❖ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কর্মরত ছিলেন- লভনে বিবিসির বাংলা বিভাগে সংবাদ পাঠক হিসেবে।

❖ সৈয়দ শামসুল হক তাঁর যে উপন্যাসে অসামাজিক কার্যকলাপ তথা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক এবং সমকামিতার মতো জনন্য বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন- ‘এক মহিলার ছবি’ উপন্যাসের মাধ্যমে।

❖ তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত ‘এক মহিলার ছবি’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- ১৯৫৬ সালে।

❖ ‘নাসিমা’ তাঁর যে উপন্যাসের নায়িকা- ‘এক মহিলার ছবি’ উপন্যাসের।

❖ সাদেক, জরিনা, রোকসানা, জিয়াহ প্রতিতি যে উপন্যাসের চরিত্র- সৈয়দ শামসুল হকের ‘সীমানা ছাড়িয়ে’ উপন্যাসের চরিত্র।

❖ ‘মীল দংশন’ সৈয়দ শামসুল হকের যে শ্রেণির রচনা- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস (১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়)

❖ বাবর আলী, লতিফা, বাবলী চরিত্রগুলো যে উপন্যাসের- সৈয়দ শামসুল হকের ‘খেলারাম খেলে যা’ উপন্যাসের (১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ শামসুল হকের ‘পিন-আপ-নেক্স’ নামে পরিচিত- তাঁর ‘খেলারাম খেলে যা’ উপন্যাসটি। ‘নিষিদ্ধ লোবান’ সৈয়দ শামসুল হকের যে শ্রেণির রচনা- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস (১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ একদল গেরিলার অপারেশন, সাধারণ মানুষের শংকা, প্রাণের অনিচ্ছায়া, পাক সেনাদের নশসংস্থা, ধর্মের নামে হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে- সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসে। ‘বিলকিস সৈয়দ শামসুল হকের যে উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসের চরিত্র।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- অনুপম দিন (১৯৬২), মৃগয়ায় কালক্ষেপ (১৯৮৬), শক্ততার অনুবাদ (১৯৮৭), আহি (১৯৮৯), তুমি সেই তরবারী (১৯৮৯), শ্রেষ্ঠ উপন্যাস (১৯৯০), নির্বাসিতা (১৯৯০), মহাশূন্যে পরাগ মাস্টার, বালিকার চন্দ্রযান, আয়না বিবর পালা, রাজাৰ সুন্দরী প্রভৃতি বিষেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

“আমি তোমায় সত্ত্বন দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল। তোমার সত্ত্বন খাঁটি মুসলমান হবে। খোদার ওপর ইমান রাখবে, আত্মিক পাকিস্তানি হবে....” উকিটি কোন উপন্যাসের- সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’ উপন্যাসের।

❖ সকিনা, কাশেম, বেলাল তাঁর যে উপন্যাসের চরিত্র- ‘তুমি সেই তরবারী উপন্যাসের।

❖ ‘শীত বিকেল, রক্ত গোলাপ, আনন্দের মৃত্যু, প্রাচীন বংশের নিঃশ্বাস সভান- প্রভৃতি সৈয়দ শামসুল হকের যে শ্রেণির রচনা- ছেটগল্প। চারিদিকে মুক্তিযুদ্ধের দামামা, ধারের নর-নারীর মধ্যে উৎকষ্টা, মাতৃবর্তুর তাদের মিথ্যা আধাস প্রদান করলেও তার মেয়ে সকল সত্য প্রকাশ করে; প্রভৃতি যে রচনার অংশ- সৈয়দ শামসুল হকের ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ নাটকের বিষয়বস্তু।

‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ যে শ্রেণির রচনা- কাব্যনাট্য (১৯৭৬ সালে প্রকাশিত)।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের ‘গণনায়ক’ নাটকটি যে নাটক অবলম্বনে রচিত- উইলিয়াম সেক্রেশনের ‘জুলিয়াস সিজার’ নাটক অবলম্বনে রচিত।

❖ নুরুলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক, “জাগো, বাহে, কোন্তে সবাব?” -তেজোদীংশ উকিটি সৈয়দ শামসুল হকের কোন রচনা- ‘নুরুলদীনের সারাজীবন’ নায়ক কাব্যনাটকের।

‘হ্যাঁ কলমের টানে শামসুল হকের যে শ্রেণির রচনা- প্রবন্ধ (১ম খণ্ড ১৯৯১, ২য় খণ্ড ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ ম্যাকবেথ, টেম্পেস্ট, শ্রাবণ রাজা প্রভৃতি তাঁ যে শ্রেণির রচনা- অনুবাদমূলক প্রত্ন।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের ‘প্রণীত জীবন’ যে শ্রেণির রচনা- আজাজীবনীমূলক রচনা। ‘সীমান্তের সিংহাসন’, ‘হড়সনের বন্দুক’ যে শ্রেণির রচনা- সৈয়দ শামসুল হকের শিখ সাহিত্যমূলক রচনা।

‘বৈশেষ রচিত পঞ্জিকামালা’ এবং ‘পরামের গহীন ভিতরে তাঁর যে শ্রেণির রচনা- কাব্যগ্রন্থ।

❖ সৈয়দ শামসুল হক রচিত চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যে মধ্যে রয়েছে- ন্যনতারা, শীত বিকেল, তোমার আমর, মাটির পাহাড়, ময়নামতি, মধুমিলন বিনিয়ম, ক খ গ ঘ ঙ, মাটির মায়া, বড় ভাঙ লোক ছিল, অভিযান, পেরিলা প্রভৃতি।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’ অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম- ‘গেরিলা’। (চলচ্চিত্রের পরিচালক নাসির উদ্দীন ইউসুফ, ২০১১ সালে মুক্তি পায়।)

‘উত্তরবর্ষ’ এবং ‘ঈর্ষা’ তাঁর যে ধরনের রচনা- নাটক।

‘আনারকলি’ সৈয়দ শামসুল হকের- উপন্যাস, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় (পাকিস্তানের লাহোর ও ভারতের অমৃতসরের কাহিনি নিয়ে রচিত।)

‘নিমার আলী’ তাঁর যে উপন্যাসের নায়ক- ‘আনারকলি’ উপন্যাসের।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম- একদা এক রাজ্য (১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ শামসুল হকের ‘নুরুলদীনের সারাজীবন কাব্যনাটকটি’ যে পটভূমি অবলম্বন করে রাচিত হয়েছিল- ফকির বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত।

❖ সৈয়দ শামসুল হকের যে উপন্যাসগুলোকে একত্রে ‘পঞ্চমের’ উপাখ্যান হিসেবে বিবেচন করা হয়- এক মহিলার ছবি, কয়েকটি মানুষের সোনালি ঘোন, অনুপম দিন, জনক ও কালে কফি এবং সীমানা ছাড়িয়ে।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

১. হায়ের মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে টুঁ...;

২. তুমি আসবে বলে কাছে ডাকবে বলে;

৩. অনেক সাধের ময়না আমার বাঁধন কেটে যায়;

৪. টাঁদের সাথে আমি দেবো না তোমার তুলনা প্রভৃতি।

❖ সৈয়দ শামসুল হক যেসব সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৮২, ১৯৮৩), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪), নাসিরউদ্দীন স্বর্গপদক প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা এই মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন-

ফসফুরের ক্যাপারে আক্রান্ত হয়ে ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। (কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের দক্ষিণ পাশে কবির ইচ্ছায় সমাহিত করা হয়।)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

বাংলা সাহিত্যে একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক ও সার্থক নাট্যকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' অসাধারণ শিল্পকৃশালীর পরিচয় বহন করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতা সৈয়দ আহমদুল্লাহ' ও উচ্চশিক্ষিত মাতা নাসিমা আরা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মের নামে প্রতারণা, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, বাংলার লোকায়ত প্রশংসনী জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে।

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' জন্মগ্রহণ করেন- চট্টগ্রাম জেলার ঘোলশহরে, সৈয়দ পরিবারে ১৫ আগস্ট, ১৯২২ সালে।

❖ তাঁর সাহিত্যচার্চার সূত্রপাত হয়- ফেনী হাইস্কুলে থাকাকালীন 'ভোরের আলো' পত্রিকায়।

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম- 'হাঠেৎ আলোর ঝলকানি' (ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।)

❖ ১৯৪৫-৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি যে পত্রিকার সাবএডিটর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন- কলকাতার দৈনিক স্টেটস্ম্যান' পত্রিকায়।

❖ দেশ ভাগ-প্রবর্তী সময়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন- ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারি বার্তা সম্পাদক হিসেবে।

❖ নেয়াখালী অঞ্চলের মজিদ গারো পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে তৎপীরের বেশ ধারণ করে মাজার ব্যবসা শুরু করে এবং খাড়-ফুঁক করে সাধারণ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়- প্রভৃতি বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'লালসালু' উপন্যাসে।

❖ 'লালসালু' উপন্যাসের বিশেষ চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- মজিদ, খালেক ব্যাপারী, রহিমা, আক্ষস, আমেনা, তাহেরার বাপ প্রভৃতি।

❖ বাংলাদেশে চেতনা প্রবাহীর উপন্যাস কে লিখেছেন- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

❖ 'Tree Without Roots' যে গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ- 'লালসালু' উপন্যাসের। (উপন্যাসটি ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।)

❖ 'লা অরবের সামস সায়েরে' নামে ফরাসি ভাষায় 'লালসালু' উপন্যাসটি অনুবাদ করেন- লেখকের ফরাসী স্ত্ৰী আ্যান-ম্যারি লুই (১৯৬১ সালে অনুদিত হয়।)

❖ "ঠগ পীরের পানি পড়ায় কি কোন কাম হয়?" বিখ্যাত এই উক্তিটি যে উপন্যাসের- 'লালসালু' উপন্যাসের মোদাবেরের পুতু আক্ষরের উক্তি।

❖ বিদ্রোহী বালিকবৃং জমিলা যে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'লালসালু' উপন্যাসের (জমিলা, মজিদের দ্বিতীয় স্তৰী।)

❖ ধার্মের সন্তুষ্ট পরিবারের সদস্য কাদের। সে

এক যুবতীকে বাঁশবাড়ে নিয়ে গিয়ে ধৰ্ষণ করে হত্যা করে, যা এ ধার্মেরই আশ্রিত কুলমাস্টার আরেফ আলী দেখে ফেলে প্রভৃতি ঘটনার সম্বয়ে রচিত হয়েছে- 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি।

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- ১৯৬৪ সালে।

'চাঁদের অমাবস্যা' যে শ্রেণির উপন্যাস- মনসমীক্ষামূলক উপন্যাস (ফ্রান্সে অবস্থানকালে উপন্যাসটি রচিত হয়।) 'আরেফ আলী' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' যে উপন্যাসের নায়ক- 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের।

❖ কুমুরভাণ্ড ধারের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাঁকাল নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি।

❖ খেদমতুল্লাহ, মৃতফা, খোদেজা, সরিনা, কফিলউদ্দিন প্রভৃতি চরিত্রগুলো যে উপন্যাসের- 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে।

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- ১৯৬৮ সালে। দি আগলি এশিয়ান কোন শ্রেণির রচনা- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাস।

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র রচিত নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে- তরঙ্গসত্ত্ব (১৯৬৬), বাহিপীর (১৯৬৫), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪) ও উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)। 'নয়নচারা' ও 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' তাঁর কোন ধরনের সৃষ্টি- গল্পগুহ্য।

❖ সেই পৃথিবী, খুনী, মৃত্যুযাত্রা, পরাজয়, রক্ত প্রভৃতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' যে শ্রেণির রচনা- ছেটগল্প।

'৪৭-এর দেশ ভাগের ফলে কিছু হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায় এবং কিছু মুসলিম পরিবার এদেশে আগমন করে। এইই প্রকাশ ঘটেছে- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' নামক গল্প।

'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' তাঁর যে গল্পগুহ্যের অঙ্গর্গত- 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গল্পে।

❖ মতিন, আমজাদ, কাদের, ইউনুস, মোদাবের, মকসুদ প্রভৃতি কোন গল্পের চরিত্র- 'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' গল্পের।

❖ হাশেম, তাহেরা, খোদেজা চরিত্রগুলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র যে গল্পের- 'বাহিপীর' তাঁর যে শ্রেণির রচনা- নিরীক্ষাধীনী নাটক (১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।)

❖ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' যেসব সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৪), জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার (২০০১) প্রভৃতি।

❖ বাংলা সাহিত্যে লেখকদের লেখক হিসেবে পরিচিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর (প্যারিসের উপকর্ত্তে মদ্দো-স্যুর মেলভুতে তক্কে সমাহিত করা হয়।)

অদৈত মন্তব্যর্থ

অদৈত মন্তব্যর্থের রচনাভাগের অতিদীর্ঘ না হলেও তিনি খ্যাতির ছূঢ়ায় আরোহণ করেন। অতিস্থল আয়ু লাভ করেও বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে গেছেন জীবনবোধের শীর্ষে। দরিদ্র পিতা অধরচন্দ্র মন্তব্যর্থ এবং মাতা সারদা দেবীর স্বাতান ছিলেন অদৈত মন্তব্যর্থ। শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে জীবনের দৈনন্দিনাবেকে উপলব্ধি করেছেন হৃদয় উজ্জ্বল করে যা তাকে দিয়েছে আমত্য আরাধ্যের মর্যাদা।

❖ অদৈত মন্তব্যর্থ জনগ্রহণ করেন- ব্রাজ্জনবাড়ীয়া জেলার গোকৰ্ণ থামে, ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি এক দিনে জেলে পরিবারে।

❖ তিনি কর্মজীবন শুরু করেন- মাসিক 'প্রিপুরা'

পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে (১৯৩৪ সালে)।

❖ অদৈত মন্তব্যর্থ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর যে সাহিত্যকর্মের জন্য- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের জন্য।

তিতাস নদীর তাঁরবর্তী গোকৰ্ণ ধারের মালো সম্পদায়ের জীৰ্ণ-শীর্ণ হতশী জীবন কাহিনি অদৈত মন্তব্যর্থের যে উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে।

❖ ৪ খণ্ডে রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়- মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার ১৩৫২ বঙাদে (গ্রাহকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।)

❖ অদৈত মন্তব্যর্থের তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি চিত্রাটো রূপদান করেন- বিশিষ্ট চলচিত্র পরিচালক খণ্ডিক ঘটক (১৯৭৩ সালে)।

❖ কিশোর, সুবল, অনন্ত, বনমালী, বাস্তী চরিত্রগুলো মন্তব্যর্থের যে উপন্যাসের- 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের বিশেষ বিশেষ উক্তি- "যে বট বাপের বাড়িতে যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল।"

"তোমার আমার ঘরই নাই, তার আবার মানুষ" (করম আলীর উক্তি)।

"পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইবে। তারা বৃষ্টির পানি- ফেটা বরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেকমাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইয়া নেয়।" (বাস্তীর উক্তি)।

অদৈত মন্তব্যর্থের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- সাদা হাওয়া (১৩৫৫ বঙাদে 'সোনারতরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়), রাঙামাটি (চতুর্কোণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

চিত্রশিল্পী ভ্যানগগকে নিয়ে রচিত আরভিং স্টেনের কোন উপন্যাসটি মন্তব্যর্থ অনুবাদ করেন- লাস্ট ফর লাইফ' / জীবনত্ত্ব' (১৯৫০ সালে কোলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

দায়িত্ব, অনাহার ও অতিপরিশ্রমের কারণে এই প্রথিত্যশা সাহিত্যিক অকাল মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৫১ সালের ১৬ এপ্রিল (কোলকাতায়)।

প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি



আন্তর্জাতিক পুরস্কার, পদক এবং সমাননা

The Man
Booker PrizeABEL
PRISON

— টিপু সুলতান

বর্তমান বিশেষ বাতি বা দলগত পর্যায়ে বিশেষ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদান, দক্ষতা, কর্মনেপুণ্য, নতুন তত্ত্ব আবিক্ষার প্রভৃতি কারণে এ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমানিত করে পুরস্কার বা পদক প্রদান করা হয়। সমাজ সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরো ভূবৰ্ষিত করার জন্য কখনোবাৰ ব্যক্তি উদ্যোগে কখনোবাৰ রাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সম্মাননা জানানো হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক এসব পদক-পুরস্কারের ক্ষেত্রে “জয়লাভই বড় কথা”।

নোবেল পুরস্কার

- ❖ অনন্যসাধারণ উন্নতবন, গবেষণা ও মানব কল্যাণমূলক কৰ্মকাণ্ডের জন্য প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর প্রদান করা হয়— নোবেল পুরস্কার।
- ❖ নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক— আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। (তিনি সুইডেনের স্টকহোম শহরে ১৮৩০ খ্রি. ২১ অক্টোবৰ জন্মাবলম্বন কৰেন)
- ❖ আলফ্রেড নোবেল যে কারণে বিখ্যাত হয়েছিলেন— তিনি ১৮৬৬ সালে ডিমাইল্ট আবিক্ষার কৰেন এবং তিনি একধারে বিখ্যাত রসায়নবিদ, প্রকৌশলী এবং অস্ত্রনির্মাতা ছিলেন।
- ❖ আলফ্রেড নোবেল মোট ৫ কোটি ডিন্ম পেটেন্ট আবিক্ষার কৰেন— ৩৫০০টি।
- ❖ তিনি “ত্রিটিশ ডায়নামাইট কোম্পানি” প্রতিষ্ঠা কৰেন— ১৮৭১ সালে (পৰিবৰ্তীত নাম নোবেল’স এক্সপ্রেসিভ কোম্পানি)
- ❖ আলফ্রেড নোবেল নিজের নামে পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য তার সম্পত্তিৰ কত শতাংশ উইল কৰে যান?— মোট সম্পত্তিৰ ১৪% (৯০ লক্ষ ডলার)।
- ❖ আলফ্রেড নোবেল যে উদ্দেশ্যে ডিমাইল্ট আবিক্ষার কৰেছিলেন— ধৰ্মসাধক কাজে যোগাযোগের জন্য।
- ❖ তিনি মোট ৫ কোটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন কৰেন? — ৫টি (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য এবং শান্তিতে)।
- ❖ বিশ্বায়ীপী এই পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার চালু হয়— ১৯০১ সাল থেকে (অর্থনৈতিকে নোবেল পুরস্কার চালু হয় ১৯৬০ সালে)।
- ❖ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান কৰা হয় নৰওয়ের অসলো থেকে বাকি পুরস্কারগুলো স্টকহোম, সুইডেন থেকে প্রদান কৰা হয়।
- ❖ নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেল ধৰী হয়েছিলেন— উন্নত ধৰনের বিক্ষেপক আবিক্ষার কৰে।
- ❖ শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের ধারী নির্বাচন কৰেন— ‘নোবেল কমিটি অব নৰওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট’।
- ❖ অর্থনৈতিকে নোবেল পুরস্কারের ধারী নির্বাচন কৰেন— ‘ব্রয়াল সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্সেস’।
- ❖ এক বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তজনকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত কৰা যায়— সর্বোচ্চ তিনি জনকে



- ❖ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পিতা, মাতা ও কন্যা যথাক্রমে— পিয়েরে কুরী, মেরি কুরী ও জুলিও কুরী ষেছায় নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কৰেছেন— ১৯৬৪ সালে জ্যা পল সার্টে এবং শান্তিতে নোবেল প্রত্যাখ্যান কৰেন নি ডাক খো (১৯৭৩ সালে, ভিয়েতনাম)।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কৰেন— বৰিস পাস্টোরানক (রাশিয়া, ১৯৫৮ সালে) যে মুসলিম মনীয়ী সৰ্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— মিশেরের আনোয়ার সাদাত (১৯৭৮ সালে, শান্তিতে)।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম মুসলিম-মিশেরের নাগিনৰ মাহফুজ (১৯৮৮ সালে)।

মুসলিম নারী হিসেবে সৰ্বপ্রথম শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— ইরানের মানবাধিকার কৰ্মী শিরিন এবাদি (২০০৩ সালে)

২০১১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া তাওয়াক্কুল কারমান কোন দেশের নাগরিক- ইয়েমেন।

অর্থনৈতিকে নোবেল জয়ী একমাত্র মহিলা-ইলিনর অস্ট্রিম (২০০৯ সালে, যুক্তরাষ্ট্র)।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভকারী প্রথম নারী-সেলমা লাগেলফ (১৯০৯ সালে, সুইডেন)।

শান্তিতে প্রথম নোবেল বিজয়ী নারী— বার্থভন সুট্টার (১৯০৫ সালে, অস্ট্রিয়া)।

অফিক্রিক মহাদেশ হতে প্রথম নারী নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— যোনানগারি মাথাই (২০০৪ সালে, কেনিয়া)।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম নারী— গাচি কোরি (১৯৪৭ সালে, যুক্তরাষ্ট্র)।

জাতিসংঘের যে অঙ্গ সংগঠনটি প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— জাতিসংঘ শৱণণ্ডী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে।

জাতিসংঘের ২য় মহাসচিব দ্যাগ হামারশোল্ড নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— ১৯৬৫ সালে, শান্তিতে (শিশুদের নিয়ে কলাগুমুখী ভূমিকার জন্য)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়— ১৯৬৯ সালে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য জাতিসংঘ শান্তিক্ষী বাহিনী নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— ১৯৮৮ সালে, (শান্তিতে)।

জাতিসংঘ শান্তিতে নোবেল লাভ কৰে— ২০১১ (মহাসচিব কফি আনান ও জাতিসংঘ যৌথভাবে)।

আন্তর্জাতিক আগবংক শক্তি সংস্থা (IAEA) শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰে— ২০০৫ সালে (এর তৎকালিন মহাসচিব এল বাবাদি যৌথভাবে)।

২০১২ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— European Union (EU).

জাতিসংঘের আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ কৰে— ২০০৭ সালে।

জাতিসংঘের রাসায়নিক অঙ্গ নিষিদ্ধকরণ সংস্থা (OPCW) নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ কৰেন— ২০১৩ সালে।

প্রথম ফিলিপিনি মুসলমান হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন— ইয়াসির আরাফাত (১৯৯৪ সালে)।

- ❖ আন্তর্জাতিক রেডক্স কমিটি (ICRC) যত বাবু নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- তিনি বাবু (১৯১৭, ১৯৪৪ এবং ১৯৬৩ সালে) শান্তিতে।
- ❖ সাহিত্যে মৰণোলো একমাত্ৰ নোবেল বিজয়ী- এৰিক কে কাৰ্লফেল্ট (১৯৩১ সালে, সুইডেন)।
- ❖ রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন- উইলমটন চার্চিল (১৯৫৩ সালে 'The History of Second world War' গ্রন্থেৰ জন্য)।
- ❖ দাখিলিক হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন- বাৰ্টার্ড রাসেল (১৯৫০ সালে)।
- ❖ আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসেৰ প্ৰতিষ্ঠাতা নেলসন ম্যান্ডেলা নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন- ১৯৯৩ সালে, শান্তিতে।
- ❖ দক্ষিণ এশিয়াৰ মধ্যে শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহমদ ইউনুস কততম- বিহীন।
- ❖ আমেৰিকাকাৰ ৪৪ তম প্ৰেসিডেন্ট বাবাৰক ওবামা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ কৰেন- ২০০৯ সালে।
- ❖ বিশিষ্ট আমেৰিকান পপ গায়ক বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুৱৰস্কাৰ পান- ২০১৬ সালে।
- ❖ গুটাৰ ধান নোবেল পান- ১৯৯৯ সালে, সাহিত্যে।
- ❖ ২০১৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- কলম্বিয়াৰ নাগৰিক ম্যান্ডেল সাতোস।
- ❖ মিয়ানমারেৰ গণতন্ত্ৰী নেতৃী হিসেবে খ্যাত বৰ্তমান সৱকাৰ প্ৰধান অংসানুন সুচি শান্তিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ১৯৯১ সালে।
- ❖ কলম্বিয়ান গ্যাল্ট্ৰিয়েল গাসিয়া মাৰ্কেজ সাহিত্যে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ১৯৮২ সালে ('ওয়ান হাতে ইয়াৰাস অৰ সলিচ্যুন্ট' গ্রন্থেৰ জন্য)।
- ❖ মনোভিজনী হয়েও অথনীতিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ড্যানিয়েল ক্যানেম্যান (২০০২ সালে)।
- ❖ যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ ৩০তম প্ৰেসিডেন্ট জিমি কার্টাৰ শান্তিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ২০০২ সালে।
- ❖ আইইৰিশ নাট্যকাৰ জৰ্জ বাৰ্নার্ড শ সাহিত্যে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ১৯২৫ সালে।
- ❖ বিশিষ্ট ফৰাসি নাট্যকাৰ রোমাঁ রোলা সাহিত্যে নোবেল পুৱৰস্কাৰ পান- ১৯১৫ সালে।
- ❖ মাৰ্কিন ঔপন্যাসিক পাৰ্স সিডেন স্ট্ৰিকাৰ বাক নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে।
- ❖ টি এস এলিয়ট সাহিত্যে নোবেল লাভ কৰেন- ১৯৪৮ সালে।
- ❖ বিশ শতকেৰ ফিকশনকাৰী মাৰ্কিন সাহিত্যিক আনেস্ট হেইঞ্চেনে, সাহিত্যে, নোবেল পান- ১৯৫৪ সালে।
- ❖ জাপানি বৎশোজ্যুত ব্ৰিটিশ ঔপন্যাসিক কাজুও ইশিগুরো সাহিত্যে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ২০১৭ সালে।
- ❖ ২৬তম মাৰ্কিন প্ৰেসিডেন্ট থিওডোৱ রুজভেল্ট জনিয়াৰ, শান্তিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ পান- ১৯০৬ সালে।
- ❖ Ican/International campaign to abolish nuclear weapons, শান্তিতে নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- ২০১৭ সালে।
- ❖ অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্ৰহণে মননত্বেৰ প্ৰভাৱ নিয়ে গণতন্ত্ৰী জন্য ২০১৭ সালে অৰ্থনীতিতে নোবেল লাভ কৰেন- মাৰ্কিন অৰ্থনীতিবিদ রিচার্ড খেলাৰ।
- ❖ সারকাডিয়ান রিদম নিয়ন্ত্ৰণে আণবিক প্ৰক্ৰিয়াগুলো আবিকাৰেৰ জন্য ২০১৭ সালে চিকিৎসায় নোবেল পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেন- মাৰ্কিন চিকিৎসক মাইকেল ড্ৰিউ ইয়ং।
- ❖ ৮০ লাখ সুইশিং ক্রেনাৰ এই মূল্যবান পুৱৰস্কাৰ কোন বছৰ প্ৰদান কৰা হয়নি- ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে (বিশ্বব্ৰহ্মেৰ কাৰণে)।
- যোৱান ম্যাগসেসে পুৱৰস্কাৰ ও পুলিংজাৰ পুৱৰস্কাৰ**
- ❖ এশিয়াৰ নোবেল হিসেবে খ্যাত ম্যাগসেসে পুৱৰস্কাৰ চালু হয়- ১৯৫৭ সালে (ফিলিপাইনেৰ তৃতীয় প্ৰেসিডেন্ট যোৱান ম্যাগসেসেৰ নামানুসাৰে)।
- ❖ ৫০ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ মূল্যামুলে এই পুৱৰস্কাৰ মোট কৃতি বিষয়ে প্ৰদান কৰা হয়- মোট ৬টি বিষয়ে।
- ❖ যেসব বিষয়ে ম্যাগসেসে পুৱৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়- সাংবাদিকতা, শান্তি ও আন্তৰ্জাতিক সম্বৰোতা, সামাজিক নেতৃত্ব, সৱকাৰি সেবা, বেসৱকাৰি সেবা, উদ্যোগান্বয়ন নেতৃত্ব এবং সাহিত্য ও সূজনশীল যোগাযোগ।
- ❖ বাংলাদেশ হতে মোট যতজন এই ম্যাগসেসে পুৱৰস্কাৰ লাভ কৰেছে- সৰ্বমোট ১২ জন (সৰ্বশেষ সৈয়দা বিজয়ানা হাসান ২০১২ সালে)।
- ❖ ম্যাগসেসে পুৱৰস্কাৰৰ প্রাণ বাংলাদেশিদেৱেৰ মধ্যে উল্লেখযোগ্য- স্যুৱাৰ ফজলে হাসান আবেদ, ড. মুহমদ ইউনুস, আব্দুলাহ আবু সায়ীদ, মতিউৰ রহমান প্ৰতীতি।
- ❖ যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ সাংবাদিক জোসেফ পুলিংজাৰেৰ নামানুসাৰে যে পুৱৰস্কাৰ প্ৰৰ্বতন কৰা হয়- পুলিংজাৰ পুৱৰস্কাৰ (১৯১৭ সাল থেকে চালু হয়)।
- ❖ যেসব বিষয়ে পুলিংজাৰ পুৱৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়- সাংবাদিকতাৰ ১৪টি, সাহিত্য উৎটি এবং সঙ্গীতে উটি।
- 1০ হাজাৰ ডলাৰ ও বৰ্ষপদক বিশিষ্ট এই পুৱৰস্কাৰটি প্ৰদান কৰে- আমেৰিকাকাৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
- বুকাৰ, ম্যান বুকাৰ আন্তৰ্জাতিক পুৱৰস্কাৰ এবং আবেল পুৱৰস্কাৱ**
- ❖ ব্ৰিটেনেৰ সাহিত্যে সৰ্বোচ্চ পুৱৰস্কাৰ- বুকাৰ পুৱৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়- ১৯৫৯ সালে (মোট ৫টি বিষয়েৰ উপর এৰ পুৱৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়)।
- ❖ যে ক্ষেত্ৰে আবদানেৰ বীকৃতিসূৰ্য আগা থান পুৱৰস্কাৰ দেওয়া হয়-হাপত্ত শিল্পে আবদানেৰ জন্য।
- ❖ ফ্ৰান্সেৰ বৈজ্ঞানিক জুলিও কুৱিৰ নামানুসাৰে প্ৰৰ্বতি 'জুলিও কুৱিৰ শারি' পুৱৰস্কাৰৰ প্ৰথম যে বাংলাদেশী লাভ কৰে- ১৯৭২ সালে বন্দেবৰু শেখ মুজিবুৰ রহমান।
- ❖ গুসি শান্তি পুৱৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়- ফিলিপাইন হতে (২০০২ সালে প্ৰৰ্বতি হয়)।
- ❖ গুসি শান্তি পুৱৰস্কাৰৰ প্রাণ বাংলাদেশিদেৱেৰ মধ্যে বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য- শাইখ সিৱাজি, আতিউৰ রহমান, আবদুল হাসান নোমান প্ৰতীতি।
- ❖ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ প্ৰেসিডেন্টকৰ্ত্তক প্ৰদান পদক "দ্য মেডেল অব ফ্ৰিডম" প্ৰদান কৰা হয় যে ক্ষেত্ৰে আবদানেৰ জন্য- 'বিশ্ব শান্তি' স্থাপনেৰ জন্য।
- ❖ যে সংস্থা মানবাধিকাৰ এবং গণতন্ত্ৰেৰ আবদানেৰ জন্য- 'Sakharav prize for freedom of Thought' পুৱৰস্কাৰ দিয়ে থাকে- ইউৱেৰীয় পালামেন্ট।



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' উল্লেখ্য ২২তম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সর্বশেষ ২০১১ সালে অফেলিয়া সফরে প্রধানমন্ত্রীর সিডনিতে যান। অফেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরে অফেলিয়ার সিডনিতে যান।

ম্যালকম টার্নবুলের আমন্ত্রণে এসফরেই তিনি নারীর ক্ষমতায়নে শীর্ষ হাসিনার চার প্রস্তাব: নেতৃত্বে সফলতার সীকৃতি হিসেবে সম্মানজনক 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সিডনি যাওয়ার পথে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে প্রায় ২.৫ ঘটা যাত্রাবিবরিত করেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী থাই এয়ারওয়েজের বিমানটি ব্যাংককের সুবর্ণভূমি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় ৪টা ৫০ মিনিটে অবতরণ করে। রয়্যাল থাই সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মন্ত্রী কোবসাক পুত্রকল এবং থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদ্বৰ্তু সাইদা মুনা তাসনীয় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে থাই মন্ত্রী বৈঠক করেন। সেখানে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশোধন বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রায় আড়াই ঘটা যাত্রাবিবরিতির পর সক্ষা ৭টা ২০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেকটি থাই এয়ারওয়েজের বিমানযোগে সিডনি রওনা হন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমানটি স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় (বাংলাদেশ সময় তের ঢটা) সিডনি পৌঁছায়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে থাই এয়ারওয়েজের একটি বিমান ২৬ এপ্রিল দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে হ্যায়েত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিডনি নারী অধিকার নিশ্চিত করতে একটি জোট গঠনের তাগিদ দেন। বিশ্বব্যাপী নারীদের যারা ভাগ্য পরিবর্তনে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই পুরুষকার তিনি তাদের জন্য উৎসর্গ করেন। বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মহান ভাষা আল্দেনুল থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সংগ্রামে বাংলাল নারীদের ত্যাগ ও অবদানের কথা স্মরণ করেন। বাংলাদেশের মানুমের অধিকার বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে নিজের সংগ্রামের কথা ও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৭তম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থানে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ১৫৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।

জুলি বিশপকে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখুন: অফেলিয়ার প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলি বিশপ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য অফেলিয়ার প্রতি প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সিডনিতে অফেলীয় প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলি বিশপ সৌজন্য দিয়ে প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ছুটি স্বাক্ষরিত হয়। তারা (মিয়ানমার) যদিও এটা অব্যাক্ত করছে না কিন্তু ছুটিটি বাস্তবায়নও করছে না। অফেলীয় প্ররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রায় ১০ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রম প্রদানে শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসন করেন। অফেলিয়া এবিষয়টিতে সর্বান্বকরণেই উদ্দেশ্যে ২৯ এপ্রিল অফেলিয়া ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের পাশে থাকছে, বলেন তিনি। বৈঠকে জুলি বিশপ শেখ হাসিনাকে নারী মুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্ব নারীদের জন্য অনুপ্রেণাদাত্রী সাহসী নেতা বলে আখ্যায়িত করেন।

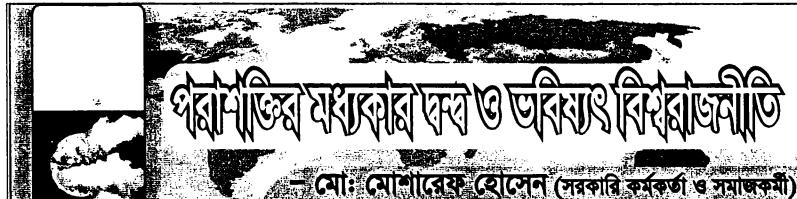
মিয়ানমারের ওপর 'চাপ অব্যাহত রাখবে' অফেলিয়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন অফেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল। সিডনিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ অবস্থান ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রোহিঙ্গাদের জন্য আরও সহায়তার আশাস দিয়েছেন অফেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তাদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের বিষয়েও টার্নবুলকে জানান শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের সহযোগিতা চায় ডিয়েন্তনাম : ডিয়েন্তনাম ২০২০-২০২১ মেয়াদে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে (ইউএনএসিসি) সদস্য পদে প্রার্থিতার পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন প্রত্যাশা করেছে। ডিয়েন্তনামের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যাং থাই নাগক থিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার হোটেলে কক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ডিয়েন্তনামের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮তে ভূষিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান এবং তার নেতৃত্বে নারী মুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়ন এবং তার নেতৃত্বে নারী প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রবৃক্ষ মোকাবিলা করতে হবে এবং চতুর্থত, জীবন ও জীবিকার সব ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সময় সুযোগ তৈরি করতে হবে।

সিডনির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের গালা ডিমারের পর পুরুষার গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী নারী অধিকার নিশ্চিত করতে একটি জোট গঠনের তাগিদ দেন। বিশ্বব্যাপী নারীদের যারা ভাগ্য পরিবর্তনে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই পুরুষকার তিনি তাদের জন্য উৎসর্গ করেন। বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নাগক থিন বাংলাদেশের সঙ্গে তার দেশের কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃক্ষ পাছে এবং এটি ভাবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। এ সময় তিনি ঢাকা এবং নমপেনের মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনেও আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

অফেলিয়ার কাছ থেকে সেরা জ্ঞান আহরণ করুন :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অফেলিয়ার সেরা জ্ঞান আহরণের সুযোগ গ্রহণের জন্য সেখানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের থতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ড্যাং উন্নত বৰ্তমানে বাংলাদেশ সরকারের বিচার ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখ বিজ্ঞান বিভাগ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্য প্রশিক্ষণদান কর্মসূচির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অফেলিয়ার সহযোগিতার কথা স্মরণ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি অফেলিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃত দানের পর থেকেই দু'দেশের মধ্যে উৎ আন্তর্কিংভার্প সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এবং অফেলিয়ার মধ্যে ঝুবই মৌলিক দ্বিপক্ষিক এই সম্পর্কের পুরু তখন থেকেই। কারণ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে অফেলিয়াই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শুক্রা জানান।



গুৱামুক্তিৰ ধ্যেয়াৰ দ্বাৰা ও ভৱিষ্যৎ বিহুজাগুটি

মোঃ মোশারেফ হোসেন (সেৱকৰি কৰ্মকৰ্তা ও সন্মুখকৰ্মী)

স্নায়ুদুৰ্দল পৰবৰ্তী একমেৰকেন্দ্ৰিক বিশ্বে মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্ৰিক চ্যালেঞ্জ জানালোৱ মতো কোনো প্ৰতিদৰ্শী ছিল না। সোভিয়েত ভাসন পৰবৰ্তী অৰ্থনৈতিকভাৱে বিপৰ্যস্ত রাশিয়া এখন আবাৰো সোভিয়েত আমলোৱ মতো বিশ্ব রাজনীতিতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰতে শুৰু কৰেছে। মধ্যপ্ৰাচ্যে রাশিয়াৰ অন্যতম মিত্ৰ দেশ সিৱিয়াৰ বৰ্তমান সেৱকৰেৱেৰ পক্ষে প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ কৰছে রাশিয়া। অন্যদিকে বৰ্তমানে নতুন অৰ্থনৈতিক পৰাশক্তি চীনেৰ সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্ৰৰ বাণিজ্যযুদ্ধ বিশ্ব পৱিষ্ঠিতিকে আৱণও জটিল কৰে তুলেছে। এসব ঘটনাৰ পৱিষ্ঠেক্ষিতে বৰ্তমান বিশ্বে তিনটি পৰাশক্তি যুক্তরাষ্ট্ৰ, রাশিয়া ও চীনেৰ মধ্যকাৰ দুৰ্দল এখন আন্তৰ্জাতিক রাজনীতিতে আলোচনাৰ অন্যতম একটি বিষয়।

পৰাশক্তিৰ মধ্যকাৰ সাম্প্ৰতিক দৰ্শনৰ পটভূমি : বিশ্ব শতাব্দীৰ ১০'ৰ দশকেৰ শুৰুতে প্ৰবল প্ৰতাপশালী সোভিয়েত ইউনিয়নেৰ পতন দেখে বিশ্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নেৰ পতনেৰ পৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হয়ে পড়েছিল রাশিয়া। ১৯৯১ সালে আধুনিক রাশিয়াৰ রূপকাৰ ভাৰতীয় পুতিন ক্ষমতায় এসে ধীৱে ধীৱে রাশিয়াকে আবাৰো অৰ্থনৈতিক, সামৰিক ও রাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰে তোলেন।

অৰ্থনীতিৰ ফেৰে রাশিয়াৰ দৰ্বলতা থাকা সত্ত্বেও সামৰিক শক্তিৰ আধুনিকায়ন কৰে আৰ্হলিক শক্তিৰ পৱিষ্ঠ পৰিবৰ্তে নতুন কৰে বিশ্ব শক্তি হিসেবে আত্মপ্ৰকাশেৰ চেষ্টায় নানা রকম পদক্ষেপ নিতে শুৰু কৰে।

২০০৮ সালে আমেৱিকাৰ মিত্ৰ জৰিয়ায় রাশিয়াৰ সামৰিক অভিযান আমেৱিকাৰ প্ৰতি আন্যতম প্ৰতিদৰ্শী হয়ে উঠে রাশিয়া। ইৱান প্ৰশ়ে আমেৱিকাৰ বিপৰীত অবস্থান গ্ৰহণ কৰে রাশিয়া। মূলত রাশিয়াৰ কাৰণে আমেৱিকা ইৱানেৰ বিৱৰণে কোনো সামৰিক পদক্ষেপ নিতে পাৱেনি। ইউক্রেনেৰ রাশিয়াৰ সামৰিক অভিযান ক্ষিয়া দখল, সিৱিয়ায় বিদ্যুমান আসাদ সৱকাৱেৰ সমৰ্থনেৰ রাশিয়াৰ সৱাসৱি সামৰিক অংশগ্ৰহণ ও যুদ্ধেৰ জড়িয়ে পড়া আমেৱিকাৰ জন্য ছিল চেপেটায়াত স্বৰূপ। রাশিয়াৰ এসব কৰ্মকাণ বিশ্বেৰ একমাত্ৰ সপৰাৰ পাওয়াৰ যুক্তরাষ্ট্ৰকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বলে মনে কৰেন রাজনৈতিক বিশ্বেকৰণ।

পাল্টাপাল্টি কূটনীতিক বহিকাৱেৰ ঘটনা : ২০১৮ সালেৰ মাৰ্চ মাসে লঙ্ঘনেৰ স্যালিসবাৱিৰতে সাবেকৰ রুশ কৰ্মকৰ্তা সাগেই ক্ষিপালকে হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টাকে কেন্দ্ৰ কৰে সাবা বিশ্ব রাশিয়াৰ সঙ্গে যুক্তৰাষ্ট্ৰ তথা পশ্চিমা বিশ্বেৰ মধ্যে এক ধৰনেৰ স্নায়ুদুৰ্দল লক্ষ কৰেছিল। সাগেই প্ৰিপাল ছিলেন একজন ডাবল এজেন্ট, উল্লেখ্য, সাগেই ক্ষিপাল হত্যাকাণ্ডেৰ প্ৰচেষ্টাকে কেন্দ্ৰ কৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও পশ্চিমাৰ্বিষ ১৩৯ জন রুশ কূটনীতিককে বহিকাৰ কৰে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে রাশিয়া ১৫০ জন পশ্চিমা কূটনীতিককে বহিকাৰ কৰে। এই বহিকাৰ ও পাল্টা বহিকাৱেৰ মধ্য দিয়ে নতুন কৰে দু'দেশেৰ মাৰ্কে (ৱাশিয়া ও যুক্তৰাষ্ট্ৰ) উভেজনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কূটনীতিকদেৰ বহিকাৱেৰ ঘটনা নতুন নয়, ১৯৮৬, ১৯৯৪, ২০০১, ২০১০ এবং ২০১৬ সালেও যুক্তৰাষ্ট্ৰ রুশ কূটনীতিকদেৰ বহিকাৰ কৰেছিল। এৱে পাল্টা প্ৰতিশোধ হিসেবে রাশিয়াতে মাৰ্কিন কূটনীতিকদেৰ বহিকাৰ কৰেছিল। তবে এৱাৰ পাৰ্থক্যটি হলো ২৫টি পশ্চিমাদেশ একসঙ্গে রুশ কূটনীতিকদেৰ বহিকাৰ কৰল। তবে লক্ষ্য কৰাৰ বিষয়, চীন কিংবা ভাৰতেৰ মতো বড় দেশ এমনকি আফ্ৰিকাৰ দেশগুলোৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ-ব্ৰিটেনেৰ পাশে দাঁড়ায়নি।

যুক্তৰাষ্ট্ৰ-চীন সাম্প্ৰতিক দুৰ্দল কূটনীতিক বহিকাৰ নিয়ে রাশিয়াৰ সাথে যখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ তথা পশ্চিমা বিশ্বেৰ উভেজনা বিৱাজ কৰছে তখন যুক্তৰাষ্ট্ৰ চীনেৰ সঙ্গে এক ধৰনেৰ বাণিজ্যযুদ্ধে লিখ হয়েছে। ১২৮ টি পণ্যে চীনেৰ অতিৰিক্ত শুৰুৱারোপেৰ কঠোৱাৰ জবাৰ দিতে যুক্তৰাষ্ট্ৰ ১ হাজাৰ ৩০০ চীনা পণ্যেৰ একটি তালিকা প্ৰকাশ কৰেছে। যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধিৰ কাৰ্যালয় থেকে প্ৰকাশিত এ তালিকা চূড়ান্ত না হলেও এগুলোৰ উপৰ ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুৰুৱারোপ কৰে। ২০১৮ সালে প্ৰায় ৫০ বিলিয়ন ডলাৰ অৰ্থ আদায়েৰ চিন্তাভা৬না রয়েছে প্ৰেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্ৰাম্পেৰ। তবে এই মধ্যে পাল্টা জবাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ বিমান, গাড়িসহ ১০৬ টি পণ্যেৰ ওপৰ ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত কৰা আৱোপেৰ প্ৰিকলন্না হাতে নিয়েছে চীন। যুক্তৰাষ্ট্ৰ এসব পণ্য রঙানি বাবদ চীন থেকে বছৰে ৫০ বিলিয়ন ডলাৰ আয় কৰে থাকে। এখনে উল্লেখ্য যে, যুক্তৰাষ্ট্ৰ প্ৰথমে চীন স্টিলেৰ উপৰ কৰাৰোপ কৰাৰ পৱিষ্ঠেক্ষিতেই চীন এ সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল। চীনেৰ মতে, যুক্তৰাষ্ট্ৰে এ ধৰনেৰ একতৰফা ও সংৰক্ষণবাদী পদক্ষেপ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধেৰ গুৰুতৰ লজ্জন, ট্ৰাম্প প্ৰশাসনেৰ এই পদক্ষেপ চীন-যুক্তৰাষ্ট্ৰ কোনো দেশেৰই স্বৰ্থ কৰাৰে না। এটি বিশ্ববাজাৰেৰ নেতৃত্বাবলীক প্ৰভাৱ ফেলবে। চীন গত বছৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ বাজাৰে ৩৭ হাজাৰ ৫০০ কোটি ডলাৱেৰ পণ্য আমদানি কৰেছিল। নতুন সমৰোতা চূক্তি অনুযায়ী বাণিজ্য বৈষম্য কমাবোৰ জন্য চীন যুক্তৰাষ্ট্ৰ থেকে প্ৰতিবছৰ ২০ হাজাৰ কোটি ডলাৱেৰ পণ্য আমদানি কৰবে। এই সমৰোতা চূক্তিৰ মাধ্যমে আপাতত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও চীনেৰ মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধেৰ আবসান হয়েছে। অনেকে এটাকে ট্ৰাম্পেৰ বিজয় হিসেবে দেখিবে। যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও চীন বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ দুই পৰাশক্তি। যেখনেৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ অৰ্থনীতিৰ পৱিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ১৭ হাজাৰ মিলিয়ন ডলাৰ, সেখানে চীনেৰ অৰ্থনীতি ১ কোটি ১৭ লাখ ২৫৭ মিলিয়ন ডলাৰ। কিন্তু ক্ৰয় ক্ষমতাৰ দিক থেকে চীন প্ৰথম, যুক্তৰাষ্ট্ৰ দ্বিতীয়, এৱে পৱিমাণ যথাক্ৰমে ২ কোটি ৩১ লাখ ৯৪ হাজাৰ ৪১১ মিলিয়ন ডলাৰ (চীন) ও ১ কোটি ৯৪ লাখ ১৭ হাজাৰ ১৪৪ মিলিয়ন ডলাৰ। ফলে বিশ্বেৰ অৰ্থনৈতিক পৱিষ্ঠ প্ৰাণীতি দুটি দেশেৰ এমন বাণিজ্য যুদ্ধেৰ কাৰণে বিশ্বেৰ বাজাৰ ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে উঠাৰ আশক্ষা প্ৰকাশ কৰছেন অৰ্থনৈতিক বিশ্বেকৰণ। এইই মধ্যে চীনা পদক্ষেপেৰ পৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ও জাপানেৰ শেয়াৰ বাজাৰ কিছুটা হোচ্ট থেকেছে। দুই দেশেৰ বাণিজ্য যুদ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ ভোজাদেৰ দুৰ্ভোগে ফেলবে বলে আশক্ষা কৰছেন অৰ্থনীতিবিদৰা, এতে যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ ক্ষেত্ৰে চড়া দামে পণ্য কিনতে বাধ্য হবে।

নতুন কৰে পাৰমাণবিক প্ৰতিযোগিতাৰ আশক্ষা : ট্ৰাম্পেৰ আৱণও একটি সিদ্ধান্ত বিশ্বেৰ পাৰমাণবিক অন্তৰ প্ৰতিযোগিতাকে উসকে দিতে পাৱে, ট্ৰাম্প প্ৰাসান সম্প্ৰতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাৰা ছোট আকাৱেৰ পাৰমাণবিক বোমা তৈৰি কৰবে। আকাৱে ছোট ও কম ক্ষমতাসম্পন্ন পাৰমাণবিক বোমাৰ শক্তি থাকে ২০ কিলোটনেৰ মতো। যদিও এ বোমাৰ ক্ৰসাকাতক ক্ষমতা ভয়াবহ।

স্পষ্টই পৱিষ্ঠক্ষণগুলো তাদেৱ নিজ নিজ স্বার্থেৰ কাৰণে পৱিষ্ঠপৰিবোধী একটি অবস্থান নিয়েছে। স্নায়ুদুৰ্দল অবসানেৰ পৰ একটি অভিযান আমাৰা পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আবাৰ উভেজনা বাড়ছে বিশ্বেৰ পৱিষ্ঠক্ষণগুলোৰ স্বার্থেৰ কাৰণে। এই উভেজনা বিশ্বেকে আবাৰও বিভক্ত কৰে ফেলতে পাৱে। আবাৰো শুৰু হতে পাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৱেৰ রাজনীতি। আৱ এই রাজনীতিই জন্য দিতে পাৱে বিতীয় স্নায়ুদুৰ্দলেৰ।



অভিবাসন নীতি নিয়ে দারুণ সমালোচনায় পদ্ধেছে যুক্তরাজ্য। অবৈধ অভিবাসীরা যাতে যুক্তরাজ্যে বসবাস করতে না পারেন এবং যারা কঠিলেন তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে বিতর্কিত কিছু নিয়ম করেছিলেন।

তাঁর চালু করা অভিবাসন নীতির মূল লক্ষ্যই ছিল অবৈধেদের জন্য বৈবৰ্ষ সৃষ্টি করা। থেরেসা মের ওই সব বিতর্কিত নিয়মের কারণে যুক্তরাজ্যে দশকের পর দশক ধরে বসবাস করছেন, এমন অনেকেই অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত হন এবং চরম ভোগান্তিপে পড়েন। এ নিয়ে অভিবাসীদের মধ্যে দিন দিন ক্ষেত্র বাড়ছে। এরই মধ্যে অবৈধ অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিয়ে তৈরি সমালোচনার মধ্যে পড়েন সদূ বিদ্যুতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আধার রাঢ়।

উইকেড সমালোচনার কী: ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে পার্ডি দেওয়া অভিবাসীদের অবৈধ বা উইকেড জেনারেশন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওই সময়ে ক্যারিয়ার অঞ্চল থেকে অনেক অভিবাসী যুক্তরাজ্যে আসেন। ১৯৪৮ সালের ২২ জুন যুক্তরাজ্যের এসেক্সের কাউন্টিতে অবস্থিত টিলবারি বন্দরে 'এমভি এস্প্যার উইকেড' নামে একটি জাহাজ নেঙের করে। এ জাহাজে করে ৪৯২ জন অভিবাসী এসেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিল উর্বেখোগ্য সংখ্যক শিশু-কিশোর। শুধু ক্যারিয়ার অঞ্চল নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-প্রবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্য শ্রমিক-স্কট মোকাবিলায় কর্মনওয়েলথভুক্ত ভিত্তি দেশ থেকে লোকজন তখন যুক্তরাজ্যে আসে। সে সময়ে তাদের আনুষ্ঠানিক কোনো কাগজ পত্রের প্রয়োজন হতো না। বিবিসিতে প্রকাশিত পরিস্থিতি পরিস্থিতি অন্যথায়, ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত কর্মনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো থেকে ৫৭ হাজার অভিবাসীর আগমন ঘটে। যার মধ্যে ছিল ১৫ হাজার জ্যামাইকান এবং ১৩ হাজার তারতীয়। বাকি ২১ হাজার অভিবাসী এসেছিল তৎকালীন পাকিস্তান (বালাদেশসহ), কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। দশকের পর দশক ধরে এসব অভিবাসী যুক্তরাজ্যের বৈধ নাগরিক হিসেবে বসবাস এবং সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা তোল করছিলেন।

বর্তমান ক্ষমতাসীমান কর্মজারভেটিভ সরকার ২০১২ সালে অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাজ্য থেকে বিতাড়নের লক্ষ্যে অভিবাসন আইনে নজরবিহীন কঢ়াকড়ি আরোপ করে। ওই আইনে বাড়ি ভাড়া, ব্যাংক হিসাবের খোলা চিকিৎসা এবং সরকারি সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে অভিবাসনের বৈধতা যাচাই বাধ্যতামূলক করে ফলে যারা কখনো যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্বের আবেদন করেননি কিংবা বৈধতার কোনো কাগজপত্র রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি, তাঁরা মহাবিপ্লবে পড়েন। অভিবাসন বিভাগে প্রতিকার চাইতে গিয়েও পার্নি, কারণ তাঁরা যুক্তরাজ্যে আগমণের কোনো

বৈধ প্রমাণ দেখাতে পারছেন না। অভিবাসন বিভাগ অনেকে যুক্তরাজ্য থেকে বিতাড়নের হমকি দিয়ে চিঠি দেয়। ভুক্তভোগী এই মানুষের মধ্যে বাংলাদেশিও আছেন। উইকেড কেলেক্ষারিতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রায় হাজার হাজার জ্যামাইকান বংশোদ্ধৃত বাসিন্দা দেশটিতে বসবাস ও কাজের অধিকারের ব্যাপারে প্রায়াল নথির অভাবে বলপূর্বক নির্বাসনের ঝুঁকিতে রয়েছেন। কেননা এসব অভিবাসীরা নতুন কঠোর অভিবাসী আইনের আগে দেশটিতে পার্ডি দেন। ওই আইনে কর্মনওয়েলথ ভূক্ত দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য ও যুক্তরাজ্যের অভিবাসী হয়ে আসার বিষয়টি কঠিন করা হয়। যুক্তরাজ্যে ২০১০ সালে কর্মজারভেটিভ দল ক্ষমতায় আসে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। তার সময়ে অভিবাসন নিয়ে বিতর্কিত কঠোর সব নিয়ম চালু হয়। এতে দশকের পর দশক ধরে সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিলেন-এমন অনেকেই বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। বিতর্কিত অভিবাসন নীতির কঠোর সব নিয়ম চালু হয়। এতে দশকের পর দশক ধরে সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিলেন-এমন অনেকেই বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। বিতর্কিত অভিবাসন নীতির কারণে অনেকে বেশ দুর্ভোগের শিকার হয়। অক্রোহণে উইনিভাসিটি ভিত্তিক বিটিশ অভিবাসন পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, কর্মনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে বসবাসকারী প্রায় ৫৭ হাজার মানুষ ১৯৭০ সাল বা তারও আগে থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছে; যাদের বিটিশ জাতীয়তার নথি নেই। থেরেসা সরকার এসব অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী, আগমণী কয়েক বছরে ১০ শতাংশের বেশি অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাজ্য থেকে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এটি ফাঁস হওয়ার জোরে ব্যাপক সমালোচনার মুঠে ২৯ এপ্রিল রাতে পদত্যাগে বাধ্য হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাধার রাঢ়। নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান পাকিস্তানি বংশোদ্ধৃত অভিবাসী পরিবারের স্বতন্ত্র সাজিদ জাভিদ। অবৈধ অভিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ব্যোপাতি পরিচিত পায় উইকেড কেলেক্ষার 'নামে'। হঠাৎ কেন সাজিদকে নিয়োগ: শুধু প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ধৃতই নয়, এই প্রথম কোনও মুসলিম ব্রিটেনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যুক্তরাজ্যের দায়িত্ব পেলেন। সাজিদ জাভিদের এমন নিয়োগ তাই বিশ্ব তৈরি করেছে। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ধৃত বিটিশ এমপি জাভিদের এমন নিয়োগকে প্রধানমন্ত্রীর নতুন কোশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। উইকেড কেলেক্ষার ঘটনা থেকে বাঁচতে দ্বিতীয় প্রজন্মের এই অভিবাসী রাজনীতিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এমন কথাও বলা হচ্ছে। সাজিদ জাভিদের বাবা বাবু নিজ দেশে ফেরত গেছেন, তাঁরও চাইলে বিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে আবার আসতে পারবেন। এজন্য ইংরেজি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা বা আবেদন ফি কিছুই দিতে হবে না। সাজিদ জাভিদ দায়িত্ব দেওয়ার পর যুক্তরাজ্যের অভিবাসী বিতর্ক সমাধানের চেষ্টারও আশ্বস দিয়েছেন। তবে সময়ই বলে দেবে তিনি কর্তৃত সফল।

সরকার ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই যুক্তরাজ্যের অভিবাসী বিতর্ক সমাধানের চেষ্টার আগ্রাম দিয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ধৃত এই বিটিশমন্ত্রী। ৪৮ বছর বয়সী সাবেক ব্যবসায়ী এই রাজনীতিক ২০১০ সাল থেকে ক্রমশ গ্রোভ থেকে কর্মজারভেটিভ পার্টির এমপির দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর সাজিদ জাভিদ বলেন, 'স্বচেয়ে জরুরি কাজ হলো ক্যারিয়ারিয়ান থেকে আসা তথ্যাবলী বিতর্ক উইকেড প্রজন্মের বিটিশ নাগরিকদের সাহায্য করা। তাদের সঙ্গে যাতে শিষ্টাচার ও সততার সঙ্গে আচরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা দরকার। কারণ এটাই তাদের প্রাপ। পর্যালোচনা শুরু, বিতর্কিত দুই বিষয়ে বাদ: উইকেড কেলেক্ষার জেব ধরে ইতিমধ্যে অবৈধ অভিবাসী বিতাড়নের পোপন লক্ষ্য ও বাদ দিয়েছে সরকার। অভিবাসন কেলেক্ষারিত কর্তৃত করেছে যুক্তরাজ্যের পর্যালোচনা শুরু করেছে যুক্তরাজ্যের প্রয়োগ পর্যালোচনায়। কথিত উইকেড কেলেক্ষারিত ঘটনায় সমালোচনার মুখ্য বিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এ পর্যালোচনার ঘোষণা দেন। এছাড়া অভিবাসন নিয়মের বিতর্কিত বিষয়গুলো গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে যুক্তরাজ্য। অভিবাসন নীতির দুটি বিতর্কিত বিষয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জাভিদ বলেছেন, অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাংক হিসাব বক্স করার যে নিয়ম চালু করা হয়েছিল, সেটি স্থগিত করা হয়েছে। চলতি বছরের জনযুয়ারি থেকে চালু হওয়া ওই নিয়মের কারণে অভিবাসন বিভাগের প্রদান করা তালিকা দেখে অবৈধ ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব বক্স করতে হতো ব্যাংকগুলোকে। এছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ (এনএইচএস) এবং অভিবাসন বিভাগের (হোম অফিস) মধ্যকার বিতর্কিত চুক্তিটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। উইকেড কেলেক্ষারিত পর ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল সময়ে যুক্তরাজ্যে পার্ডি জাভিদের দুটি বিতর্কিত পুরোপুরি বিষয়ে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেয় থেরেসা মের সরকার। অন্যদিকে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিস জনসন দাবি তুলেছেন, যুক্তরাজ্যে ন্যূনতম ১০ বছর ধরে বসবাস করছেন-এমন অবৈধ অভিবাসীদের পরিস্থিতে তাড়িয়ে দেওয়ার এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ব্যোপাতি পরিচিত পায় উইকেড কেলেক্ষার 'নামে'। হঠাৎ কেন সাজিদকে নিয়োগ: শুধু প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ধৃতই নয়, এই প্রথম কোনও মুসলিম ব্রিটেনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যুক্তরাজ্যের দায়িত্ব পেলেন। সাজিদ জাভিদের এমন নিয়োগ তাই বিশ্ব তৈরি করেছে। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ধৃত বিটিশ এমপি জাভিদের এমন নিয়োগকে প্রধানমন্ত্রীর নতুন কোশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। উইকেড কেলেক্ষার ঘটনা থেকে বাঁচতে দ্বিতীয় প্রজন্মের এই অভিবাসী রাজনীতিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এমন কথাও বলা হচ্ছে। সাজিদ জাভিদের বাবা বাবু নিজ দেশে ফেরত গেছেন, তাঁরও চাইলে বিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে আবার আসতে পারবেন। এজন্য ইংরেজি দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা বা আবেদন ফি কিছুই দিতে হবে না। সাজিদ জাভিদ দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যের অভিবাসী বিতর্ক সমাধানের চেষ্টারও আশ্বস দিয়েছেন। তবে সময়ই বলে দেবে তিনি কর্তৃত সফল।



কোরিয় উপদ্বিপের রাজনীতি কোন পথে

— মো: মোশারেফ হোসেন (সেক্রেটারি কর্মকর্তা ও সমাজসেবক)

২০১৮ সালের ২৭ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন মিলিত হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের সঙ্গে।

এটা তৃতীয় শীর্ষ বৈঠক। ২৭ এপ্রিল দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যকার বৈঠকে একটা সভামন সামনে চলে দেশেছে; আর তা হচ্ছে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ। এই একত্রীকরণ কর্তৃতু সভু আদৌ সভার কি না কিংবা কী প্রক্রিয়া এই একত্রীকরণ সভুর হবে— এসব নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, যখন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের মুখ থেকে বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে। দুই কোরিয়ার শীর্ষ বৈঠকের পর কিম জং উনের বজ্রয় ছাপা হয়েছে এভাবে— তিনি চান দুই কোরিয়া একত্রিত হোক। ২০০০ সালের ১২ জুন দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রথমবারের মতে একটি শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

কোরিয়া বিভক্তকারী অসামরিক প্রাম পানমন্ডলে সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম দাই জং মিলিত হয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম জং ইলের সঙ্গে। এ অঞ্চলে গেল ৫৩ বছরের রাজনীতিতে ওই ঘটনা ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর আগে আর দুই কোরিয়ার নেতারা কোনো শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হননি। ২০০৭ সালের অক্টোবরে দুই কোরিয়ার মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট রোহ মু হিউম ২ অক্টোবর উত্তর কোরিয়া যান এবং সেখানকার প্রেসিডেন্ট কিম জং ইলের (বর্তমানে প্রায়ত) সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক করেন। এটা ছিল দুই কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে দ্বিতীয় শীর্ষ বৈঠক।

স্বায়ুদ্ধপ্রবর্তী বিখ্যবস্থা ও দুই জার্মানির একত্রীকরণের (১৯৯০) পর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি এখন কোরিয় উপদ্বিপের দিকে। সেই থেকে দুই তাঙ কোরিয়ার পনরেকটীকরণের স্বত্ত্বান্বাদ দেখছেন অনেকে। বিশে একত্রীকরণের ইতিহাস: সমসাময়িক বিশ্বাজনীতিতে দুটি দেশের কথা বলা যায়, যেখানে দেশ দুইটি একত্রিত হয়েছে। ইয়েমেন ও জার্মানির একত্রীকরণ আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত ইয়েমেন ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন। ১৯৭৮ সালে দেশ দুইটি একত্রিত হয়। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি।

ভাগ হয়ে গিয়েছিল— পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানি ছিল সমাজতাত্ত্বিক, আর পশ্চিম জার্মানি ছিল পঞ্জিবাদী সমাজব্যবস্থা। ৯ নভেম্বর (১৯৮৯) বালিম দেয়ালের পতনের মধ্য দিয়ে দুই জার্মানির একত্রীকরণের পথ সম্পন্ন হয়েছিল। আর একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এখন বাকি রইল কোরিয়া। কিন্তু তা কী সভুর হবে? দুই কোরিয়ার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

কোরিয়া বিভক্তির ইতিহাস: কোরিয়া একটি বিভক্ত সমাজ। দুই কোরিয়ায় দুই ধরনের

সমাজব্যবস্থা রয়েছে। একসময় যুক্ত কোরিয়া চীন ও জাপানের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী কোরিয়ার তুকে পড়ে ও জাপানি সেন্যাটের আসমণ্পো বাধ্য করার জন্য কোরিয়াত কারণে কোরিয়াকে দুই ভাগ করে। এক অংশে মার্কিন বাহিনী, অন্য অংশে সোভিয়েত বাহিনী অবস্থান নেয়। সোভিয়েত বাহিনীর উপদ্বিপের আন্দেকটা এ রকম যে, কোরিয় উপদ্বিপের শাস্তির চেয়ে সবাই বরং তা নিয়ে থেলছে। কিন্তু এটাও তাদের মানতে হচ্ছে যে চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে হচ্ছে দেশীয় আলোচনা। অনিয়ন্ত্রিত এই উদ্যোগের কার্যকরিতা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়েদের মনোভাব অনেকটা এ রকম যে, কোরিয় উপদ্বিপের শাস্তির চেয়ে সবাই বরং তা নিয়ে থেলছে।

কিন্তু এই উদ্যোগের ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ ছাড়া এই উপদ্বিপে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত ও এক হওয়ার কোনো উদ্যোগের সূচনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই অঞ্চলের বর্তমান জিল রাজনৈতিক পরিষ্ঠিতিতে সবগুলো দেশ একসঙ্গে কোরিয় উপদ্বিপের একত্রীকরণের ব্যাপারে ‘আন্ত’ হয়ে উঠবে, এমন আশা করা কঠিন।

‘কোরিয় উপদ্বিপের একত্রীকরণ’ আপাতত একটি শব্দের নাম। দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার এই শব্দকে নিজের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করেছেন।

বিশে উত্তেজনা বাড়ছে। নতুন করে স্বায়ুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কোরিয় উপদ্বিপ হচ্ছে এমন একটি জায়গা, যেখানে পারমাণবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। এক্ষেত্রে কিম জং উনের ২৭ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের সঙ্গে বৈঠকে এখনে উত্তেজনা হচ্ছে। কোরিয় উপদ্বিপের একটি যুদ্ধ চাইছে না। কারণ কোরিয় উপদ্বিপে একটি যুদ্ধ কারো জন্মাই কেনো সুবিধা আনবে না। উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতান্বোধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বেধে গেলে ক্ষমতার অসমন নতুবড়ে হয়ে যেতে পারে।

উত্তেজনাকর মুহূর্তে একটি ভুল বোাৰুৰি থেকেই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে অনেকে আশংকা করছেন, যুক্তরাষ্ট্র আর উত্তর কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হলে তা আরো বড় আকারে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে তা উত্তর কোরিয়ার জন্য হবে আঘাতী। আবার ঠিক এই কারণেই তড়িঢ়ি পারমাণবিক অঞ্চের মালিক হতে চাইছে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। কারণ আর যাই হোক, তিনি লিবিয়ার গাদাফি বা ইরাকের সাদাম হোসেনের ভাগ্য বরণ করেন তান না। আবার যুক্তরাষ্ট্রে সহজে উত্তর কোরিয়ায় হামলা চালাবে না। কারণ তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

যদে অনেক প্রাণহানি ঘটবে, বিশেষ করে সাধীরণ আমেরিকান আর সৈনিকদের। সর্বোপরি, ওয়াশিংটন এমন কোনো ঝুঁকিতে যেতে চায় না, যার ফলে আমেরিকান ভূখণ্ডে কোন পারমাণবিক হামলা হতে পারে। সর্বশেষ তথ্য মতে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ১২ জুনের বৈঠক বাতিল হয়েছে। যা দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ শব্দকে কঠিন করে তুলবে।

সালে প্রচও খরার মুখোয়াখী হয়। উত্তর কোরিয়ার পাবলিক সিকিউরিটি মিনিস্ট্রির তথ্যবায়ারী প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। দেশজড়ে অনাহার সত্ত্বেও উত্তর কোরিয়া মোট ছয়বার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে। বর্তমানে দেশটিতে ৬ খেকে ৮টি পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়।

দুই কোরিয়ার এক হওয়ার স্বপ্ন: কোরিয় উপদ্বিপ নিয়ে উত্তেখ্যোগ্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ হচ্ছে দুই কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে হচ্ছে দেশীয় আলোচনা। অনিয়ন্ত্রিত এই উদ্যোগের কার্যকরিতা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়েদের মনোভাব অনেকটা এ রকম যে, কোরিয় উপদ্বিপের শাস্তির চেয়ে সবাই বরং তা নিয়ে থেলছে।

কিন্তু এটাও তাদের মানতে হচ্ছে যে চীন, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক উদ্যোগে ছাড়া এই উপদ্বিপে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত ও এক হওয়ার কোনো উদ্যোগের সূচনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই অঞ্চলের বর্তমান জিল রাজনৈতিক পরিষ্ঠিতিতে সবগুলো দেশ একসঙ্গে কোরিয় উপদ্বিপের একত্রীকরণের ব্যাপারে ‘আন্ত’ আন্তে কাঠিন।

কোরিয় উপদ্বিপের একত্রীকরণ আপাতত একটি শব্দের নাম। দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার এই শব্দকে নিজের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করেছেন।

বিশে উত্তেজনা বাড়ছে। নতুন করে স্বায়ুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কোরিয় উপদ্বিপ হচ্ছে এমন একটি জায়গা, যেখানে পারমাণবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। এক্ষেত্রে কিম জং উনের ২৭ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইনের সঙ্গে বৈঠকে এখনে উত্তেজনা হচ্ছে। কোরিয় উপদ্বিপের একটি যুদ্ধ চাইছে না। কারণ কোরিয় উপদ্বিপে একটি যুদ্ধ কারো জন্মাই কেনো সুবিধা আনবে না। উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতান্বোধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি যুদ্ধ বেধে গেলে ক্ষমতার অসমন নতুবড়ে হয়ে যেতে পারে।

উত্তেজনাকর মুহূর্তে একটি ভুল বোাৰুৰি থেকেই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে অনেকে আশংকা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রে আর উত্তর কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হলে তা আরো বড় আকারে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে তা উত্তর কোরিয়ার জন্য হবে আঘাতী। আবার ঠিক এই কারণেই তড়িঢ়ি পারমাণবিক অঞ্চের মালিক হতে চাইছে উত্তর কোরিয়ার মুন জায়ে ইনের সঙ্গে বৈঠকে এখনে উত্তেজনা হচ্ছে। কোরিয় উপদ্বিপের একটি যুদ্ধ চাইছে না। কারণ তাহলে তা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

যদে অনেক প্রাণহানি ঘটবে, বিশেষ করে সাধীরণ আমেরিকান আর সৈনিকদের। সর্বোপরি, ওয়াশিংটন এমন কোনো ঝুঁকিতে যেতে চায় না, যার ফলে আমেরিকান ভূখণ্ডে কোন পারমাণবিক হামলা হতে পারে। সর্বশেষ তথ্য মতে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের ১২ জুনের বৈঠক বাতিল হয়েছে। যা দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ শব্দকে কঠিন করে তুলবে।

ওয়াশিংটন এমন অস্ত্র বৃহৎ রাণুকারক দেশের দেশে পরিগত হয়েছিল। রাণুক নির্ভর দেশটি ২০০৯ সালে অষ্টম বৃহৎ রাণুকারক দেশের বিভক্তি কঠিন করেছে। উত্তর কোরিয়ায় ১৯৯৫



বাজেট হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের আগামী এক বছরের বিস্তারিত নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা। আগামী বছরের রাষ্ট্র কী করতে চায়, সেগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা। একই সঙ্গে বিদ্যমান বছরে কী করল, জনগণের কাছ থেকে কত টাকা নিল, কত টাকা কোথায় খরচ করল তার হিসাব জনগণের সামনে তুলে ধরে। বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের সময়কাল হচ্ছে একটি অর্থবছর, যা একটি বছরের ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের সংবিধানে অবশ্য বাজেট শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। এর পরিবর্তে সমরূপ শব্দ 'বার্ষিক আর্থিক বিবরণী' ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট অর্থবৎসরের জন্য প্রাক্তিত সরকারের প্রাণি ও ব্যবস্থাদেখানে হচ্ছে।

কেমন করে এলো: ফরাসি শব্দ Boudgette থেকে বাজেট Budget শব্দের উৎপত্তি। বাজেট ইংরেজী

শব্দ যার বৃৎপত্তি অর্থ 'থলে' বা ইংরেজীতে Bag। অতীতে থলেতে তরে এটি আইন সভা বা সংসদে আনা হতো বলে এই দলিলটি বাজেট নামে অভিহিত হয়ে আসছে। প্রিস্টপুর ৩৫০ বছর আগে প্রিসের রাজধানী এথেনে প্রথম শাস্ত্রের প্রার্থিতাবিদ রূপ দেন প্রথ্যাত দার্শনিক প্রেটো। তিনিই প্রথম পেচিমা দেশগুলোর আধুনিক সভ্যতার গোড়াপতন করেন। তিনিই গণিতশাস্ত্রের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে বাজেট উপস্থাপন। থলে বা ব্যাগের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা হতো বলে এর নামকরণ করা হয় বাজেট। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হরিকেল নামে এক ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। সেই মুদ্রায় বাজেটের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে বাজেট উপস্থাপন। থলে বা ব্যাগের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করা হতো বলে এর নামকরণ করা হয় বাজেট। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হরিকেল নামে এক ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। সেই মুদ্রায় বাজেটের হিসাব-নিকাশ হতো। মোগল আমলে এটি আরও প্রার্থিতাবিদ রূপ নেয়। আধুনিক যুগের বাজেট ধারণাটি আসে যুক্তরাজ থেকে। ১৭৩০ সালে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী তৎকালীন কমিস সভায় বাজেট উপস্থাপন করেন। ভারতবর্ষে বাজেটের প্রচলন করেন ইংরেজ অর্থনৈতিবিদ স্যার জেমস টেইলসন।

বাংলাদেশের বাজেট ইতিহাস: দেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ (৩০ জুন ১৯৭২)। দেশের একমাত্র অস্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ করা হয় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে। সেটি পেশ করেন তৎকালীন তত্ত্ববাদীক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। প্রথম কোনো রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিয়াউর রাহমান বাজেট পেশ করেন ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আমলে বাজেট পেশ করা হয় সতত। সামরিক সরকারের আমলে বাজেট পেশ করা হয় আটটি। তত্ত্ববাদীক

সরকারের আমলে বাজেট দেওয়া হয় তিনটি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকারের সময় ১৪ জন অর্থমন্ত্রী, উপদেষ্টা অথবা সামরিক আইন প্রশাসক ৪৬ বার বাজেট উপস্থাপন করেছেন। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবুল মুহিত এ নিয়ে ১১ বার বাজেট উপস্থাপন করলেন। আর জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আমলে মোট তিন দফায় ১২ বার বাজেট উপস্থাপন করে সর্বোচ্চ বাজেট দেওয়ার রেকর্ড এখনো প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের। স্বাক্ষর কিংবা প্রতিক্রিয়া প্রয়োগে বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করে। ওই বৈঠক থেকেই মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে নতুন বাজেটের বিষয়ে প্রস্তাব চাওয়া হয়। এ ধরনের আলাদা বৈঠক করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও এনবিআর। সবকিছু সম্বয় করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এসব প্রস্তাব সংগঠনগুলো আসা শুরু হলে তারা এগুলো সম্বয় করে কাজ শুরু করে। মার্চ থেকে এ কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি পর্যায়ের পার্শ্বাপর্শ বিসেরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করে। এ প্রক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী গণমাধ্যম, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান, এনজিও, অর্থনৈতিবিদ, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরে সঙ্গে বৈঠক করেন। এনবিআরও একই ধরনের বৈঠক করেন। বিভিন্ন সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে তাদের কাছ থেকে কর কাঠামোর প্রস্তাবনা নেন। এগুলোর মধ্যে এসব বৈঠক ও প্রস্তাবনার কাজ শেষ হয়ে যায়। পরে এগুলো পর্যালোচনা করে কিছু প্রস্তাব সংযোজন ও বিবেজন করা হয়। বাজেট কাঠামোর বড় অংশই সম্প্রসাৰণ করা হয় সম্পদ কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে। অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ প্রক্রিয়ার পরিপন্থ সদস্য সরকারের শুরুদ্বৰ্ধে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সদস্য চৰিত ও শীর্ষ কর্মকর্তারা রয়েছেন। এগুলোর শুরুতেই এ কমিটির বৈঠক হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ কমিটির কিছু সদস্য বৈঠক করে বাজেট কাঠামো চূড়ান্ত করেন। বাজেট প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজটি শুরু হয় মে থেকে। ওই সময়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করা হয়। এ পর্যায়ের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার, প্রবন্ধিত হার, মূলক্ষীতির হার, বার্ষিক উৎপন্ন কর্মসূচির আকার এগুলো নির্ধারিত হয়ে যায়। ওই সময়েই অর্থমন্ত্রীর বাজেট বৃক্ষাত্মক কাজ তৈরি হয়। এর প্রথম অংশটি করে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং দ্বিতীয় অংশটি করে এনবিআর। প্রথম অংশের বাজেট বৃক্ষাত্মক তৈরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো সম্বয় করে অর্থ মন্ত্রণালয়। আর দ্বিতীয় অংশটুকু করে এনবিআর। তবে সবকিছুর দিকনির্দেশনা নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। মে'র মধ্যে বাজেটের সব কাজ চূড়ান্ত হয়ে যায়। বাজেট পেশের ১-২ দিন আগে ছাপানোর জন্য সরকারি প্রেসে যায়। অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করার আগে সংসদেই মন্ত্রিপরিষদের একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে বাজেট অনুমোদন করা হয়। পরে সংসদে তা উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী। সংসদে প্রস্তাবিত আকারে বাজেট পেশ করা হয়। এরপর থেকে চলে আলোচনা। দীর্ঘ প্রায় তিন সপ্তাহ অলোচনার পর এটি সংসদে পাস করা হয়। তখন এটি হয় চূড়ান্ত বাজেট। যা প্রতিবছর ৩০ জুন পাস করা হয়। ১ জুলাই থেকে নতুন অর্থবছরে এ বাজেট কার্যকর হয়।



জাতিসংঘে নিযুক্ত কৃশ রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বলেন, 'হামলা করার জন্য সিরিয়ার হাতে কোনো রাসায়নিক অস্ত্র নেই। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছি, সিরিয়া সরকারের অনুরোধে দেশটিতে সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। মিথ্যা অভিযোগে সেখানে সামরিক হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্রকে মারাত্মক পরিণতির মুখে পড়তে হবে।' সিরিয়ার পরিস্থিতিকে খুবই বিপজ্জনক অ্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আঙর্জাতিক শাস্তিকে ঝুঁকির মুখে ফেলার দায় বহন করতে হবে ওয়াশিংটনকে। নেবেনজিয়ার আগে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রধানও সিরিয়া হামলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেছিলেন, কৃশ স্থাপনা ও সেনাদল হ্যামকির মুখে পড়লে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেপণাত্মকগুলো ভ্ল্যাটিত করা হবে এবং যেসব স্থাপনা থেকে ক্ষেপণাত্ম নিষ্কেপ করা হবে, তাও উঁচিয়ে দেয়া হবে।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুমায় রাসায়নিক হামলার অভিযোগ এনে প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদের প্রতি সমর্থন দেয়ার রাশিয়া ও ইরানের সমালোচনা করেছেন। তিনি দুয়া শরের কথিত রাসায়নিক অস্ত্রের হামলার জবাবে দ্রুত, জোরালো পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিক্রিতি দিয়েছেন। সিরিয়ার ক্ষেপণাত্ম হামলার হ্যামকি দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক টুইটে লেখেন, সিরিয়ার কোনো ক্ষেপণাত্ম হামলা হলে রাশিয়া তা ভ্ল্যাটিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং রাশিয়া প্রস্তুত থাকো। কারণ আরও সুন্দর এবং স্মার্ট ক্ষেপণাত্ম তোমাদের (সিরিয়া) দিক আসছে।

ট্রাম্পের এই টুইটের প্রতিক্রিয়ায় মক্ষে বলেছে, ওয়াশিংটন ক্ষেপণাত্ম হামলা চালালে রাসায়নিক হামলার যে অভিযোগ উঠেছে, তার প্রমাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর আগে সিরিয়ার কোনো ক্ষেপণাত্ম হামলা হলে রাশিয়া তা ভ্ল্যাটিত করার হিংশিয়ারি দেয়।

জাতিসংঘে দুই পরাশক্তির মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যে ইরাক সীমান্তবর্তী সিরিয়ার আকাশশীমায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোটের যুবরিমান উড়তে দেখা গেছে। এর আগে ২০১৭ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার একটি বিমান ঘাঁটিতে টমাহক ক্রজ ক্ষেপণাত্ম নিষ্কেপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এতে বেশ কয়েকটি যুক্তরিম, সরঞ্জামসহ বিমান ঘাঁটিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক হামলার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ওই পদক্ষেপ নিয়েছিল। আসাদ ভবিষ্যতে যাতে আর তার নিজের জনগণের ওপর রাসায়নিক হামলা না চালান, সেই বার্তা দেয়াই ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের লক্ষ্য। এক বছরের মাথায় ফের আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক হামলার অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন যুক্তরাজ্যের: অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিরিয়ার সামরিক পদক্ষেপে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচে তার মিত্র দেশগুলোও। ইতিমধ্যে সিরিয়ায় আগ্রাসন চালানোর জন্য মন্ত্রিসভার সমর্থন আদায় করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। ওই ঘটনার পর মন্ত্রিসভার বৈঠক করে থেরেসা মে বলেন, সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের ভিষ্ণব ব্যবহার ঠেকাতে বাশার আল-আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহা নেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তার সরকার একমত। এ বিষয়ে মিডিশেশগুলোর যে কোনো পদক্ষেপে ভূমিকা রাখবে যুক্তরাজ্য।

তবে বিরোধী দল লেবার পার্টি ও সরকারদলীয় বেশ কয়েকজন এমপি সিরিয়া হামলার বিষয়ে সংসদে ভোটাত্ত্বৰ মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানান। লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন বলেন, 'আরও বোমা হামলার অর্থ হবে আরও মানুষ হত্যা। যুদ্ধের প্রসার মানুষের জীবন বাঁচাবে না। এটা আরও মানুষের জীবন কেড়ে নেবে। চলমান সংঘাতকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে।' যুক্তবিবেধী করবিন আরও বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত। সবক্ষে বিকল্প হিসেবেই শুধু হামলার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।' ইরাক ও লিবিয়া আক্রমণের অভিযোগ স্থানে বাখার আহ্বান জানান তিনি।

উভেজনা বাঢ়ছেই যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারাগাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ও মক্ষোর মধ্যে সম্পর্কেন্ত্যন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরে কৃশ-মার্কিন সম্পর্ক স্থায়ুমুখী সময়কালের মতোই তলানিতে রয়ে গেছে। বিশেষ করে ওই নির্বাচনে হিলারি ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের অপ্রযোগিত জয়ের পেছনে রাশিয়ার হাত থাকার বিষয়টি নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের তদন্ত চলছে। এ ছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্টও নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সামলাতে হিমশির খাচ্ছেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কেন্ত্যনে ব্যর্থ হয়েছেন। এর মধ্যেই কৃটনীতিক বিহিন্ন নিয়ে শুধু হয় চরম উভেজন।

বিশেষ করে রাশিয়ার সাবেক গোয়েন্দা সেগেই ক্লিপাল ইসুকে কেন্দ্র করে পটিমা দেশগুলোর সঙ্গে নতুন করে রাশিয়ার টানাপোড়েন শুরু হয়। এর আগে ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র আর সেতোয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কয়েক সপ্তাহজুড়ে একে অপরের কর্মকর্তাদেরকে বিতাড়ন করতে থাকে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ৮০ জন রাশিয়ান কৃটনীতিবিদকে বিহিন্ন করেছিলেন, যাদের মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাপীরির অভিযোগ ছিল। এবার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং এর মিডিশেশগুলো ১৩০ জনের বেশি কৃশ কৃটনীতিককে বিহিন্ন করে।

প্রস্তুত, যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব পাওয়া সাবেক কৃশ ওপ্পের সেগেই ক্লিপাল এবং তার মধ্যে ইউলিয়া ক্লিপালের ওপর নার্ড এজেন্ট প্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। গত ৪ মার্চ এই হামলার জন্য রাশিয়াকেই দায়ী করে আসছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ। এই অভিযোগে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কৃশ কৃটনীতিক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬০ কৃশ কৃটনীতিককে বিহিন্নের জবাবে ৬০ মার্কিন কৃটনীতিককে বিহিন্ন করে রাশিয়া। পাশাপাশ বক্ষ করে দেওয়া হয়েছে সেট পিটার্সবার্গে অবস্থিত মার্কিন দ্বীপাবস। সেগেই ক্লিপাল ইসুক কাটতে না কাটতেই সিরিয়া সংকট আঙর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উভাপ ছড়াল।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় মক্ষো মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টির ই-মেইল হ্যাক করেছে বলে অভিযোগ তুল ওয়াশিংটন ৩৫ জন কৃশ কৃটনীতিককে বিহিন্ন করে। এ ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া সম্পর্কের মধ্যে শুরু হয়েছে উভেজন। সেতোয়েত ইউনিয়ন পতনের পর রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কৃটনীতিক সম্পর্ক এতটা তলানিতে কথেনই নামেনি।

এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারিতে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার বিশেষ সামরিক শক্তিধর ১১টি দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করে। যাতে দেখা যায়, বিশেষ শার্শ সামরিক শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্র। আর তার পরই অবস্থান রাশিয়ার। প্রতিবেদন অন্যায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাক রয়েছে ৮ হাজার ৮০০টি, যুক্তবিমান রয়েছে ১৩ হাজার ৪০০টি, আর যুক্তজাহাজ ৪৩০টি। রাশিয়ার ট্যাক যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। দেশটির ট্যাক সংখ্যা ১৫ হাজার ৮০০টি। এ ছাড়া যুক্তবিমান রয়েছে ৩ হাজার ৫০০টি, যুক্তজাহাজ ৩০২টি। সামরিক শক্তি মূল্যান্বয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র, সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের হিসাবে নিয়েছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার। তবে পারমাণবিক অস্ত্রের হিসাব ধৰা হয়নি। সামরিক শক্তির ভিত্তিতে প্রতিবেদন র্যাএকিং করে 'গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'। বিভিন্ন সময় প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, বর্তমানে বিশেষ ১৫ হাজারের বেশি পরামাণু অস্ত্র রয়েছে, যার ৯০ শতাংশিতে আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে। এদের মধ্যে আমেরিকার নিয়ে প্রতিবেদন র্যাএকিং করে 'গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'। এদের মধ্যে আমেরিকার নিয়ে প্রতিবেদন র্যাএকিং করে 'গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার'।

তবে আশা কথা হলো, আর এক মাস পরেই রাশিয়ার বসতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের আসর। ১৪ জুন থেকে রাশিয়ার ১১টি শহরে মাসব্যাপী বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলাগুলো হবে। বিশেষ স্বরচেয়ে আকর্ষণীয় ফুটবলের এই আসরের আয়োজন করার সব ধরনের প্রস্তুত শেষ করেছে কৃশ সরকার। বিশ্বকাপ আয়োজন কোনো হ্যামকির মুখে পড়ুক, এমন কোনো পথে নিয়চয়ই এগোবেন না পুতুল। কাজেই সিরিয়াকে কেন্দ্র করে এই মহুর্তে যুক্তে জড়াবে না রাশিয়া এমনটাই মনে করছে বিশেষকরা।



প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮

পরীক্ষার তারিখ : ১১-৫-২০১৮

পূর্ণমান-৮০

সময় ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট

[দ্রষ্টব্য : উত্তরদাতা প্রতিটি শুন্দি উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ (দশমিক দুই পাঁচ) নম্বর কাটা যাবে।]

১. 'কর্মে যার ক্লাস্টি নাই' বাক্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?
 ① অক্রান্ত ৩) ক্লাস্টিহীন
 ২) অক্রান্তকৰ্ত্তী ৪) অবিশ্বাম
২. Choose the correct sentence
 ১) Airport is busy place.
 ২) The Airport is a busy place.
 ৩) The Airport is busy place
 ৪) Airport is a busy place.
৩. দূটি সংখ্যার ল.স.গু এবং এর গুণফল সংখ্যা দুটির-
 ১) ভাগফলের সমান ৩) গড়ের সমান
 ২) কোনোটিই নয় ৪) গুণফলের সমান
৪. উত্তরা গণভবন কোন জেলায় অবস্থিত?
 ১) বঙ্গড়া ২) রংপুর ৩) রাজশাহী ৪) নাটোর
৫. Choose the word opposite in meaning to the word LIABILITY.
 ১) Property ৩) Treasure
 ২) Debt ৪) Assets
৬. কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির মোট পরিমাণ হবে-
 ১) 210° ২) 300° ৩) 280° ৪) 280°
৭. 'সংশয়'-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
 ১) দ্বিধা ২) ডয় ৩) বিশ্বয় ৪) প্রত্যয়
৮. 'অনীল বাগচীর একদিন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
 ১) হুমায়ুন আহমেদ ২) সেলিনা হোসেন
 ৩) হুমায়ুন আজাদ ৪) সৈয়দ শামসুল হক
৯. কাজী নজরুল ইসলামের বাল্য স্মৃতি বিজয়িত ময়মনসিংহের স্থানটির নাম কী?
 ১) দরিয়াপুর ৩) জগন্মুক্তি
 ২) কামারপুর ৪) গোপালপুর
১০. দহুরাম ছিটমহল বাংলাদেশের নিম্নের কোন জেলায় অবস্থিত?
 ১) লালমনিরহাট ৩) দিনাজপুর
 ২) নীলফামুরী ৪) কুড়িগ্রাম
১১. টাকায় ৫টি মার্বেল বিক্রয় করায় ১২% ক্ষতি হয়। ১০% লাভ করতে হলে টাকায় কয়টি বিক্রয় করতে হবে?
 ১) ৪টি ২) ৩টি ৩) ২টি ৪) কোনোটিই নয়।
- ব্যাখ্যা : $12\% \text{ ক্ষতিতে } \text{বিক্রয়মূল্য} = (100-12) = 88 \text{ টাকা}$
 বিক্রয়মূল্য ৮৮ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
- ১ $\frac{100}{88} \text{ টাকা}$
- ১ $\frac{110}{100} "$
- ১ $\frac{110 \times 100}{88 \times 100} "$
- $= \frac{55}{88} \text{ টাকা}$

১২. $\frac{55}{88} \text{ টাকায় বিক্রি করতে হবে ৫টি}$
 ১ $\frac{5 \times 88}{88} = 40 \text{ (উত্তর)}$
১৩. কুসুমা মসজিদটি কোথায় অবস্থিত?
 ১) নওগাঁ ৩) নাটোর
 ২) ঢাকা ৪) কুমিল্লা
১৪. Which one of the following is an adverb?
 ১) Someone ৩) Somebody
 ২) Someday ৪) Sometime
১৫. Rahim discourages me — borrowing.
 ১) on ৩) from
 ২) in ৪) to
১৬. মুক্তিযুদ্ধ কালীন কোন তারিখে বুংগাঁজীবীদের ওপর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়?
 ১) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ৩) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
 ২) ২৫ মার্চ, ১৯৭১ ৪) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
১৭. $7p^2 - p - 4$ এর একটি উৎপাদক হবে-
 ১) 7p ৩) 8 - 7p
 ২) 7p - 8 ৪) p - 4
১৮. The Tale of 'Two Cities' is written by—
 ১) Thomas Hardy ৩) Charles Dickens
 ২) George Eliot ৪) Jane Susten
১৯. 'ইতর বিশেষ' বাগধারাটির অর্থ কী?
 ১) অতিশয় অভদ্র ৩) অপদার্থ
 ২) পর্যাক্রম ৪) অভদ্র
২০. $x + y = 12$ এবং $x - y = 8$ হলে, xy-এর মান কত?
 ১) 20 ৩) 40
 ২) 60 ৪) 80
- ব্যাখ্যা : $4xy = (x + y)^2 - (x - y)^2$
 বা, $4xy = (12)^2 - (8)^2$
 বা, $4xy = 144 - 64$
 $xy = \frac{80}{4} = 20$
২১. সারাংশে নিচের কোনটির প্রয়োজন নেই?
 ১) প্রাঙ্গলতা ৩) সরলতা
 ২) অলঙ্কার ৪) সংক্ষেপণ
২২. "A child likes sweets only." The negative form of the sentence is —
 ১) A child likes not more sweets.
 ২) A child likes none but sweets.
 ৩) A child likes nothing but sweets.
 ৪) A child like but sweets.

১. ১)	২. ১)	৩. ১)	৪. ১)	৫. ১)	৬. ১)	৭. ১)	৮. ১)	৯. ১)	১০. ১)	১১. ১)	১২. ১)	১৩. ১)	১৪. ১)
১৫. ১)	১৬. ১)	১৭. ১)	১৮. ১)	১৯. ১)	২০. ১)	২১. ১)	২২. ১)						

২৩. The word 'American' is

(ক) noun (খ) adjective

(গ) pronoun (ঘ) both noun and adjective

২৪. সবমোট কত সংখ্যক গাছ হলে একটি বাগানে ৭, ১৪, ২১, ৩৫
ও ৪২ সারিখে গাছ লাগালে একটিও কম বা বেশি হবে না?

(ক) ২১০ (খ) ২২০ (গ) ২৩০ (ঘ) ২৬০

ব্যাখ্যা : ল.স.গ = ২ | ৭, ১৪, ২১, ৩৫, ৪২

| ৭, ৭, ২১, ৩৫, ২১

| ৭, ১, ৩, ৫, ৩

১, ১, ১, ৫, ১

= ২ × ৭ × ৩ × ৫ = ২১০

২৫. Which of the following sentences correct?

- (ক) Which shirt he bought is blue in colour.
 (খ) The shirt which he bought is blue in colour.
 (গ) That shirt which he has bought is blue in colour.
 (ঘ) The shirt that which he bought is blue in colour.

২৬. তারত ও শ্রীলঙ্কাকে পৃথক করেছে কেন প্রণালি?

- (ক) মালাকা প্রণালি (খ) হরমুজ প্রণালি
 (গ) পক প্রণালি (ঘ) জিব্রাল্টার প্রণালি

২৭. $\frac{1}{3}$ এর $\frac{1}{5} \div \frac{1}{9}$ কত?

- (ক) ৫ (খ) ৩
 (গ) ৪ (ঘ) ৬

ব্যাখ্যা : $\frac{1}{3} \text{ এর } \frac{1}{5} \div \frac{1}{9} = \frac{5}{3} \times \frac{1}{9} = \frac{5}{27}$ ২৮. যে পরিমাণ খাদ্যে ২০০ জন লোকের ২০ সংগৃহ চলে, এই
পরিমাণ খাদ্যে কত লোকের ৮ সংগৃহ চলবে?

- (ক) ৪০০ জন (খ) ৬০০ জন (গ) ৩০০ জন (ঘ) ৫০০ জন

ব্যাখ্যা : ২০ সংগৃহ চলে ২০০ জনের

$$\begin{array}{rcl} 1 & 200 \times 20 \\ 8 & \hline 200 \times 20 \end{array}$$

= ৫০০ জনের।

২৯. He is confident — success.

- (ক) to (খ) of (গ) for (ঘ) with

৩০. We could not buy anything because — of
the shops was open.

- (ক) no one (খ) none (গ) nothing (ঘ) All

৩১. Which one of the following is a common
gender?

- (ক) Madam (খ) Teacher (গ) Book (ঘ) Boy

৩২. সংযোগজাপক সর্বনাম কোনটি?

- (ক) কিছু (খ) ক্ষয় (গ) যে (ঘ) তাৰৎ

৩৩. একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ৬০% পরীক্ষার্থী পাস
করেছে। যারা পাস করেনি তাদের ১৫ জন বিদেশে চলে গেল
এবং ৪৫জন ব্যবসা শুরু করল। কতজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায়
অংশগ্রহণ করেছে?

- (ক) ১২০ (খ) ১৫০ (গ) ২০০ (ঘ) ২৫০

ব্যাখ্যা : ৬০% পাশ করেছে

 \therefore ফেল ($100 - 60$) = ৪০%

বিদেশে = ১৫

ব্যবসা = ৪৫

৬০

৮০% = ৬০

$$1\% = \frac{60}{80}$$

$$100\% = \frac{60 \times 100}{80} = 150$$

৩৪. ১০০ জন শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে গড় নম্বর ৭০, এদের মধ্যে ৬০
জন ছাত্রীর গড় নম্বর ৭৫ হলে, ছাত্রদের গড় নম্বর কত?

- (ক) ৫৫.৫ (খ) ৬০.৫ (গ) ৬৫.৫ (ঘ) ৬২.৫

ব্যাখ্যা : ১০০ জনের গড় ৭০

সমষ্টি = $100 \times 70 = 7000$

ছাত্রীর গড় = ৭৫

" সমষ্টি = $75 \times 60 = 4500$ ছাত্রের সমষ্টি = $7000 - 4500 = 2500$

$$\text{এবং গড়} = \frac{2500}{80} = 62.5 \text{ (উচ্চর)}$$

৩৫. মানব দেহের কোথে কত জোড়া ক্রোমোজোম থাকে?

- (ক) ২৩ জোড়া (খ) ২৫ জোড়া
 (গ) ২৪ জোড়া (ঘ) ৩০ জোড়া

৩৬. কোন সংস্থা বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করে থাকে?

- (ক) ইউনিসেফ (UNICEF) (খ) ইউনেস্কো (UNESCO)
 (গ) ডিস্ট্রিউ-এইচও (WHO) (ঘ) ইউএনডিপি (UNDP)

৩৭. কোনটি উত্তরাঞ্চল বাচক শব্দ?

- (ক) মানুষ (খ) টেবিল (গ) দৈন্য (ঘ) প্রিয়

৩৮. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেতাব-

- (ক) বীর উত্তম (খ) বীর প্রতীক
 (গ) বীর প্রের্ণ (ঘ) বীর বিজয়

৩৯. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশ সরকারের কর-বাহির্ভূত রাজ্য?

- (ক) সম্পূর্ণক শব্দ (খ) টোল ও লেভি
 (গ) বাণিজ্য শুল্ক (ঘ) মূল্য সংযোজন কর

৪০. তিঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল-

- (ক) তিব্বতের মানস সরোবর (খ) সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
 (গ) বুসাই পাহাড় (ঘ) হিমালয়ের গান্দেরী হিমবাহ

৪১. 'মনীষা' শব্দের সঠিক সক্রিয় বিজ্ঞেদ কোনটি?

- (ক) মনী + ইসা (খ) মনি + ইষা
 (গ) মনস + ঈষা (ঘ) মনঃ + ঈষা

৪২. CPU-এর পূর্ণরূপ কী?

- (ক) Central Processing Unit
 (খ) Computer Processing Unit
 (গ) Central Power Unit
 (ঘ) Computer Power Unit

৪৩. 'ধীমান' শব্দটির অর্থ কী?

- (ক) বৃক্ষিমান (খ) মিরীহ (গ) শাত্ৰ (ঘ) প্রজ্ঞাবান

৪৪. কোনটি বিশিষ্ট আমলের স্থাপত্য?

- (ক) আসিনা মসজিদ (খ) কার্জন হল
 (গ) লালবাগ কেল্লা (ঘ) জাতীয় সংসদ ভবন

ডেভেলপার

২৩. ক	২৪. ক	২৫. গ	২৬. ক	২৭. ক	২৮. ক	২৯. ক	৩০. ক	৩১. ক	৩২. ক	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. ক	৩৬. ক	
৩৭. ক	৩৮. ন	৩৯. দ	৪০. ক	৪১. ন	৪২. ক	৪৩. ক	৪৪. ক							

89. The chairman and secretary — present at the last meeting.

- ⑨ were ⑩ is ⑪ have ⑫ was

88. $\frac{0.001}{6.1 \times 10^{-4}}$ = কত?

- ক) ০.০১ খ) ০.১ গ) ১.১ ঘ) ০.০০১

$$\text{ব্যাখ্যা : } \frac{0.001}{0.1 \times 0.1} = \frac{0.001}{0.01} = 0.1 \text{ (উত্তর)}$$

- 8d. He said, "I can do the work." The indirect narration is —

- Ⓐ He said that I will do the work.
 - Ⓑ He said that he could do the work.
 - Ⓒ He said that he can do the work.
 - Ⓓ He said that I could do the work.

৫০. একটি বাঁশের $\frac{1}{8}$ অংশ কাদায়, $\frac{3}{5}$ অংশ পানিতে এবং অবশিষ্ট ৩
মিটার পানির উপরে আছে। বাঁশটির দৈর্ঘ্য কত?
 ① ১৫ মিটার ② ১৬ মিটার ③ ১২ মিটার ④ ২০ মিটার

$$\text{ব্যাখ্যা : } \text{কাদায়} = \frac{1}{8}, \text{ পানিতে} = \frac{3}{5}$$

$$\text{কাদা} + \text{পানিতে} = \frac{1}{8} + \frac{3}{5} = \frac{19}{20}$$

$$\text{বাকী অংশ} = 1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$$

$$\text{অশ্বমতে, } \frac{3}{20} \text{ অংশ} = ৩$$

$$1 \text{ অংশ} = \frac{3 \times 20}{12} = 20 \text{ মিটার}$$

- ## ৫২. পিসি কালচাৱ বলতে কি বৰায়?

- | | |
|------------|---|
| କ୍ରମିକ ନାମ | ପାଇଁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାର ତଥା ପାଇଁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାର ଦିନ |
| କ୍ରମିକ ନାମ | ପାଇଁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାର ତଥା ପାଇଁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାର ଦିନ |

42. Which word is correct?

- Ⓐ Achievement Ⓑ Ashievement
Ⓑ Acheivment Ⓒ Achievement

৫৩. স্বাধানতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়াট সেচ্চরে ভাগ করা হয়েছিল?

- କ୍ରୀତିମାନ ପରିମାଣ**

৫৪. ৫০০ টাকার ৪ বছরে সুদ ৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ একত্রে
৫০০ টাকা হলে, সুদের হার কত?

କେ ୬% ଖେ ୧୦% ଗେ ୧୨% ଡେ ୫%
ବ୍ୟାଖ୍ୟା : ୫୦୦ ଟାକାର ୮ ବହରେର ସୁଦ = $500 \times 8 = 2000$ ଟାକା ।

৬০০ টাকার ৫ বছরের সুদ = $600 \times 5 = 3000$ টাকার ১
বছরের সুদ

(২০০০ + ৩০০০) বা ৫০০০ টাকার ১ বছরের সুদ ৫০০ টাকা

„ $\frac{400}{4000}$ „

উত্তরবালা

৬১. What is the meaning of 'White Elephant'?
 ① A very costly and troublesome possession
 ② A precious and rare possession
 ③ An elephant of white colour
 ④ A big elephant

৬২. 'হাতে হাতাতে' বাগধারাটির অর্থ কোনটি?
 ① রোগা ② দরিদ্র ③ হতভাগ্য

④ ক্ষুধার্ত

৬৩. 'বৃক্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি?
 ① শিখরী ② বনানী ③ পাদপ

④ বিটপী

৬৪. 'কপোত' শব্দটির সঠিক অর্থ কোনটি?
 ① কোকিল ② বক ③ ময়র

④ করুত্র

৬৫. একটি কলম ও বইয়ের মূল্য একত্রে ১৫ টাকা। কলমটির মূল্য
 ১৫ টাকা বেশি ও বইটির মূল্য ১৪ টাকা কম হলে বইটির
 মূল্যের দ্বিগুণ হতো। বইটির মূল্য কত?

① কোনোটিই নয় ② ৩৯ টাকা

③ ৪৬ টাকা ④ ৪০ টাকা

ব্যাখ্যা : ধরি, বইয়ের মূল্য = x টাকা

$$\text{কলমের মূল্য} = 15 - x$$

$$\text{প্রশ্নমতে}, 15 - x + 14 = (x - 14) \times 2$$

$$\text{বা}, 110 - x = 2x - 28$$

$$\text{বা}, 2x + x = 110 + 28$$

$$\text{বা}, 3x = 138$$

$$\therefore x = \frac{138}{3} = 46$$

৬৬. নিম্নের কোন দেশটি আফ্রিকা মহাদেশের নয়?
 ① নাইজেরিয়া ② তিউনেশিয়া

③ আলজেরিয়া ④ আলবেনিয়া

৬৭. Which one is correctly spelt?
 ① Dirrohea ② Dирroheя

③ Diarrhoea ④ Dirohea

৬৮. 'যার আগমনের কোন তিথি নেই' তাকে বলা হয় :

① তীর্থ্যাত্মী ② আগস্তুক

③ অতিথি ④ তিথিহীন

৬৯. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ হলে $a - \frac{1}{a}$ = কত?

① 0 ② 1

③ 2 ④ 3

ব্যাখ্যা : $(a - \frac{1}{a})^2$ /বর্গ করে।

$$= a^2 - 2.a.\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$$

$$= \left(a^2 + \frac{1}{a^2} \right) - 2$$

$$= 2 - 2 \text{ [মান বসিয়ে]}$$

$$= 0 \text{ Ans.}$$

৭০. $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{2y}{x}$ হবে?

① $2y^2 - x^2$ ② $\frac{z^2 - 2p^2}{xy}$

③ $\frac{xy}{2z^2 - y^2}$ ④ $\frac{z^2 - y^2}{xy}$

$$\text{ব্যাখ্যা : } \frac{2y}{x} - \frac{x}{y} = \frac{2y^2 - x^2}{xy} \text{ (Ans)}$$

৭১. The antonym of the word 'delete' is—

① discrete ② dull

③ insert ④ contract

৭২. কোনটি সঠিক বানান?

① নিশ্চিথিনী ② নিশ্চিথিনি

③ নিশ্চিথিনী ④ নীশ্চিথিনী

৭৩. 'দিবামাত্রির কাব্য' কার লেখা?

① বন্দে আলী মিয়া ② গোলাম মোস্তফা

③ সুফিয়া কামাল ④ মানিক বন্দোপাধ্যায়

৭৪. Choose the appropriate options to complete the sentences. Today— people who enjoy cricket is bigger than that of thirty years ago.

① a great deal of ② many

③ the number of ④

৭৫. নিম্নের কোন দেশটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট জি-৮ (G-8) এর সদস্য নয়?

① যুক্তরাষ্ট্র ② সুইডেন

③ রাশিয়া ④ জাপান

৭৬. 'লক্ষ প্রদান করিল'-এর চলিত রূপ কোনটি?

① লাক্ষ প্রদান করল ② লাক্ষ দিল

③ লক্ষ দিল ④ লক্ষ প্রদান করল

৭৭. কোন বানানটি সঠিক?

① ষান্মাসিক ② সান্মাসিক

③ সান্মাসিক ④ ষান্মাসিক

৭৮. মোডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে -

① ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ সাধন হয়

② টেলিভিশন লাইনের সংযোগ সাধন হয়

③ বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ সাধন হয়

④ টেলিফোন লাইনের সংযোগ সাধন হয়

৭৯. বঙ্গপাতের সময় থাকা উচিৎ?

① উচু গাছের নিচে ② গুহার ভিতর বা মাটিতে ওয়ে

③ খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ④ উচু দেয়ালের কাছে

৮০. নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ?

① তুলা ② শুকনো

③ পঢ়িল ④ সহিত

উত্তরমালা

৬১. ৩	৬২. ১	৬৩. ৪	৬৪. ২	৬৫. ১	৬৬. ১	৬৭. ১	৬৮. ১	৬৯. ১	৭০. ১	৭১. ১	৭২. ১	৭৩. ১
৭৪. ১	৭৫. ৩	৭৬. ৪	৭৭. ১	৭৮. ১	৭৯. ৩	৮০. ১						

পর্ব-৩

English Grammar

- হ্যায়ন কৌর (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

গত সংখ্যার পর-

The-এর ব্যবহার

- ঐতিহাসিক ঘটনা : The French Revolution, The Polashi War.
- তারিখ : The 15th June.
- জাতীয় নাম : The French, The Bangladeshi, The English.
- Plural পরিবারের নাম : The Mughals, The Pathans, The Khans.
- ট্রেনের নাম : The Rupsha, The Varendra.
- মহাসাগরের নাম : The Pacific, The Atlantic.
- বিখ্যাত বিমানের নাম : The Boeing 707, The Jambo Jet.
- বিখ্যাত বিভিন্নের নাম : The Tajmahal, The Bangobhabon.
- উপসাগরের নাম : The Bay of Bengal.
- মরুভূমির নাম : The Sahara, The Gobi.
- বিভিন্ন দিকের নাম : The East, The West, The South.
- সমষ্টিবাচক দশের নাম : The U.S.A, The U.K.
- পদবি বা উপাধি এর নাম : The President, The Prime Minister.

যে সকল জায়গায় Article বসে না :

- i. Proper Noun, Material Noun এবং Abstract Noun-এর পূর্বে সাধারণত কোন Article বসে না।
 1. Rahim is a good boy.
 2. Gold is precious.
 3. Rice is our chief food.
 4. Honesty is the best policy.
- ii. ভাষার নামের পূর্বে The বসে না।
 1. He speaks English.
 2. Bangla is our mother language.
 - কিন্তু ভাষার পর Language শব্দটি থাকলে উক্ত ভাষার পূর্বে Article বসে।
 1. The English Language is very interesting to learn.
- iii. Plural Countable-এর পূর্বে কোন Article বসে না। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয় তবে The বসবে।
 1. Dogs bark.
 2. Children are fond of sweet.
 3. The women in the hall are all in red sharee.
 4. The flowers in his garden are fine.
- iv. খাবারের নামের পূর্বে কোন Article বসে না।
 1. We are waiting for breakfast.
 2. Dinner is over.

- v. আল্লাহ বা ইশ্বরের নামের পূর্বে The বসে না।
 1. Allah is kind.
 2. God is helpful.
- vi. রোগ-বাধির নামের পূর্বে সাধারণত The বসে না।
 1. He died of malaria.
 2. Influenza is a contagious disease.
 - কিন্তু বিশেষ কিছু কিছু রোগের নামের পূর্বে The বসে।
 1. The gout, The measles, The mumps.
- vii. বিখ্যাত কোন বই এর ক্ষেত্রে শেখকের নাম বইয়ের সামনে থাকলে The বসে না। কিন্তু যদি শেখকের নাম পূর্বে না থাকে তবে The বসে।
 1. The Agnibina of Nazrul.
 2. Nazrul's Aganibina.
- viii. খেলার নামের আগে The বসে না।
 1. Akram played cricket.
 2. I like to play football.
- ix. যখন দুই বা ততোধিক Noun কে And দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তখন কেবল প্রথমটির পূর্বে Article বসবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশ করলে প্রত্যেকটির পূর্বে Article বসবে।
 1. The headmaster and the secretary are present in the meeting. (ভিন্ন ব্যক্তি)
 2. The headmaster and secretary is present in the meeting. (একই ব্যক্তি)
- x. হ্রদের নামের পূর্বে The বসে না।
 1. Lake Baikal, Lake Caspian.
- xi. দিন বা মাসের পূর্বে The বসে না।
- xii. যদি Bed, Mosque, Church, Hospital, Prison, School, College, University, Court ইত্যাদি স্থানগুলো সাধারণ অর্থে (primary purpose) ব্যবহৃত হয় তবে এদের পূর্বে The বসে না।
 1. Shelley goes to school at 10:00 am.
 2. Jesmin went to market yesterday.
 3. The thief is in prison.
 4. Karim goes to mosque on Friday.

- xiii. Home-এর পূর্বে যদি Descriptive Word/Phrase না থাকে তাহলে তাৰ পূর্বে হলে The বসে না।
 1. I went home.
 2. He is at home.
- কিন্তু Home শব্দটির পূর্বে Descriptive Word/Phrase ব্যবহৃত হলে Home-এর পূর্বে The বসে।
 1. We arrived at the Nila's home.
 2. This is the home for my son.
- xiv. যদি Proper Noun-এর পূর্বে Common Noun বসে Adjective হিসাবে কাজ করে তবে তাৰ পূর্বে Article বসে না।
 1. Principal Jalal Akber was a man of strict principle.
- xv. পদবী (Rank), পেশা (Profession) জাতীয় Common Noun যখন কোন Proper Noun-এর Apposition রাখে ব্যবহৃত হয় তখন তাৰ পূর্বে The বসে না।
 1. Professor Md. Amanullah Ahmed Vice-chancellor of Rajshahi University was a scholar.
- xvi. রাস্তা, এ্যাভিন্যু এবং পার্কের নামের পূর্বে The বসে না।
 1. I went to Bashundhara Park yesterday.
 2. He bought a shop in Park Street.
 - কিন্তু রাস্তায় নামের শেষে Road শব্দটির উল্লেখ থাকলে তাৰ পূর্বে The বসবে।
 1. He bought a shop on the Elephant road.
- xvii. ভ্রমণ সম্পর্কিত যানবাহন বা ভ্রমণপথের পূর্বে Article বসে না।
 - By bus, By train, By launch, By air:
1. Use the appropriate article—

/১৭তম বিসিএস

I saw — one-eyed man when was walking on the road.

✓ @ a ⑥ an
 @ the ④ no article is needed
2. Which sentence is correct? / ১৮তম বিসিএস

⑥ This is an unique case
 ✓ ⑤ This is a unique case
 ④ This is a very unique case
 ③ This is the most unique case
3. The correct sentence of the following— / ১৭তম বিসিএস

⑥ The Nile is longest river in Africa
 ⑤ Nile is longest river in the Africa.
 ④ Nile is longest river in Africa.

✓ ③ The Nile is the longest river in Africa
4. He is — MBBS. / শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণে সহজে নিকট-২০১

⑥ an
 ✓ ④ a ⑥ an
 @ the ④ No article
5. The Meghna falls into — Bay Bengal. / বিভিন্ন মুক্তগঙ্গায়ের সহকারী প্রোগ্রাম-২০১

✓ ⑥ a
 @ the ⑥ a
 ④ an ④ No article

Part-11

English Preparation

- Shakhawat Hossen

BCS Written Questions of Sentence Making

37th BCS Written

Write a sentence with each of the following words/expressions. Copying of any sentence from the passage must be avoided.

(a) Immature, (b) interval, (c) flexibility
(d) elasticity, (e) unique, (f) wet, (g) stretch out, (h) salt solution, (i) dry, (j) immersion

1. Immature: অপরিপক্ষ; অপরিগত

- Atik is too immature to accomplish the task.
- He forgave his son's immature behavior.
- He might be nearly seventeen but he is still very immature.

2. Interval: বিস্তি, বিবাদ, অবকাশ।

- There will be 20 minute interval between acts one and two.
- There will be two 20 minute intervals during the opera.
- He scored his first goal of the match three minutes after the interval.

3. Flexibility: [ফ্লেক্সিবিলিটি] - ন্যূনতা, নমনীয়তা

- I enjoyed the flexibility of the schedule.
- The government has shown flexibility in applying its policy.
- The advantage of this system is its flexibility.

4. Elasticity: [ইলাস্টিসিটি] - হিত্তিশূগ্রকতা; নমনীয়তা

- There are some elasticity in our plans nothing has been firmly decided yet.
- Because it has a bit of elasticity, the skirt stretches a little bit.
- As the skin grows older, it loses its elasticity.

5. Unique: [ইউনিক] - অদ্বিতীয়, অনন্য

- Do not miss this unique opportunity to buy all six pans at half the recommended price.
- Each molecule in our body has a unique shape.

6. Wet: [ওএট] - ভেজা; আর্দ্র:

- We have had wet weather all week.
- This is the first wet day for two months.

- All cats love fish but fear to wet their paws.

7. Stretch out: প্রসারিত করা; বিস্তৃত করা

- He was about to stretch out his hand to grab me.
- She stretched out her hand and helped me.

8. Salt solution: লবণের দ্রবণ

- In the salt solution the osmotic pressure of sugar is zero.
- Osmosis can be demonstrated when potato slices are added to high salt solution.

9. Dry [ড্রাই]- শক্ত

- It was not always dry land where we dwell.
- I was offered a piece of dry bread and an apple.

10. Immersion [ইমার্শন] - নিমজ্জন; অবগাহন, ছবানি

- Immersion of something in a liquid means putting it into the liquid so that it is completely covered.
- The wood had become swollen from prolonged immersion in water.

36th BCS Written

Write a sentence with each of the following words/expressions. Copying of any sentence from the passage above must be avoided.

(a) Spiritual, (b) threatening, (c) absurd,
(d) secular, (e) assert, (f) sentimental, (g) dull,
(h) settle down, (i) fondness, (j) the salt of the earth

1. Spiritual [স্পিরিচুআল]- আধ্যাত্মিক, ধৰ্মীয়

- The book describes a spiritual journey from despair to happiness.
- Islam was inspired by the teachings of the spiritual leader Mohammad (sm.).

2. Threatening: ভীতি প্রদর্শনমূলক, আশঙ্কাজনক।

- Her mother had received a threatening letter.
- Taylor was in custody on charge of threatening behavior.

3. Absurd [আবসার্ড]- অযোক্ষিক; উজ্জ্বল

- That uniform makes them look absurd.
- She found the whole concept totally absurd.

- Secular** [সেকুলার]- পার্ব্বিক; ইহুজ্বাতিক; ধর্মনিরপেক্ষ
- It began as a religious organization but these days it is purely secular.

- Assert** [আসার্ট]- দাবি করা; দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা;
- The company president asserted his power in making the final decision.

- Sentimental** [সেন্টিমেন্টাল]- আবেগসম্পন্ন; আবেগাত্মক;
- It is a cheap right but it has great sentimental value for me.
- Perhaps Amin Wahid has returned for sentimental reasons.

- Jan becomes sentimental whenever she thinks about her deceased parents.
- My husband is not sentimental and does not carry a picture of our children or me in his wallet.

- Dull** [ডাল]- বিপ্রস্থ; অনুজ্জ্বল;
- It was so dull without you, she said, giving him a tender smile.
- In the middle of a dull and halting conversation, Hellen turned to Amin Wahid with the beautiful bright smile that she gave to everyone.
- The princess continued to look at him without moving, and with the same dull expression.

- Settle down:-** (আরাম করে বসা বা শোয়া; শপ্ত হওয়া বা করা)

- She settled down on the sofa to read a magazine.
- When things settle down here, I will come for a visit.
- At last he settled down after a big fight with his wife.

9. Fondness:- অনুরাগ, সমতা

- A couple display a fondness for each other.
- A woman's affection for a new boyfriend is an example of fondness.
- My fondness for my children allows me to forgive their faults.
- Although I do not share my husband's fondness for football, I still accompany him to games.

10. The salt of the earth:- (সেরা ব্যক্তি; বরেণ্য নাগরিকগণ; দেশের বা সমাজের রক্ত)

- He is the salt of the earth, you can trust with your whole life.
- Robert is still the salt of the earth because he donates most of the salary to charity.
- People regard him the salt of the earth because he is not only knowledgeable but also helpful and nice to everyone in the department.



আধুনিক সভ্যতার এই চূড়ান্ত শিখরে তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের মাঝে আজ সারা বিশ্বে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে তার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম।

নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাপক অর্থে একজন নারীর ক্ষমতার বিকাশকে বলা হয়। যে প্রক্রিয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে (যেমন- সম্পদ, পছন্দ, সিদ্ধান্ত গঠনের ক্ষেত্রে) নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করে তাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ পুরুষকে তার স্থান ও অধিকার থেকে বিদ্যুত করা নয়, বরং নারীকেও একই অধিকার ও স্থানে সংযুক্ত করা। সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রসারিত করা সম্ভব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে প্রণয়ন করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে।

এই সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এ সুযোগের সমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯(১)- তে বলা হয়েছে “সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।” তার মানে সকল নাগরিকের মধ্যে মহিলারাও অস্তর্ভুক্ত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুযোগের ক্ষেত্রে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ব্যাপারটি বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(৩) -এ আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, “জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন।” একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন-‘সুযোগের সমতা’ এই বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের ভিত্তিয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র

পরিচালনার মূলনীতিসমূহ যদি সরকার কার্যকর না করে তাহলে নাগরিকগণ তাহা কার্যকর করার জন্য আদালতে যেতে পারবেন না। তার মানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ (Fundamental Principles of State Policy) আদালতের মাধ্যমে কার্যকর করা যায় না। তাই সুযোগের সমতা যদি রাষ্ট্র নিশ্চিত না করে তাহলে নাগরিকগণ আদালতের মাধ্যমে তার প্রতিকার ঢাইতে পারবেন না।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৭ এ বলা হয়েছে “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান অসম আশ্রয় লাভের

অধিকারী।” এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একটি ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে তারপর একটি আইন তৈরি করতে হবে। কাউকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে কোনো আইন তৈরি করা যাবে না। কিন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ বলা হয়েছে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনঘসর নাগরিকদের জন্য বিশেষ বিধান (আইন) প্রণয়ন করতে পারবে।

উদাহরণ-১ : রাষ্ট্র ২০০০ সালে নারী ও শিশুদেরকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০” নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু আমরা জানি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭-এ বলা হয়েছে, “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।”

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি কাউকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে কোনো আইন তৈরি করা যাবে না। আর যদি এমন আইন তৈরি করা হয় তাহলে সেটা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) সাথে সাংঘর্ষিক হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬(১)-এ বলা হয়েছে, “মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক আইন তৈরি করা হলে সেটা বাতিল বলে গণ্য করা হবে। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০” কিভাবে প্রণয়ন করা হলো? এই আইনটি বৈধতা পেয়েছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৮(৪) এর কারণে। এখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র নারী, শিশু কিংবা অনঘসর নাগরিকদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারবে। কোনো বিশেষ প্রেরণ জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আইন প্রণয়ন করা হলে তাকে আইনের ভাষায় Doctrine of Positive Discrimination বলা হয়।

উদাহরণ-২: রাষ্ট্র ২০১৩ সালে শিশুদেরকে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে “শিশু আইন-২০১৩” নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। অনুরূপভাবে এই আইনটিরও বৈধতা পেয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এর মাধ্যমে। এখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নারী, শিশু কিংবা অনঘসর নাগরিকদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ বলা হয়েছে “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে।

না।” তার মানে এখানে বলা হয়েছে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য দেখাবে না। নারী-পুরুষভেদে সকল নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্র সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যদি রাষ্ট্র নারী-পুরুষভেদে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করবে তাহলে নাগরিকগণ আদালতের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে পারবেন। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের তত্ত্বাত্মক ভাগে অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৭ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছে। এসব মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) কার্যকর করার জন্য নাগরিকগণ আদালতের শরণাপন হতে পারবেন। আর বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী নাগরিকগণ রীট পিটিশন দায়েরের মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) কার্যকর করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(২) অনুযায়ী, “রাষ্ট্র ও গণজাতবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করার কথা বলা হয়েছে।” আবার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৩)-এ বলা হয়েছে, “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। এখানে বলা হয়েছে কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। তার মানে এখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে পুরুষের সমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়েও নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৯ এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। কেবলমাত্র ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হবে না। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দিয়েছে। যার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন এর পথ আরো প্রসারিত হয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৬৫ তে বলা হয়েছে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসন থাকবে। যার কারণে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ আরো বেগবান হচ্ছে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবলমাত্র নারীর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। আর নারীর উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসারিত হয়ে থাকে। নারীর সামৰিক উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বিল আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া

নোটিশ বিল হোমেন (বিলিটির সংশোধন নিষ্ঠা)

আইনসভা বা জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চমভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুচ্ছেদ ৮০ থেকে অনুচ্ছেদ ৯২ পর্যন্ত আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ও সমীক্ষাদ্বারা কথা বলা হয়েছে।
বিল (Bill) : আইনের খসড়া প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। প্রতেকটি বিল কঠিপ্য দফা (Clause) এবং উপদফক্যার (Sub-clause) বিভক্ত থাকে। বিলটি আইনে পরিণত হবার পর একে 'Statute' বলে। তখন এর দফাগুলো ধারায় (Section) পরিণত হয় এবং উপ-ধারাগুলো প্রণয়নের পথে আইনে পরিণত হতে হলে কঠিপ্য পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। পাশ হবার পদ্ধতিগত দিক দিয়ে বিলগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i. সাধারণ বিল (Ordinary Bill); ii. অর্থবিল এবং অর্থ সংক্রান্ত বিল (Money Bill and Financial Bill); iii. সংবিধান সংশোধন বিল (Constitution Amendment Bill).

অন্যদিকে জাতীয় সংসদে বিল উপস্থাপনকারীর ওপর ভিত্তি করে বিলকে দুইভ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i. সরকারি বিল : এই বিল সংসদে উপস্থাপন করে এবং বিলের প্রথম পাঠ শেষ হয়ে যায়। Rules of Procedure-এর বিধি-৭৫ অনুযায়ী এই বিল সংসদে উপস্থাপনের আগে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ৭ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। এই বিল জাতীয় সংসদ এর অধিবেশন চলাকালে স্পিকারের অনুমোদন নিয়ে মুজি যে কোনো দিন উপস্থাপন করতে পারে।

ii. মেসরকারি বিল : এই বিল জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্য (MP) কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। Rules of Procedure-এর বিধি-৭২, বিধি-৭৩, বিধি-৭৪ অনুযায়ী এই বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে কোনো সংসদ সদস্যকে ১৫ দিন পূর্বে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে নোটিশ প্রদান করতে হয়। মেসরকারি বিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য বৃহস্পতিবার নির্দিষ্ট।

যে বিল কোনো অর্থ ব্যয়ের বা করারোপের প্রশ্ন জড়িত থাকে না এবং যা দেশের আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য আনিত হয় তাকে সাধারণ বিল বলে। একটি সাধারণ বিল (Ordinary Bill) সাধারণ স্বীকৃত সম্পর্কিত, বিশেষ স্বীকৃত অথবা হি-জাতীয় হতে পারে। একটি সাধারণ বিল (Ordinary Bill) সরকারি বিল বা মেসরকারি বিল যাই হউক না কেন তা নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

প্রথম পর্যায় : বিল উপস্থাপন ও প্রথম পাঠ; **দ্বিতীয় পর্যায় :** দ্বিতীয় পর্যায় (সাধারণ আলোচনা ও বিতরণ); **তৃতীয় পর্যায় :** কঠিপ্য পাঠ; **চতুর্থ পর্যায় :** রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ কর্তৃক সম্পত্তি। **পৃষ্ঠম পর্যায় :** বিল উপস্থাপন ও প্রথম পাঠ; **দ্বিতীয় পর্যায় :** দ্বিতীয় পর্যায় (সাধারণ আলোচনা ও বিতরণ); **তৃতীয় পর্যায় :** কঠিপ্য পাঠ; **চতুর্থ পর্যায় :** রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ কর্তৃক সম্পত্তি। **উল্লিখিত** যে সকল বিল কঠিপ্যতে প্রেরিত হয় কেবল সেই সকল বিলের ক্ষেত্রে সাতটি (৭টি) পর্যায় অতিক্রম করা যায়। তবে যে সকল বিল কঠিপ্যতে প্রেরিত হয় না তাদেরকে পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। সক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পর্যায়ের তৃতীয় পর্যায় ও চতুর্থ

পর্যায় অনুসরণ করা হয় না। নিম্নে পর্যায়গুলো বর্ণনা করা হলো—

প্রথম পর্যায় : বিল উপস্থাপন ও প্রথম পাঠ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮০(১) অনুযায়ী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সকল বিল সংসদে উপস্থাপিত হয়। সংসদের কার্যধারা অনুযায়ী (Rules of Procedure) কেউ সংসদে বিল উপস্থাপন করতে চাইলে সংসদ সচিবের কাছে পূর্ব লিখিত নোটিশ প্রাদান করতে হবে। বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে ১৫ দিন এবং সরকারি বিলের ক্ষেত্রে ৭ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশের সময় শেষ হলে সংসদের কার্য দিবসের কর্মসূচি অনুযায়ী যিনি বিলটি উপস্থাপন করতে চান তিনি বিলটি উপস্থাপনের জন্য সংসদে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। কমিটি-সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল সংজ্ঞান রিপোর্ট তৈরি করে।

চতুর্থ পর্যায় : রিপোর্ট পর্ব বা পর্যায় : বিলটি কঠিপ্যতে যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত সময়ে কঠিপ্যতির চেয়ারম্যান, উহা সংসদে রিপোর্ট পেশ করেন। তখন কঠিপ্যতির রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। তারপর বিলটির প্রস্তাব কারক, সংসদে প্রস্তাব করেন যে, কঠিপ্যতি কর্তৃক প্রেরিত বিল বিচার-বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক। সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে অনুমোদন পেলে বিলটি সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

পঞ্চম পর্যায় : বিলের উপর আলোচনা : সংসদ কর্তৃক বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হলে বিলের উপর আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য হয় এবং উক্ত দিনে বিলের উপর দফা, উপদফক, নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যদি কোনো দফা, উপদফক সংশোধনী থাকে, তাহলে প্রস্তাবকারক সংশোধনীর জন্য সংসদে প্রস্তাব করতে পারে। এভাবে বিলের দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়। এই দ্বিতীয় পাঠ পর্যন্ত অত্যন্ত জটিল এবং সময় সাপেক্ষে কারণ বিলটির উপর কার্যত আলোচনা এখনেই সীমাবদ্ধ।

ষষ্ঠ পর্যায় : তৃতীয় পাঠ পর্ব : দ্বিতীয় পাঠের বিস্তারিত আলোচনার পর নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবকারক বিলটির উপর তৃতীয় পাঠ শুরু করেন। এই পর্যায়ে দফা, উপদফক উপর কোনো সংশোধনী আলোচনা হয় না; তবে শুধু শব্দগত বা দাঙুরিক কোনো সূল সংশোধনীর জন্য মৌলিক সংশোধনী গৃহীত করে। এরপর বিলটির উপর সামগ্রিকভাবে গৃহণের প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে দফা, উপদফক উপর কোনো সংশোধনী আলোচনা হয় না; তবে শুধু শব্দগত বা দাঙুরিক কোনো সূল সংশোধনীর জন্য মৌলিক সংশোধনী গৃহীত করে।

সপ্তম পর্যায় : রাষ্ট্রপতির কর্তৃক সম্মতি এরপর সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮০ অনুযায়ী বিল সংসদে গৃহীত হবার পর দিন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দানের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

(দফাওয়ারী)। এই পর্যায়ে বিলটির বিভিন্ন দফা-উপদফকের উপর সংশোধনী থাকলে, সংশোধনীর উপর প্রস্তাব আনা হয়। এর ফলে বিলের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন হতে পারে। যদি সংশোধনী থাকে তাহলে সংসদ ভোটের ব্যবহাৰ কৰার মাধ্যমে এই পর্যায়ে নিষ্পত্তি কৰেন। অন্যদিকে বিলটিকে যদি কঠিপ্যতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে দ্বিতীয় পাঠের মাধ্যমে আরো তিনটি পর্যায় অতিক্রম কৰতে হবে। i. কঠিপ্য পর্যায়; ii. রিপোর্ট পর্যায়; iii. বিলের উপর আলোচনা।

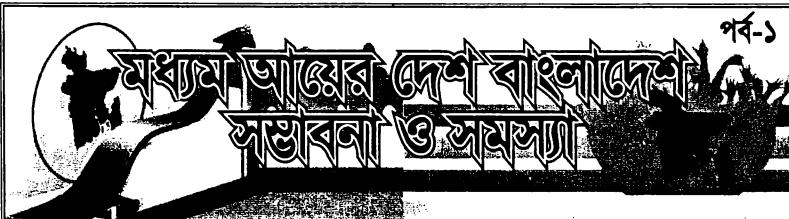
তৃতীয় পর্যায় : কঠিপ্য পর্ব বা পর্যায় : কঠিপ্যতে কোনো বিল প্রেরিত হলে উক্ত কঠিপ্যতে বিল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কঠিপ্য বিলের নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু বিলের বিভিন্ন অংশের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে। কঠিপ্য প্রয়োজনে বিলটির সাথে সম্পর্কিত কোনো বাক্তি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য পেশ করতে পারেন। কঠিপ্য সাক্ষাৎ গ্রহণ করতে পারে। কঠিপ্য-সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল সংজ্ঞান রিপোর্ট তৈরি করে।

চতুর্থ পর্যায় : রিপোর্ট পর্ব বা পর্যায় : বিলটি কঠিপ্যতে যাচাই-বাছাই শেষে নির্ধারিত সময়ে কঠিপ্যতির চেয়ারম্যান, উহা সংসদে রিপোর্ট পেশ করেন। তখন কঠিপ্যতির রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল গেজেট আকারে প্রকাশ করেন। সংসদে প্রস্তাব করেন যে, কঠিপ্যতি কর্তৃক প্রেরিত বিল বিচার-বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক। সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে অনুমোদন পেলে বিলটি সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

পঞ্চম পর্যায় : বিলের উপর আলোচনা : সংসদ কর্তৃক বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হলে বিলের উপর আলোচনার জন্য একটি দিন ধার্য হয় এবং উক্ত দিনে বিলের উপর দফা, উপদফক, নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। যদি কোনো দফা, উপদফক সংশোধনী থাকে, তাহলে প্রস্তাবকার সংশোধনীর জন্য সংসদে প্রস্তাব করতে পারে। এভাবে বিলের দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়। এই দ্বিতীয় পাঠ পর্যন্ত অত্যন্ত জটিল এবং সময় সাপেক্ষে কারণ বিলটির উপর কার্যত আলোচনা এখনেই সীমাবদ্ধ।

ষষ্ঠ পর্যায় : তৃতীয় পাঠ পর্ব : দ্বিতীয় পাঠের বিস্তারিত আলোচনার পর নির্ধারিত দিনে প্রস্তাবকারক বিলটির উপর তৃতীয় পাঠ শুরু করেন। এই পর্যায়ে দফা, উপদফক উপর কোনো সংশোধনী আলোচনা হয় না; তবে শুধু শব্দগত বা দাঙুরিক কোনো সূল সংশোধনীর জন্য মৌলিক সংশোধনী গৃহীত করে। এরপর বিলটির উপর সামগ্রিকভাবে গৃহণের প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে দফা, উপদফক উপর কোনো সংশোধনী আলোচনা হয় না; তবে শুধু শব্দগত বা দাঙুরিক কোনো সূল সংশোধনীর জন্য মৌলিক সংশোধনী গৃহীত করে। প্রত্যাখ্যানের উপর সংসদে ভোটাভুটিতে নিষ্পত্তি কৰা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনে বিলটি পাস হয়। বিলটিতে স্পষ্টকার সত্ত্বায়িত করে।

সপ্তম পর্যায় : রাষ্ট্রপতির কর্তৃক সম্মতি এরপর সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮০ অনুযায়ী বিল সংসদে গৃহীত হবার পর দিন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দানের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়।



মধ্যম আয়ের দেশ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এক রকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা আর উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি ও ভিত্তি।

বিশ্বব্যাংক বিশ্বের দেশগুলোকে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তিনি ভাগ করেছে। যথা

- নিম্ন আয়ের দেশ : যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ১০৪৫ ডলারের কম।
- মধ্যম আয়ের দেশ : যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ১০৪৬ ডলার থেকে ১২৭৪৫ ডলারের মধ্যে।
- উচ্চ আয়ের দেশ : যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ১২,৭৪৬ ডলারের উপরে।

তবে বিশ্বব্যাংক 'মধ্যম আয়ের' দেশকে আবার দুইভাগে ভাগ করেছে। যথা

ক. নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ মাথাপিছু আয় ১০৪৬ - ৮১২৫ ডলার।

খ. উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ মাথাপিছু আয় ৮১২৫ ডলার - ১২,৭৪৬ ডলার।

বিশ্বব্যাংক ১ জুলাই '১৫ বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। যেখানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দেখানো হয়েছে ১০৮০ ডলার। (উৎস : প্রথম আলো, জুলাই '১৫)

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত নতুন অর্থনৈতিক স্তরের দেশ :

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে	দেশ সংখ্যা
নিম্ন আয়ের দেশ	৩১টি
মধ্যম আয়ের দেশ	১৫টি নিম্ন মধ্যম + ৫০টি
উচ্চ আয়ের দেশ	৮০টি

উৎস : প্রথম আলো (জুলাই '১৫)

শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় দিয়ে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিচার করা যায় না। তার সাথে মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) ও অর্থনৈতিক হিতিশীলতা ও প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংহার (UNCTAD) মতে মধ্যম আয়ের দেশ হতে গেলে তিনটি সূচকের অগ্রগতি থাকতে হবে। যথা

- মাথাপিছু আয়
- মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)
- অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতাসূচক।

(UNCTAD)-এর মতে কোনো দেশ নিম্নোক্ত সূচকে অবস্থান করলে তাকে মধ্যম আয়ের দেশ বলা হয়।

নির্ণয়ক	সূচক	মন্তব্য
মাথাপিছু আয়	১১৯০ ডলার	এই দুটি সূচক
HDI	৬৫ (১০০ মধ্যে)	উর্ধ্বমুখী
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২	নিম্নমুখী

উৎস : UNCTAD এর প্রতিবেদন, ২০১৬।

অর্থাৎ UNCTAD এর মতে, কোনো দেশে শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় অর্জন করলে হবে না, তার সাথে দেশের মানব উন্নয়ন সূচক এবং অর্থনৈতিক হিতিশীলতার মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গণ্য করে থাকে।

সুতরাং বিশ্বব্যাংক এবং UNCTAD-এর তথ্য-উপাসনের আলোকে বলা যায় যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় ১৩৬৬ ডলারের বেশি এবং মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি এবং কয়েকবছর ধরে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী কাঙ্ক্ষিত পর্যায়কে মধ্যম আয়ের দেশ বলে।

মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকারের ১০ বছরের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের 'নিম্ন মধ্যম' আয়ের দেশে পরিণত হলো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱোর (BBS) হিসেবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬১০ মার্কিন ডলার, যা বিশ্বব্যাংকের হিসেবে ১০৪৫ ডলার হলেই তাকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ বলা যাবে। যা বাংলাদেশ অর্জন করেছে।

তবে পহেলা জুলাই, ২০১৫ বিশ্বব্যাংক যখন নিজেই ঘোষণা করে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১০৮০ ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশ যাবে। যা বাংলাদেশ অর্জন করেছে।

তবে পহেলা জুলাই, ২০১৫ বিশ্বব্যাংক যখন নিজেই ঘোষণা করে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১০৮০ ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন নিম্ন আয়ের দেশ যাবে।

অন্যদিকে UNCTAD-এর তিনটি সূচকে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের খুব কাছাকাছি রয়েছে। UNCTAD এর ২০১৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলার, HDI সূচকে ৫৪.৭ (৬৬ লাগবে) এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২.৪ (নিম্নমুখী ৩২)। UNCTAD-এর প্রতিবেদন ২০১৩ সালে সুতরাং ২০১৫ সালে UNCTAD এর রিপোর্ট-এর উপরিক সূচকে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে থাকবে বলে WB, IMF ও UNCTAD আভাস দিয়েছে। UNCTAD পরবর্তী রিপোর্ট প্রকাশিত হবে ২০১৮ সালে।

সুতরাং বিশ্বব্যাংক এবং UNCTAD-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের প্রথম সোপনে অবস্থান করেছে।

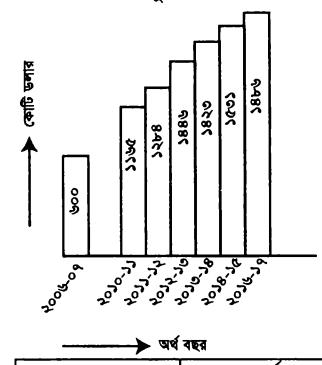
বাংলাদেশের সম্ভাবনা ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুর্ব জয়ত্বে পালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে তার উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

❖ রঙানি আয় : নিম্নে কয়েক বছরের বাংলাদেশের রঙানি আয় তুলে ধরা হলো-

অর্থবছর	মোট আয় (ডলার) কোটি
২০১৬-১৭	৩৪.৮৭
২০১৫-১৬	৩৪.০২
২০১৩-১৪	৩০.১৮
২০১২-১৩	২৭.০২
২০১১-১২	২৪.৩০
২০১০-১১	২২.৯২
২০০৯-১০	১৬.২০

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক (জুলাই '১৫) বাংলাদেশের রঙানি আয় গত ৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালের রঙানি ৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। যা মধ্যম আয়ের দেশে পরিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে।

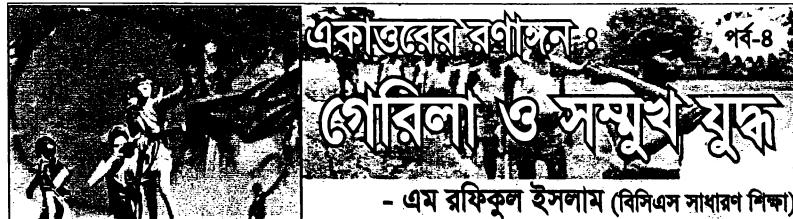
❖ রেমিট্যাক্স/প্রবাসী আয় : বাংলাদেশ রেমিট্যাক্স-এ বিশ্বে দশম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় দেশ। গত কয়েক বছরে রেমিট্যাক্স প্রবাহ বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। নিম্নে বাংলাদেশের রেমিট্যাক্সের চিত্র তুলে ধরা হলো -



অর্থবছর	অর্থবছর শেষে
২০১৬-১৭	৯১৯ (মার্চ '১৭)
২০১৫-১৬	১৪৮৬
২০১৪-১৫	১৫৩১
২০১৩-১৪	১৪২৪
২০১২-১৩	১৪৪৬
২০১১-১২	১২৮৪
২০০৬-০৭	৬০০

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় বাংলাদেশের গতিশীল রেমিট্যাক্স প্রবাহ ধরে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

❖ রিজার্ড ২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশে রিজার্ড ছিল ২২০০ কোটি ডলার, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩২০০ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশের রিজার্ড প্রায় ৩৩০০ কোটি ডলার। অর্থনৈতিক বিশ্লেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, এই রিজার্ড দিয়ে ৬ মাস আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। আজোর্জাতিক মানদণ্ডে তিনি মাসের আমদানি ব্যয়ের অর্থ মজুত থাকলে যথেষ্ট।



একাত্তরের যুদ্ধের পর-৪ গোরিলা ও সংগঠিত যুদ্ধ

- এম রফিকুল ইসলাম (বিসিএস সাধারণ শিক্ষক)

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : মুক্তিযুদ্ধের নিয়মিত ব্রিগেড, সেক্টর ট্রুপস ও গেরিলাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সুসংগঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিবছর ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনির দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির সর্বাধিনায়ক মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত।

গেরিলা যুদ্ধ : মুক্তিবাহিনির সদর দপ্তরে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল সম্পর্কে চুলচোর বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথাগত

রণকৌশলে সুসজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করা সহজ হবে না ভেবে সারা দেশে সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেক্টর কমান্ডারদের দেশের ভেতর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গেরিলা (Guerrilla) স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ ‘ছেট যুদ্ধ’। এটা এমন এক ধরনের যুদ্ধ যেখানে সৈন্যবাহিনির বিরুদ্ধে একদল বেসামরিক লোক যুদ্ধ কৌশল হিসেবে গুপ্ত হামলা, সাবোট্যাজ, অবরোধ, স্কুন্দ্রযুদ্ধ, আক্রমণ, পশ্চাদপসরণ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধারা যে সব কৌশল প্রয়োগ করে শক্ত পক্ষকে সবসময় অস্ত্রিত রাখত তা হলো- হিট এন্ট রান, জনগণের মধ্য থেকে যুদ্ধ করা, নিজেদের নিরাপত্তার কথা স্মরণ রাখা, সাফল্যে উৎকৃষ্ট না হওয়া, প্রমাণিত সঙ্গে না রাখা এবং শক্ত পক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা। গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে দুটি গ্রুপ ছিল। এ্যাকশন গ্রুপ ও গোয়েন্দা সেনা গ্রুপ। এ্যাকশন গ্রুপের সদস্যরা অস্ত্র বহন করে সরাসরি শক্ত পক্ষের ওপর গেরিলা হামলা চালাতে আর গোয়েন্দা সেনা গ্রুপ শক্ত পক্ষের বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করত। তাই গেরিলা যোদ্ধাদের পরিচালিত হামলা ছিল নির্ভুল এবং সফল।

সম্মুখ যুদ্ধ : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা অসংগঠিতভাবে হলেও মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করে পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। প্রথম দিকে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ করা হলেও জুন মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনীকে

করেন। যৌথ কমান্ডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে.জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। আর মুক্তিবাহিনির প্রতিনিধিত্ব করেন ডেপুটি চীপ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্য বাহিনী : প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মুজিবনগর সরকারের কমান্ডের বাইরে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি বেশ কিছু (অঞ্চলভিত্তিক) বাহিনী পাকহানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে লড়াই করে। যেমন:

১. **মুজিব বাহিনী** ভারত সরকারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ‘বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স’ বা ‘মুজিব বাহিনী’ গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের বাছাইকৃত কর্মীদের সমর্থয়ে এ বাহিনী গঠিত হয়েছিল। শেখ ফজলুল হক মণি এ বাহিনির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
২. **কাদেরিয়া বাহিনী :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর নাম চির ভাস্তর হয়ে থাকবে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্ধিকীর অধিনায়কত্বে এ বাহিনী পরিচালিত হয়। প্রায় ১৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গঠিত এ বাহিনীর সহায়ক স্বেচ্ছাসেবী সদস্য ছিল ৭২ হাজার। এ বাহিনী টাঙ্গাইল, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার ভিত্তি স্থানে যুদ্ধ করে।
৩. **আফসার বাহিনী** একটি মাত্র রাইফেল নিয়ে মেজর আফসার উদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় এক নিচৰুত পল্লিতে এ বাহিনী গঠন করেন। আফসার বাহিনী পাকহানাদার বাহিনী ও দৃঢ়ত্বিকারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ রাইফেল, ট্রেটাগান, রকেট লঞ্চার, স্টেনগান ও এলএমজি উদ্বার করেন। এ বাহিনী ফুলবাড়িয়া, কালিয়াকৈর, রাটোয়, কাওলামারী, পাচগাঁও অঞ্চলে যুদ্ধ করে।
৪. **হেমায়েত বাহিনী** দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলিদার হেমায়েত উদ্দিন ছিলেন এ বাহিনীর প্রধান। বরিশালের উজিরপুর, গোরানী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং খুলনার অংশবিশেষ এ বাহিনীর আওতাধীন ছিল। এছাড়া বাতেন বাহিনী সিরাজগঞ্জ লিতিফ মির্জা বাহিনী, বরিশালের কুদুম মোঝা বাহিনী ও গফুর বাহিনী, ময়মনসিংহের আফতার বাহিনী ও খিনাইদহের আকবর বাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব বাহিনী প্রথম দিকে নিজেদের সামর্থনযুগ্মী পাকহানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও পরবর্তীতে সরকারি সহায়তা লাভ করে।

চলবে...



মহাকাব্য ও সনেট : মাইকেলের আগমনী

পর্ব-১২

বাংলা বেদান্ত

যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি থামে কপোতাঙ্গ নদের তীর দেমে ছিল এক জমিদার বাড়ি। আদতে জমিদার নয়, তবু নাম তাঁর রাজনারায়ণ দন্ত। পাঁচ/ছয়টি গ্রামের একচেতু মালিক। তার বাবার নাম রামনির্ধি দন্ত। আর রামনির্ধির বাবা রামকিশোর দন্ত।

রাজনারায়ণ দণ্ডের স্তুর নাম জাহুবী দেবী। রাজনারায়ণ আর জাহুবীর কোলে এলো ফুটফুটে এক শিশু। ভালবেসে নাম রাখলেন মধুসূন্দন দন্ত। টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই। কারণ রাজনারায়ণ পেশায় ছিলেন একজন উকিল। তার একমাত্র ইচ্ছা সন্তানকে প্রকৃত অর্থে জ্ঞান করে তৈলা। মাত্র ৮ বছর বয়সেই সন্তানের জন্যে ঠিক করলেন ৪ জন শিশুক। তারা মধুসূন্দনকে ১৬ ঘণ্টা পঢ়াতো। তাই খুব তাড়াতাড়ি তাকে শিখিয়ে ফেললেন ১৩/১৪টি ভাষা। মধুসূন্দন হয়ে উঠলেন অন্য এক মেধাবী ছাত্র। ওপে অন্য, শুধু একটু অহংকারী। ধূতির কোঁচা থেকে যখন মানুষকে দান করে তখন বলে “রাজনারায়ণের ছেলে কথনো গুণে ডিক্ষা দেয় না।”

রাজনারায়ণ দণ্ড চাইলেন ছেলে জানে গুণে উন্নত হোক। তাই ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন ‘হিন্দু’ কলেজে, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ সালে।

প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু কলেজে

মধুসূন্দনের শিক্ষক ছিলেন রিচার্ডসন। যিনি মুক্তবুদ্ধির চিন্তায় ডিরেজিওর সরাসরি শিখ্য ছিলেন। হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন হেনরি ডিভিয়ান লুই ডিরোজিও। তিনি Student Association নামে একটি সংঘ তৈরি করেন এবং পরবর্তীতে এটিই Young Bengal Group এ রূপ নেয়।

মুক্তচিন্তার প্রেসারতে ডি রেজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কার হতে হয়। কিন্তু থেকে যায়

রিচার্ডসন। মধুসূন্দনের মনে সে পুঁতে দেয় বড় মহাকাব্য রচনায় হাত দিলো। ১৭৬১ সালের হওয়ার স্প্রিং র বীজ আর মুক্তবুদ্ধির চিন্তা। সেই

চিন্তার ডানায় ভর করেই এগিয়েছে—তত্ত্বারাই নতুন যান।

হিন্দু ধর্ম ত্যাগের অপরাধে তাকে বহিষ্কৃত হতে হয় হিন্দু কলেজ থেকে, পরবর্তীতে জায়গা

হয় বিশপস কলেজে। বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র

করলেও তাকে বলেন—আগামী তিনি বছর তার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

বিশপস কলেজ শেষে ব্যারিস্টারি পড়তে

মাইকেল গেলেন ফ্রাসের ভার্সাই নগরীতে।

সেখান থেকেই জীবনে প্রথম লিখে ফেলেন

Captive Lady। কিন্তু এটা এতই কম গৃহীত

হলো যে, তিনি রিচার্ডসনের কাছে টেলিগ্রাম করে

তার হতাশার কথা জানান। কিন্তু রিচার্ডসনের

অনুপ্রেরণায় তিনি নিজের হাতঘড়ি, চেয়ার, টেবিল বিক্রি করে দ্বিতীয় বই Vision of the Past প্রকাশ করেন। কিন্তু এটাতে আর মোটেও সাড়া পেলেন না, একদমই না। তখনই মাইকেলের জীবনে আসলো এক আমূল পরিবর্তন। বুঝতে পারলেন বড় হতে হয় নিজের ভাষায়, অন্যের না।

‘কবি-মাতৃভাষা’ নামে একটি সনেট লিখে তিনি তার বৃন্দ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন। সেই সনেটকে আমরা বর্তমানে ‘বঙ্গভাষা’ হিসেবে পড়ি। প্রেরাককে অনুসরণ করে অষ্টক আর শেক্সপিয়ারকে নকল করে ষট্ক রচনা করেছিলেন।

তিনিই প্রথম বাংলায় মহাকাব্য আর সনেটের শাদ পাইয়ে দেন। ১৮৫৯ সালে রচনা করেছিলেন ‘শর্মিষ্ঠা’ নামক নাটকখানি। তার পরপরই ১৮৬১ সালে রচনা করলেন বাংলায় প্রথম মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’। বাঙালিরা সবসময় রামকেই মেনে এসেছে নায়ক, প্রজা আর্চনায় রাম সবার উপরে। কিন্তু মাইকেল এসে রামের জায়গায় মেঘনাদকে বিসিয়ে দিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যে তার দেশাত্মকের মাধ্যমে প্রথম তিনি ভিলেন বানিয়ে দিলেন রামকে—এ কারণে তাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয়।

বাংলা মহাকাব্যের বুলিতে খুব বেশি ফুল কিন্তু নেই। আছে কয়েকটি। এক নিখিলামেই আপনি বলে যেতে পারেন কারা কারা লিখেছে মহাকাব্য। হেমচন্দ্র লিখেছিলেন বৃত্সংহার, নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন রৈবতক, কুরক্ষেত্র ও প্রভাস। এই তিনটাকে একসাথে দ্ব্যায় মহাকাব্য বলা হয়। আর আছে কায়কোবাদের মহাশূশান (১৯০৪)। কায়কোবাদের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রথম কেউ মহাকাব্য রচনায় হাত দিলো। ১৭৬১ সালের পানি পথের ত্বরীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনি এ চিন্তার ডানায় ভর করেই এগিয়েছে—তত্ত্বারাই নতুন নতুন রূপ সামনে এসেছে। প্রথমবীর আলো হতে হয় হিন্দু কলেজ থেকে, পরবর্তীতে জায়গা

সাহিত্য যত্বারাই এগিয়েছে—তত্ত্বারাই নতুন নতুন রূপ সামনে এসেছে। প্রথমবীর আলো অন্ধকারের রং পরিবর্তন হয়েছে।

চেয়ার টেবিল বিক্রি করেও যখন মাইকেল কোনো কুলকিনারা খুঁজে পানি তখন প্রেরাকের আবিষ্ট কবিতাই তার মনে দোল দিয়ে গেছে। তিনি আবার ভেবেছেন, হয়তো আলো আসবে। আলো না আসলে তিনি বাচেন কীভাবে? তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিশ্বায়ত সনেট ‘কবি-মাতৃভাষা’। বলে দিলেন—

“হে বঙ্গ ভাগ্নির তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি।”

আসলে, জীবনে এটাই ঘটে। যে যাকে মূল্য দেয়ার কথা, সে তারে অবহেলা করে। কিন্তু জীবনের শেষবেলায় সেই মুখখানির একবালক হাসি যদি চোখের কোণায় লাগে, মনে হয়—এই তো খুঁজে বেড়িয়েছি। যা আমার কাছেই ছিলো।

যে কবিতার লাইন থাকে চৌদ্দটা আর প্রত্যেকটি লাইনে বর্ণ থাকে চৌদ্দটা তাবেই সনেট বলে। একটি সনেটের দুটি অংশ। ১. অষ্টক (এর মানে ৮ লাইন) যেখানে থাকে ভাবের প্রকাশ। ২. ষট্ক (এর মানে ৬ লাইন) আর এখানে থাকে ভাবের বিস্তার বা পরিগতি।

মাইকেলের সনেট গ্রন্থের নাম চতুর্দশপদী কবিতা। আর মুসলিম হিসেবে প্রথম সনেট লিখেছিলেন কায়কোবাদ। মাইকেল পেত্রোক্রকে অনুসরণ করলেও বাংলায় প্রথম ইতালীয় সনেটের প্রবর্তন করে প্রথম চৌধুরী। তাঁর সনেট গ্রন্থের নাম ‘সনেট পঞ্চাশৎ’ এবং ‘পদ্মচারণ’।

সাহিত্যাধারায় চুপচাপ বেড়ে ওঠা আরেকটি নতুন জানালাৰ নাম প্রহসন। এটি নাটকের ঘরের জানালা তবে, এ জানালা দিয়ে যা দেখবেন তা কিন্তু বাস্তব না। বাস্তব হবে সেটাই, যা আপনি ভাববেন। প্রহসন মূলত এক প্রকার নাটক। যে নাটকে সরাসরি কোনো কথা না বলে ব্যক্তিকভাবে মূল বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়, তাকে প্রহসন বলে। বাংলা সাহিত্যে মাইকেলেই প্রথম প্রহসন বয়ে আনে। ১৮৬০ সালে তার লেখা প্রথম প্রহসনের নাম—একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ি সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

মাইকেল একসময় হিন্দু কলেজে পড়তেন। সে সময় Young Bengal group এ ছিলেন। পরে ফ্রাস থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাদের সেই আগের Young Bengal নষ্ট হয়ে গেছে। তারা মুক্তচিন্তার বদলে পরিবর্তন আনতে গিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চারিত্রিক বিকারে বিকশিত হচ্ছে। তেমন এক ধনীর দুলাল নিয়েই তিনি ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ রচনা করেন। মূল চরিত্রের নাম ছিল নবকুমার। বৃক্ষকালেও কিন্তু পুরুষের বিয়ের আশা করে না, তাদের নিয়ে তিনি রচনা করেন ‘বুড়ি সালিকের ঘাড়ে রোঁ’।

তথনকার সাহিত্যে ছিল প্রতিটিসামূলক অন্তুত প্রতিযোগিতা। তাই মাইকেলকে দেখেই দীনবৰ্তু মিত্র লিখেন সধবার একাদশ, বিয়ে পাগলা বুড়ো। মুসলিমদের মধ্যে প্রহসনের হাতে খড়ি করেন মীর মশারফ হোসেন। এর উপায় কি, তাই ভাই এইটো চাই, ফাঁস কাগজ—তার প্রহসনের নমুনা।

রাম নারায়ণ তর্করত্ন লিখেছিলেন প্রহসন। তার লেখা প্রহসনের নাম— যেমন কর্ম তেমন ফল, উত্তয় সংকট।

বাংলা সাহিত্য (১৯৫৮-১৯৭১)

- গোপাল মোহাম্মদ বাবুনি (ধৰ্মক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ)

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি চৰার ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের অবয়বে একনায়কতাবের প্রতি প্রত্বতি কারণে বাঙালিদের মধ্যে ক্ষেত্রে পুঁজীভূত হতে থাকে, যা এক সময় গণ-আদেৱনের রূপ নেয়। ১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্বে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত প্রেম যে জটিল ও বহুমুখী সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অংগসর হয়েছে, রূপকের আশ্রয়ে ওই সঙ্কটকেই শওকত ওসমান রূপ দিয়েছেন ত্রৈতান্দেসের হাসি (১৯৬৩), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০) ও সমাগম উপন্যাসে। একইভাবে ওভ টেস্টামেন্টের বুক অব দ্য প্রফেট যেরেমিয়া খণ্ডের মিথৰপকের আশ্রয় নিয়ে চিরায়ত সংগ্রামী জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যেন সেন তাঁর অভিশঙ্গ নগরী (১৯৬৭) ও পাপের স্বতন্ত্র (১৯৬৯) উপন্যাস দুটিতে। সমাজ ও সময়ের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এবং প্রগতিশীল রাজনীতিক ভাবনা নিয়ে শামসুন্দীন আবুল কালাম রচন করেন ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩) উপন্যাসটি। ১৯৬৮ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৬৯ সালে ছাত্রসমাজের ১১ কাহি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দাবি দিবস পালন ও গণআদেৱন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালিদের নিরস্কৃশ বিজয়, বিজয়ী দলের নিকট উপন্যাসে ব্যক্তি-মানন্মের সঙ্কট ও মানসিক দ্বন্দ্ব-ক্ষমতা হস্তান্তর না করার মড়ব্যন্ত, পরিগতিতে এবং মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিদের শাবিনতা অর্জন এবং শাবিন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে উত্তৰ এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বাংলাদেশের সমাজজীবনে উল্লিখিত ঘটনাবলির প্রভাবই ১৯৫৮-১৯৭০ কাল পর্বের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যায়। এতে গ্রামীণ জীবনকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে উপন্যাসিক মূলত আইয়ুবি দশকের ধর্মভীতি ও সমৰাত্ম-শাসিত সমাজজীবনকেই রূপায়িত করেছেন। এর পাশাপাশি প্রথম পর্বের উপন্যাসের মতো বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতাকে উপজীব্য করে জহির বায়হান (১৯৩০-১৯৭২) রচনা করেন হাজার বছর ধরে (১৯৬৪)। গ্রামীণ সমাজজীবনের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের জটিল বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে সতোন সেন (১৯০৭-১৯৮১) রচনা করেন পদচিহ্ন (১৯৬৮)। নগরিক জীবনের অভিযাত ও জটিলতা কীভাবে দক্ষিণ বাংলার গ্রামীণ জীবনের নিরাপত্তাকে দ্রুত করাই তার একটি বাস্তবচিত্ত অঙ্কিত হতে দেখা যায় শহীদুল্লাহ কায়সারের (১৯২৫-১৯৭১) সারেং বো (১৯৬২) উপন্যাস। কর্ণফুলী নদীতারবতী জনপদের শ্রমজীবী মানুষের

জীবনসংগ্রাম এবং প্রেম-অস্তিত্বরূপ লাভ করেছে আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলী উপন্যাসে। আহমদ ছরার সৰ্ব তুমি সাথী (১৯৬৮) উপন্যাসে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের চলমান রূপ বিন্যস্ত হয়েছে। নগরিক জীবনের ব্যক্তি-মানন্মের নেপস্ট এবং বিচ্ছিন্নতাকে উপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসের উপজীব্য করে তোলেন। এ ধরনের উপন্যাসের মধ্যে রাজিয়া খানের (জ, ১৯৩৬) বটতলার উপন্যাস (১৯৫৯) এবং অনুকূল (১৯৫৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) এ জাতীয় উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর বেশিক্ত উপন্যাসে ক্রয়েডোয়া তৎক্রমে সচেতনভাবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলো মধ্যে রয়েছে দেয়ালের দেশ (১৯৫৯), এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২) ও সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪)। জহির বায়হানের শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০) আপাত দৃষ্টিতে একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী হলেও তাতে সমকালের বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন জটিলতাকেই চিত্রিত করা হয়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের তেইশ নব্র তৈলচিত্র (১৯৬০) ও শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২) উপন্যাসে ব্যক্তি-মানন্মের সঙ্কট ও মানসিক দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা প্রধান হয়ে উঠেছে। অনুরূপ এক শিল্প-দম্পতির মানসিক সঙ্কটকে নিয়ে রচিত হয়েছে কবি আহসান হাবীবের অরণ্য নীলিমা (১৯৬১) উপন্যাসটি। রশিদ করিমের প্রসন্ন পাহাড় (১৯৬৩) উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে নগরিক মধ্যবিত্তের জীবন জটিলতার এক বিশৃঙ্খলা। নাগরিক জীবনের উল্লিখিত প্রবর্তনগুলি নিয়ে রচিত উপন্যাসের পাশাপাশি নাগরিক মধ্যবিত্তের স্থলতা, নৈতিকতা-বৰ্জিত বিত্ত সর্বস্তৰা, রচিত্বিকার ও রিংসার্ব্বতির বিকৃতিক কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে শওকত আলীর পিছল আকাশ (১৯৬৩) দিলারা হাশেমের (১৯৪৩) বৃহদ্যাতন উপন্যাস ঘর মন জানালা (১৯৬৫) মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম ও বৰ্যতাবোধের কাহিনী। বাংলাদেশের উপন্যাসে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এবং জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংঘাম যে-সকল উপন্যাসে বস্তিনিষ্ঠভাবে ধৰা পড়েছে, সেগুলোর মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারের সংস্কৃতক (১৯৬৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), সরদার জয়েন্টসার্নের অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭), জহির বায়হানের আরেক ফালুন (১৯৬৯), জহিরুল ইসলামের অগ্নিসাক্ষী (১৯৬৯), সতোন সেনের উত্তৰণ (১৯৭০) এবং অনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১), নীড়সন্ধানী (১৯৬৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা এ পর্বে ইসলাম ধর্ম অবলম্বনে কেউ কেউ কবিতা রচনা করেছেন, যেমন ফরারখ আহমদের হাতেম তায়ী (১৯৬৬), রওশন ইজদানীর খাতামন নবীস্নেহ (১৯৬০), তালিম হোসেনের শাহীন (১৯৬২), সুফী জলফিকির হায়দারের ফের বানাও মুসলিমান (১৯৫৯) ইত্যাদি। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কবিবা স্বদেশপ্রেম, জাতীয় পৌরো ও সাম্প্রদায়িক বৈরিভাবকে কবিতার বিষয় করে তুলেছিলেন। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এ ধরনের কবিতা রচনার প্রয়াস ক্রমশ কমতে থাকে; জনপ্রিয় হয় মানবতাবাদে আহসানী কবিতা রচনার ধারা। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে সরল রোমান্টিক ভাবেছস-সম্পন্ন কবিতাই হয়ে ওঠে ওই সময়ের প্রধান কাব্যধারা। যাঁদের রচনায় ওই প্রবর্তন সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানের উচ্চারণ (১৯৬৮), শামসুর রাহমানের বিদ্বন্ত নীলিমা (১৯৬৭), মোহাম্মদ মনিবজামানের বিপ্রন্ব বিষয় (১৯৬৮), হাসান হাফিজুর রহমানের অত্যিম শরের মত (১৯৬৮), আল মাহমুদের কালের কলস (১৯৬৬), শহীদ কাদৰীর উত্তোবিকার (১৯৬৮), ফজল শাহাবুদ্দীনের আকাঞ্জিত অসুন্দর (১৯৬৯), সৈয়দ শামসুল হকের বিরতিহীন উৎসব, আবুল মানান সৈয়দের জয়ান্ত্র কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৬) প্রত্বতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর জুলখার মন (১৯৫৯), কাদের নওয়াজের নীল কুমুদী (১৯৬০), মাহমুদ খাতুন সিদ্দিকার মন (১৯৬০) ও ম্যাটিক (১৯৬০) ইত্যাদি কাব্যগুহ্যের নাম উল্লেখ করা যায়। এর পাশাপাশি আরও এক ধরনের কবিতা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল ওই সময়, যেগুলো সমকালীন জীবনের প্রাণি, ব্যর্থতা ও হতাশাকে ধারণ করে বুজ্যামা মানবতাবাদের সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয়কে প্রকাশ করেছে। শামসুর রাহমানের প্রথম গান দ্বিতীয় মৃহূর আগ (১৯৬০) ও রোদু করোটিতে (১৯৬৩) এ ধারার দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। অন্য যেসব কাব্য এ ধারার অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো আবুল গণি হাজারীর সামান্য ধন (১৯৬১) ও সূর্যের সিঁড়ি, সৈয়দ শামসুল হকের একদা এক রাজা (১৯৬১), সৈয়দ আলী আহসানের অনেক আকাশ (১৯৬১) ও একক সন্ধায় বসন্ত (১৯৬২), হাসান হাফিজুর রহমানের বিপ্রন্ব প্রাতৰ (১৯৬৩), আল মাহমুদের লোক লোকাস্ত্র (১৯৬৩) এবং আহসান হাবীবের সারা দুপুর (১৯৬৪)। প্রেরিদ্বন্দকে নাটকের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন মায়াবী প্রহর (১৯৬৯); কিন্তু মরোকোর যাদুকর (১৯৫৯) নাটকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে রূপকের আশ্রয়ে আধুনিক জীবনের সমস্যাকে রূপায়িত করেন। একই রূপক নাটক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন সিকন্দার আবু জাফর। তাঁর শুভ্র উপাখ্যান (১৯৬৮) একটি অনন্য সাধারণ রূপক নাটক। জিয়া হায়দার রচিত শুভ্র সুন্দর কল্যাণী আনন্দ (১৯৭০), আবদুল্লাহ আল-মানুমের শপথ (১৯৬৫) মূলত প্রতীকী নাটক।

আঘাতের দায়িত্বিকরো ও বাংলা দায়িত্বের তিনজন মানুষিক কর্মী

পর্ব-১

- মোহাম্মদ উদ্দিন

বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি করি সাহিত্যিকদের ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কলকাতা। রচনায় বাংলার গ্রাম, শহর, নগর নানাভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু প্রাচীন যথ থেকে এ পর্যন্ত খুব-কম কবিব কাবৈ নাগরিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। নাগরিক জীবন অঙ্কন করায় ভারতচন্দ্ৰ, সমুদ্রসেন ও শামসুর রাহমানকে নাগরিক করি বলা হয়ে থাকে। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতায় আধুনিক কবিতা গড়ে উঠেছে। মহাকালের নগরগুলো সৃষ্টি হয়েছে ধনতাঙ্গিক বুর্জোয়া সভ্যতার প্রয়োজনে। বাংলায় ইউরোপীয়দের - পৃষ্ঠাগজ, ওলন্ডাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসি- আগমন হয়েছিল মূলত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, যা ধনতাঙ্গিক বুর্জোয়া সভ্যতার সূচনা করেছিল। এদের আগমনের পূর্বে বাংলায় ছিল সামন্ত নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা। ১৪৮৭ সালে পৃষ্ঠাগজ নাবিক বার্থোলোমিও দিয়াজ উত্তমশা অস্তৱীপে পৌছান। দিয়াজের পথ অনুসরণ করে ভাঙ্কো দা-গামা ১৪৯৮ সালে কালিকট বন্দরে আসেন। ভারতবর্ষে আসার পথ সুগম হলে ইউরোপীয়রা কালক্রমে বাণিজ্যের জন্য এখানে বাণিজ্য কেন্দ্র, কুঠি, দৃঢ় নির্মাণ শুরু করে। ফলে, প্রবল প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সভ্যতায় দেখা দেয় বিরোধ। এ বিরোধের জের ধরে ইংরেজদের কাছে ১৭৬০ সালে ফরাসিরা পরাজিত হয় ও ভারত থেকে চলে যায়। উপমহাদেশে ১৬০৮ সালে ইংরেজেরা সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। বাণিজ্য করার অভিপ্রায়ে ঘোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করে। ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাণী প্রথম এলিজাবেথ এ কোম্পানীকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার রাজকীয় সনদ প্রদান করে। এ সনদ কোম্পানিটিকে ২১ বছর পর্যন্ত পূর্ব ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার প্রাধিকার দিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে এ কোম্পানী ভারতের বাস্তুক্ষমতা দখল করে এবং ১৮৫৮ সালে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করে। অতঃপর বিটিশ সরকার সরাসরি ভারতবর্ষ শাসন শুরু করে। উল্লেখ্য ১৭৭২ সালে কলকাতা বিটিশ ভারতের রাজধানী ঘোষিত হয়। সঙ্গে শতাব্দীর শেষভাগে বৰ্তমান কলকাতা অঞ্চলটি গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও ডিহি কলিকাতা নামে ডিনটি গ্রামে ভিত্তি ছিল। বিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় এ অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অধ্যানিতি সবাকিছুই কলকাতা তথা কেন্দ্রুয়া হয়। লর্ড ওয়েলসলির শাসনকালে শহরের ব্যাপক বৃদ্ধি সাধিত হয়। তাঁর আমলেই কলকাতার অধিকাংশ সরকারি ভবনের নির্মাণকার্য শুরু হয়। এ ভবনগুলোর বিশালতা ও শাপতাত্ত্বিকই কলকাতাকে 'প্রাসাদ নগরী' বা 'সিটি অফ ফ্যালেস' স্বীকৃত করেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিম

ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কলকাতা। জ্ঞানীয়ভাবে উৎপাদিত অফিম কলকাতায় নিলামে উঠত এবং তারপর জাহাজবন্দী করে তা চীনে পাঠানো হত। বাংলা কবিতায় নগরচেতনার রেশ মধ্যুগুণের কবি ভারতচন্দ্ৰ রায়গুণাকরের 'অন্নদামসল' কাব্যেই প্রথম পাওয়া যায়।

'আধুনিকতাবাদের দুই প্রবক্তা ম্যালকম ব্রাডবারি এবং জেমস ম্যাককারলেন সম্পাদিত 'ডার্জিনজম' বইয়ের 'নাগরিক কবিতা' শৈর্ষিক অধ্যায়ের লেখক জি. এম. হাইড তাঁর প্রবক্ত শুরু করেন এভাবে :

'যুক্তি সহকারে বলা যায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের জন্য শহরে, জন্মাদাতা বোদলেয়ার, বিশেষ করে তাঁর এই আবিক্ষার যে ভিড় মানে নিঃসঙ্গতা এবং 'জনসমষ্টি' ও 'একাকিত্ব' শব্দ দুটি একজন তাঁকানুভূতিসম্পন্ন কবিব চেতনায় পরম্পর প্রতিষ্ঠাপনযোগ্য।' বোদলেয়ারের কথাটাই এখানে পুনরুক্ত করা হয়েছে: জনসমষ্টি, একাকিত্ব। একজন কবিব চেতনার উন্মোচনে শব্দ দুটি সমার্থক।' একজন কবিকে একটা নগরের সাথে অনুষঙ্গবন্ধ করা যায়- যেমন প্যারীর সাথে বোদলেয়ারে, লভনের সাথে এলিয়টের। কিন্তু শহর এবং আধুনিকতাবাদের যে সম্পর্ক তা পুরোপুরি তোগোলিক নয়, এক আন্তর্জাতিক দার্শনিক মনোভূমি-তুল্য সে-সম্পর্ক। তাহলে একজন কবিব সাথে তাঁর শহরের যে সমস্ক তার দুটি মাত্রা আছে- একটি নেহাত তোগোলিক ও পরিবেশগত, আরেকটি দার্শনিক, নাদনিক, চিন্তাগত।' ভারতচন্দ্ৰের অন্নদামসল কাব্যে প্রথমটি প্রায় পুরোপুরি এবং হিতীয়টি আংশিক পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, বাংলা কবিতায় আধুনিক নগরচেতনা হ্যত প্রচন্ডভাবে দ্বিতীয় গুণের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

কিন্তু সেই নগরমানসিকতা আর বেশি দূর এগোতে পারেনি; এর পূর্ব বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল তিরিশের দশক পর্যন্ত। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে বোদলেয়ারের প্রথম ইংরেজি অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার এক বাঙালি খণ্টিন তরুণী যিনি বাইশ বছরে বয়সে মারা যান। তিনি হচ্ছেন তৰ দন্ত। নগর চেতনার যথার্থ তৎপর্য বুবতে পারলে আধুনিক কবিতা যেমন তৎপর্যয় হয়ে উঠে তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠে নাগরিক কবিব ধারণ। ১৮৫৭ সালে প্যারীতে যে ক্লেদাক অথচ কুসুমত বায়ু বড় উঠেছিল দ্রুমশ তার ঘূণাকেন্দ্রে পাক্ষত্বের অনেকগুলো নগর ও কবিতাকেন্দ্রে যুক্ত হয়ে গেলো ভয়েনি; বার্লিন, দোহা, এবং একটু দেরিতে লভন, শিকাগো, নিউইর্ক। শেষে কলকাতা এবং সর্বশেষে ঢাকা। চান্দিশের সময় সেন কলকাতা এবং পঞ্চাশের দশকে শামসুর রাহমান ঢাকাকে এই কাবিয়ক বায়ুতরঙ্গের আঘাতে আন্দোলিত করেন পক্ষাংপদ,

কবিনির্ভর এ জনপদকে। বিটিশ ও ভারতীয় সংকৃতির মিশ্রণে শহরে বাসালিদের মধ্যে এক নব্য বাবু প্রেমির উত্তর ঘটেছিল। এ বাবুরা ছিলেন সাধারণত উচ্চ বৰ্ণ হিন্দু, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও সংবাদপত্রের পাঠক। পেশাগতভাবে এরা ছিলেন জমিদার সরকারি কর্মচারি, বা শিক্ষক। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ নামে পরিচিত যে যুগান্তকারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন বাঙালি সমাজের চিত্তাধাৰা ও রুচিৰ আয়ুল পরিবৰ্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল তার পটভূমিও এ কলকাতা শহর। বাংলার নবজাগরণ গুৰু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতের পথপ্রদর্শক হয়েছিল। মোটকথা, ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে নাগরিকবোধ ও নাগরিক চেতনা জাহাত হয় এ কলকাতা নগরীর বদলোতে।

আমাদের তিরিশের আধুনিক কবিদের কাব্যচৰ্চার পটভূমি কমবেশি রচিত হয়েছে উপনিবেশিক শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে। তিরিশের দশক থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত নগরমুৰীৰ সমাজ-বিন্যাসে অভ্যাসত হয়ে উঠেছিলেন। নগরকেন্দ্রিক আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছিল বোদলেয়ারের মধ্যদিয়ে। বোদলেয়ার তাঁর কবিতায় প্যারিসের চিত্র একেছেন, যেখানে মৃত হয়ে উঠেছে মাতাল, পশুর গলিত শব, পাক-পুজু-কৃষিপুত, বয়েবুদ্ধা বারাসনা, ময়লা তিথিৰি, ব্যাধি প্রভৃতি। এরপর টি. এস. এলিয়ট তাঁর 'দি ওয়েস্টল্যান্ড' (১৯২২) গ্রন্থে লভন শহরের চিত্র একেছেন, যেখানে মৃত হয়ে উঠেছে মাতাল, পশুর গলিত শব, পাক-পুজু-কৃষিপুত, বয়েবুদ্ধা মানুষের ভিড়, নাগরিক মানুষের কুস্তি-হতাশা-নিবেদি, ব্যৰ্থতাবোধ, বিকাশগত যৌবনীবনের চিত্র তৈরি করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন 'Unreal city' যেখানে লভন বিজে মানুষের ভিড়, নাগরিক মানুষের কুস্তি-হতাশা-নিবেদি, ব্যৰ্থতাবোধ, বিকাশগত যৌবনীবনের চিত্র তৈরি করেছে এক অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র।

পঞ্চ-আধুনিক কবি- বৃহদের বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনবান্দ দাশ, সুবীন্দ্রনাথ দন্ত ও বিশ্বদের কবিতা নগরমানসিক সভাভাবকে ধারণ করলেও তাঁরা কেউই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রচলিত প্রতিবেশী বাংলা সাহিত্যে চাহিত হননি। অথচ, মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে থেকেও অবস্থার পাকে ভারতচন্দ্ৰ নগরজীবনের বিভিন্ন দিক ঘনিষ্ঠাবে জানার চেষ্টা করেছেন এবং তা তাঁর কাব্যে তুলেও ধরেছেন। এজন্য ভারতচন্দ্ৰকে নাগরিক কবি বলা হয়। ভারতচন্দ্ৰ রায়গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰের সভাকবি ছিলেন। তিনি মহল কাৰাবৰাদীৰ শেষ কবি। তাঁৰ প্রতিভাৰ প্রেষ্ঠ নিৰ্দশন অন্নদামসল কাব্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ ভারতচন্দ্ৰ কে 'বায়ওগাক' উপাধি দেন। ভারতচন্দ্ৰ দৰবাৰি সমাজের শৃংণগৰ্ভতা ও জোলুশ, নগরসমাজের বিলাস বিভূম অনাচারের মধ্যে থেকেও তাঁৰ দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন হতে দেননি। নিছক জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষিত অভিজ্ঞ সম্প্রদায় ও দৰবাৰি সমাজের রুচি, অহংকাৰ, অভিমান, বিলাসবাসনার ক্ষুধা তাঁকে মিটাতে হয়েছে। এজন্য মধ্যযুগের দেবনির্ভর কাব্যচেতনা ও নগরকেন্দ্রিক সমাজের মনেৰঙ্গের জন্য ভারতচন্দ্ৰ তাঁৰ কাব্যে নাগরিকতা আমদানি করেছেন মাত্র। তাঁৰ নাগরিকতা ষষ্ঠঃকৃত নয়, এজন্য আধুনিক অৰ্থে ভারতচন্দ্ৰ নাগরিক কবি নন।

চর্যাপদের ভাষা : 'সন্ধা ভাষা' 'সন্ধ্যা ভাষা' অভিধা

- মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

চর্যাপদকে যে সকল ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলে দাবি উচ্ছেষণ করেছে। ভাষাবিজ্ঞানী ড. সুনীতির কুমার চট্টগ্রামাধ্যায়ের একটি বিশ্লেষণকে ব্যবহার করা হয় এ দাবির যুক্তি প্রতিষ্ঠায়। ড. সুকুমার সেন তার 'চর্যাপদের ভাষা ও চন্দ' প্রবক্ষে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন এভাবে—

"চর্যাপদের ভাষার বিচু শব্দ ও পদ আছে যাহা পরবর্তীকালের ভাষায় চালিয়া আসে নাই।" এগুলিতে সুনীতিবাবুর শৌরসেনী অপ্রক্ষের প্রভাব দেখিয়াছেন। এবং দুটো ক্রিয়াপদ ('ভগ্নি', 'বোলিথ') মৈলিনী হইতে আগত বলিয়াছেন। এইখনেই গোলমালের সূত্রপাত। সুনীতিবাবুর ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া এবং নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার গৌরব বাড়াইতে গিয়া বাঙালীর প্রতিবেণীরা এখন চর্যাগীতি নাইয়া রীতিমতো মামলা বাঁধাইয়াছেন।

সংস্কৃত, পালি ভাষাও হিন্দি, উড়িয়া ভাষার দাবিকে হার মানতে হয়েছে। কারণ চর্যাপদে খাটি বাংলা শব্দ ৪৭২টি; শতকরা হিসেবে চর্যাপদের মোট শব্দের ৩৯.৮৬% ভাগ। ১১৪৮টি শব্দের মধ্যে ২৫.৫১ ভাগ সংস্কৃত শব্দ কেনো রয়েছে তা-ও বর্তমানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তসম শব্দের দিকে তাকালৈ বোৱা যায়। বাকি গঠন ও চর্যাপদের কবিতাগুলোর বিষয় প্রকাশক

নানা উপাদান-উপাচার ঘটাই করে অবিস্বাদিতভাবে তা বাংলা ভাষার একাত্তি নিজস্ব বলে স্বীকৃত হয়েছে। চর্যাপদের আবিক্ষাক মহামহোপাধ্যায় হথপ্রসাদ শান্তীর নির্ধিষ্ঠ দেয়া রায়ই বলৱৎ রইলো।

কবিতা চিরকালই বাচ্যার্থের বাইরে গিয়ে প্রতিটি চরণের অর্থ নির্মাণ করে। বৃত্তজগতে ব্যবহৃত একেকটি শব্দ নতুন উপমা, রূপক, প্রতীকে কাপ্য পাঠকের অন্য অর্থ ধরিবে দেয়—যা কান কবিতাটির লক্ষ্য। শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থকে ধ্রুণ না করে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একেকটি

সাধন-পছা বা সাধন-সাম্ভাব্যকে নির্দেশ করা হয়েছে, চর্যাপদে। তাতে যেটা হয়েছে উৎসবী পাঠকের নিকট তার মর্মার্থ উপলব্ধ হয় না। তাই চর্যাপদের ভাষা কোনো একটি অর্থগত রূপ ধারণ করে না বরং তার অর্থ একাধিক বলে প্রতীয়মান হয়। এই প্রপক্ষ (phenomenon) থেকে 'সন্ধা ভাষা' ও 'সন্ধ্যা ভাষা'-শব্দবৃক্ষগুলো সৃষ্টি হয়।

প্রথমে 'সন্ধা' ও 'সন্ধ্যা' পদদ্বয়ের বানানের পার্থক্য লক্ষণীয়। 'সন্ধা' (য-ফল) যুক্ত সন্ধা পদের অর্থ দিন-রাত্রির মিলন-লগু'। দিনের আলো মুছে গিয়ে রাতের আঁধার নেমে আসে। এ সময়টিতে আলো আঁধারিত কারণে প্রকাশ নেই। একটি বস্তুকে অন্য বস্তু বলে মনে হয়।

কারণ সে বস্তুটির সঠিক রূপ, আলোক-সম্পত্তির অভাবে বীয়ে পরিচয় প্রকাশে ব্যর্থ হয়। এখনে দ্রষ্টার কোনো ব্যর্থতা বা দ্রষ্টির কোনো ঘটাতি-ক্রমতি নেই।

বাস্তবে এমন উপমান আছে বলৈই গৃহ অর্থের ধারক চর্যাপদের ভাষার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সহজিয়া সাধকদের 'মহাসুখ লাভ অর্থাতে জীবনের পরম সার্থকতা অজনের ক্ষেত্রে তা বাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবির আশেপাশে দৃষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ সমাজের অবক্ষয়ের কারণ তিনি এ পদে

সাধারণ বাঙালিদের কাছে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজনে এই বিবৃত করেন। বৌদ্ধ ধর্মের মৌল দর্শন থেকে বিচ্ছু

সমাজের অধিঃপতনের কথা বলতে গিয়ে তাকে নিজস্ব ভাষা-কাঠামো অনুসরণ করতে হয়েছে। কারণ সমাজ চিরদিনই কিন্তু আন্তিম অর্থ জনপ্রিয় নীতি দ্বারা প্রতিবিত হয়ে থাকে। এটা বর্তমানের মতো চর্যার যুগেও ছিল। কিন্তু তার বিকলে অবস্থান হইল করে সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সমাজ কখনো সহজে মেনে নেয়নি। তাই বিদ্রো-সাধক সাংকেতিক ভাষায় জীবনের মোক্ষ অজনের উপায় নির্দেশ করেন তার নিজস্ব শব্দ ভাষারের আশ্রয়ে। 'চান্দক' বাক্য বা বাসনার বক্স 'করণ' পাটের আস বা ইন্দ্রিয়ের পরিপ্রতির আশ ত্যাগ করার উপদেশ মোহুয়ুক সমাজবাসীর নিকট কতোখানি গ্রাহ্য বা সমাদৃত হবে এ শঙ্খ কবির মধ্যে সজাগ ছিলো। সাধনা মর্গে পৌছার পথ কৃষ্ণ করে দেয় ইন্দ্রিয়। তাই ইন্দ্রিয় দমন করে জিতেন্দ্রিয় মানব হিসেবে মহাসুখ বা পরম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এমন গৃহ অর্থ প্রকাশক কাব্যের ভাষা কবির অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্যের অনুগামী হবে—তাই তো ব্যাপ্তিবিক।

শব্দ চয়নে কেবল নয়; সে শব্দ প্রয়োগে বাক্য গঠনেও চর্যাকারণ অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করেছেন। নইলে কাহুপাদের এ চরণব্য কেনে এখনও প্রতিত্বের ভাবায়।।

"তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্ন।

ভগ্নই কাহু ভব পরিষ্ক্রিয়।।"

কথমাত্র 'তিনি' শব্দটির সন্ধা বা অভিসন্ধি অর্থাং কবির ইঙ্গিত হলো— বাহু অর্থে— শ্রগ-মৃত্য-পাতাল; অধ্যায় অর্থে কায়-বাক-চিত। কিংবা দিন-রাত-সন্ধ্যা আবার অধ্যায় অর্থে যোগ-যোগিনী-তত্ত্ব। উল্লিখিত চরণহয় আলো আঁধারির ভাষা নয় বরং তা সাধক-কবির সাধনা পদ্ধতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আুনিব বাংলা কবিতাও রংগক্ষেপী হয়ে থাকে কিন্তু চর্যাপদের অলংকারমণ্ডিত ভাষা চলমান সভ্যতার মার্জিত সমাজের প্রেক্ষিতে সৃষ্টি নয়। কাব্য চৰার উদ্দেশ্য যে ধর্ম সাধনা-তার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপাদ বলেন—

তুলা ধূনি ধূনি আঁসু রে আঁসু।

আঁসু ধূনি ধূনি নিরবর সেসু।

তু দে হেরুত গ পাবিই।

সান্তি ভগ্নই কিং স ভাবিই।

তুলা ধূনে ধূনে আঁশে রূপাত্তর করা হলো, আঁশকেও ধূনে ধূনে নিরবয় করা হয়— তুরুও সে হেতু পাওয়া যায় না; অর্থাং এই রূপ-রূপাত্তর প্রক্রিয়ার কারণ ঝুঁজে পাওয়া যায় না। সাধকের নিজস্ব অভিধান থেকে সাধনা ততু প্রকাশী অনন্য পদনিয়ত হয়ে উঠেছে তুলা, আশ, নিরবয় ইত্যাদি।

এগুলোর বাচ্যার্থ আলো-আধারের মাঝামাঝি লগ্নে অবস্থান করে না বরং সমগ্র পদটির অর্থ প্রকাশে সাধক-কবির হস্তয়ে লালিত অভিসন্ধি বা ইচ্ছাকে প্রকৃষ্টিত করে তোলে। চীকার করে নিতে হয় চর্যাপদের ভাষা দুর্বোধ্য। এমন চীকারেকি অন্য ভাষার লোকেরাও তাদের প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে অবশ্যই রাখে। তাই বলে তাকে আলো-আধারির ভাষা' বা 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে অভিহিত করা অসমীয়া। প্রকৃতপক্ষে কাব্যাদর্শ ও বৌদ্ধ ধর্মের সাধন প্রক্রিয়াসমূহ অভিসন্ধি প্রকাশক ভাষা হিসেবে চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধা ভাষা' অভিধান এবং করিয়া শ্ৰেণীভূত অবশ্যান্তৰ কাব্যাদর্শের নিজস্ব ভাষার প্রয়োজন।

সমাজের অধিঃপতনের কথা বলতে গিয়ে তাকে নিজস্ব ভাষা-কাঠামো অনুসরণ করতে হয়েছে। কারণ সমাজ চিরদিনই কিন্তু আন্তিম অর্থ জনপ্রিয় নীতি দ্বারা প্রতিবিত হয়ে থাকে। এটা বর্তমানের মতো চর্যার যুগেও ছিল। কিন্তু তার বিকলে অবস্থান হইল করে সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সমাজ কখনো সহজে মেনে নেয়নি। তাই বিদ্রো-সাধক সাংকেতিক ভাষায় জীবনের মোক্ষ অজনের উপায় নির্দেশ করেন তার নিজস্ব শব্দ ভাষারের আশ্রয়ে। 'চান্দক' বাক্য বা বাসনার বক্স 'করণ' পাটের আস বা ইন্দ্রিয়ের পরিপ্রতির আশ ত্যাগ করার উপদেশ মোহুয়ুক সমাজবাসীর নিকট কতোখানি গ্রাহ্য বা সমাদৃত হবে এ শঙ্খ কবির মধ্যে সজাগ ছিলো। সাধনা মর্গে পৌছার পথ কৃষ্ণ করে দেয় ইন্দ্রিয়। তাই ইন্দ্রিয় দমন করে জিতেন্দ্রিয় মানব হিসেবে মহাসুখ বা পরম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এমন গৃহ অর্থ প্রকাশক কাব্যের ভাষা কবির অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্যের অনুগামী হবে—তাই তো ব্যাপ্তিবিক।

মানসিক দক্ষতা অনুশীলন

-মো. নাফিস সাদিক ভূইয়া

পর্ব
১৪

সময় নির্গম বিষয়ক (পর্ব-৩)

ছোট ও বড় জনের বয়স বিষয়ক

* দ্বিতীয় পর্বে আমরা কীভাবে সরাসরি বার বের করা, তা শিখেছি। এই পর্বে আমরা একজনের বয়স দেওয়া থাকলে আরেকজনের বয়স বের করব। বিষয়টি খুবই সহজ। শুধু একটু মনোযোগ দিতে হবে। মনে করুন, একজন বাঙ্গি জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছে, অন্য একজন জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছে। তার মানে, যে ৩ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছে সে হবে বড় আর যে ২৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছে সে হবে ছোট। যদি বলা হয় বড়জনের জন্মদিন শনিবার হয় তাহলে ছোটজনের জন্ম কী বার হবে। তখন শনিবার থেকে সামনে, অর্থাৎ, রবি, সোম, পর্যায়ক্রমে সামনে যেতে হবে। আবার যদি ছোটজনের বয়স মঙ্গলবার দেওয়া থাকে তাহলে বড় জনের বয়স বের করার জন্য মঙ্গলবার থেকে পেছন দিকে যেতে হবে।

- মনে করুন, আপনি আপনার ভাই থেকে ২৪৩ দিনের বড়। আপনার জন্মদিন শনিবার হলে আপনার ভাইয়ের জন্মদিন কৈব?

৭	২৪৩	৩৪
	২১	
		৩৩
		২৮
		৫

ব্যাখ্যা : প্রথমে ২৪৩ কে ৭ দিয়ে ভাগ করতে হবে। যেহেতু ২৪৩ দিনের পার্থক্য দেওয়া আছে। ভাগশেষ যা থাকবে, তার সাথে যেই দিন দেওয়া আছে, তার পর থেকে যোগ করতে হবে। যেমন- পঞ্চ শনিবার দেওয়া আছে, তাহলে শনিবারের পর থেকে ৫ দিন যোগ করতে হবে। তাহলে হবে শনিবার+৫। যেহেতু ছোট ভাইয়ের বয়স বের করতে হবে।

- মনে করুন, আপনি আপনার ভাইয়ের চেয়ে ৫৭ দিনের ছোট। যদি আপনার জন্মদিন রবিবার হয় তাহলে আপনার ভাইয়ের জন্মদিন কৈব?

৭	৫৭	৮
	৫৬	
		১

রবিবার - ১ = শনিবার।

ব্যাখ্যা : যেহেতু বড় ভাইয়ের জন্মদিন বের করতে বলা হয়েছে, তাই যেইদিন দেওয়া আছে, তার থেকে পেছন দিকে চলে যেতে হবে।

[নোট : ছোট জনের বয়স বের করতে হলে যেইদিন দেওয়া আছে, তার থেকে সামনে যেতে হবে, বড় জনের বয়স বের করতে হলে পেছন দিকে যেতে হবে; উল্লেখিত বার থেকে।]

তারিখ বিষয়ক

১. ১৫ দিন আগে মিমি বলেছিল আগামী পরও তার জন্মদিন। আজ ৩০ তারিখ হলে কোন তারিখে মিমির জন্মদিন?

উত্তর : ১৭ তারিখ।

ব্যাখ্যা : আজ মাসের ৩০ তারিখ হলে ১৫ দিন আগে ছিল = (৩০ - ১৫) = ১৫ তারিখ।

এখন ১৫ তারিখের পর পরওদিন হবে $১৫ + ২ = ১৭$ তারিখ।

উত্তর : ১৭ তারিখ।

২. ১৭ দিন আগে আদুর রহিম বলেছিল যে, তার জন্মদিন আগামীকাল। আজ মাসের ২৩ তারিখ হলে তার জন্মদিন কোন তারিখে?

ব্যাখ্যা : আজ মাসের ২৩ তারিখ হলে ১৭ দিন আগের তারিখ ছিল। $২৩ - ১৭ = ৬$

আদুর রহিমের জন্ম তারিখ = $৬ + ১ = ৭$

৩. আগামী পরওর পরের দিন যদি রবিবার হয়, তবে গতকালের আগেরদিন কী বার হিসেব?

ব্যাখ্যা : আগামী পরওর পরের দিন রবিবার হলে আজ হবে বৃহস্পতিবার। তাহলে গতকালের আগের দিন হবে মঙ্গলবার। দিনগুলো ক্রমানুসারে সাজালে হবে-

মঙ্গল → বুধ → বৃহৎ → শুক্র → শনি → রবিবার

৪. আগামীকালের তিনদিন পরের যে দিন আসবে তা শনিবার। গতকালের দুই দিন পূর্বের দিনটি ছিল?

ব্যাখ্যা : আগামীকালের তিনদিন পরের দিনটি যদি শনিবার হয়, তাহলে শনিবারের তিনদিন পূর্বের দিনটি হবে মঙ্গলবার। অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার। এখন গতকালের দুই দিন পূর্বের দিনটি হবে শনিবার।

নিজে চেষ্টা করুন :

- ৩ তারিখ রবিবার হলে ২৮ তারিখ কি বার? -বৃহস্পতিবার।
- জুলাই মাসের শেষদিন শুক্রবার হলে, জুলাই মাসের প্রথমদিন কি বার হিসেব? -বুধবার।
- যদি মাসের প্রথমদিন সোমবার হয়, তাহলে মাসের ১২তম দিন -শুক্রবার।
- ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি শুক্রবার ছিল। সে বছর ৩১ ডিসেম্বর কি বার হিসেব?
- ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ছিল। সে বছর ৩১ ডিসেম্বর কি বার হিসেব?

পৰ-১১

শতকরা (Percentage)

- প্রাবন বালা

শতকরা (Percentage) : শতকরা শব্দের অর্থ হলো প্রতি ১০০ তে কত তার ধারণা।
প্রতীক : % শতকরা একটি ভগ্নাংশ।

- সূত্র-১**
- (i) শতকরাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলা হলে $\frac{1}{100}$ দ্বারা গুণ করতে হয়।
 - (ii) শুধু % = $\frac{1}{100}$ এর মান বসাতে হবে।

Type-1 (a) ভগ্নাংশ প্রকাশ :

1. $13\frac{3}{4}\%$ এর সমান- [৩০তম BCS]

$$\text{Ans: } \frac{11}{80}$$

$$\text{Solution: } 13\frac{3}{4}\% = \frac{55}{4} \times \frac{1}{100} = \frac{11}{80}$$

2. $12\frac{1}{2}\%$ এর সমানে ভগ্নাংশ কত হবে?

[বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (AD) ৯৫]

$$\text{Ans: } \frac{1}{8}$$

$$\text{Solution: } 12\frac{1}{2}\% = \frac{25}{2} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{8}$$

3. ০.৫ এর সমতূল্য কত? [গজী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-১৩]

$$\text{Ans: } \frac{1}{200}$$

$$\text{Solution: } 0.5\% = \frac{5}{10} \%$$

$$= \frac{5}{10 \times 100} = \frac{1}{200}$$

Type-1 (b) [একটি সংখ্যা ও তার শতকরা দেওয়া থাকলে]

1. ৩৭৫ এর ২০% কত? [11th NTRC]

উত্তর : ৭৫

$$\text{Solution: } 375 \text{ এর } 20 \times \frac{1}{100} = 75$$

2. 100 টাকার $\frac{1}{2}\%$ সমান কত? [গজী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-১৩]

উত্তর : 0.5 টাকা।

$$\text{Solution: } 100 \text{ এর } \frac{1}{2}\%$$

$$= 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{100} \text{ টাকা}$$

$$= 0.5 \text{ টাকা};$$

3. ০.২ এর ২০% কত? [Sonali, Janata, Agrani (SO)-08]
উত্তর : 0.04
Solution : ০.২ of ২০%
 $= 0.2 \times 20 \times \frac{1}{100} = 0.04$

Type-1 (c) প্রশ্নানুসারে ব্যবহৃত এবং % =

$$\frac{1}{100} \text{ বসাতে হয়।}$$

1. ৫-এর কত শতাংশ ৭ হবে- [৩০তম BCS]

উত্তর : 180

$$\text{Solution: } 5 \text{ এর } x\% = 7$$

$$\Rightarrow 5 \times \frac{1}{100} = 7$$

$$\Rightarrow x = \frac{7 \times 100}{5} = 180$$

2. ২-এর কত শতাংশ ৮ হবে? [৩০তম BCS]

উত্তর : 800

$$\text{Solution: } 2 \text{ এর } x\% = 8$$

$$\Rightarrow 2 \text{ এর } \frac{x \times 1}{100} = 8$$

$$\Rightarrow \frac{x}{50} = 8 \Rightarrow x = 800$$

3. ১২ এর কত শতাংশ ১৮ হবে? [৩০তম BCS]

উত্তর : 150

$$\text{Solution: } 12 \text{ এর } x\% = 18$$

$$\text{বা, } 12 \times \frac{x}{100} = 18$$

$$\text{বা, } x = \frac{18 \times 100}{12} = 150$$

4. একটি সংখ্যার ১২% ৮৮ হলে সংখ্যাটি?

[ATEO-15]

উত্তর : 800

$$\text{Solution: } x \text{ এর } 12\% = 88$$

$$\Rightarrow x \text{ এর } \frac{12 \times 1}{100} = 88$$

$$\Rightarrow x = \frac{88 \times 100}{12} = 800$$

5. ৯০ কোন সংখ্যার ৭৫% [NSI(AD)-15] (School)]

Solution : ধরি, সংখ্যাটি = x

$$x \text{ এর } 75\% = 90 \Rightarrow \frac{75}{100} x = 90$$

$$\Rightarrow x = \frac{90 \times 100}{75} = 120$$

Type-1(d) সাধাৰণ শতকরার সমস্যাবলী।

১. মি. রেজা তার সম্পদের ১২% ছাঁকে, ৫৮% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট ৭,২০,০০০/- টাকা মেয়েকে দিলেন। তার সম্পদের মোট পরিমাণ কত?

সমাধান : স্বী পায় = ১২%,

$$\text{ছেলে পায়} = ৫৮\% \text{ এবং মেয়ে পায়} = (100 - (12 + 58))\% = 30\%$$

$$\text{সম্পদের } 30\% = 7,20,000 \text{ টাকা;}$$

$$1\% = \frac{720000}{30} \text{ টাকা;}$$

$$100\% = \frac{720000 \times 100}{30} \text{ টাকা}$$

$$= 24,00,000 \text{ টাকা}$$

Type-2 (a) সংসারে ঝরচ অপরিবর্তিত

রাখার জন্য দ্রব্যের মূল্য বৃক্ষ পেলে দ্রব্যের ব্যবহারহ্রাস পাবে;

Short Techine: যদি দ্রব্য মূল্য R% বৃক্ষ পায় তবে ব্যবহার কমাতে হবে = $\frac{100 \times R}{100 + R} \%$

1. চিনির মূল্য ২৫% বৃক্ষ পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খোওয়া এমনভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃক্ষ পেল না। ঐ পরিবার চিনি খোওয়া বাবদ শতকরা কত কমালো। [১৪, ১২, ১০তম BCS]
উত্তর : ২০%

Short Technic চিনির ব্যবহার কমাতে হবে = $\frac{100 \times R}{100 + R} \%$

$$= \frac{100 \times 25}{100 + 25} \% = 20\%$$

2. একটি প্রিস্টান তার কর্মচারীদের বেতন ২৫% বাঢ়ালো। এখন বেতন শতকরা ক্রমাগত কমালো তা পূর্বের বেতনের সমান হবে? [Bangladesh Bank Assist. Director: 07]

Short Technic : বেতন কমাতে হবে

$$= \frac{100 \times 25}{100 + 25} \% = 20\%$$

3. তেলের মূল্য ২৫% বৃক্ষ পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালো তেল বাবদ ব্যয় বৃক্ষ পাবে না? [৩০তম BCS]

Short Technic তেলের ব্যবহার কমাতে হবে

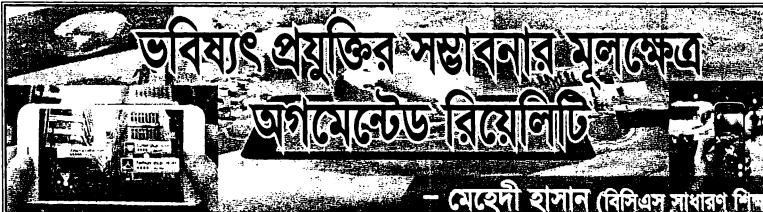
$$= \frac{100 \times 25}{100 + 25} \% = 20\%$$

4. ক-এর বেতন খ-এর বেতন অপেক্ষা শতকরা ৩৫ টাকা বেশি হলে, খ-এর বেতন অপেক্ষা কত টাকা কম? [১১তম BCS]
উত্তর : ২৫.৯৩ টাকা

Short Technic : খ এর বেতন কম

$$= \frac{R}{100 \times R} \times 100 = \frac{100 \times 35}{100 + 35}$$

$$= 25.93$$



বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত মানব জাতিকে বিস্ময়করণ প্ৰযুক্তি উপহার দিয়ে চলেছে। আৱ এই প্ৰযুক্তি এখন অবাস্তুৰ কাঙ্গালিক কিছু দেখলেও সেটাকে বিখ্যাপ কিছু মনে হয় না। কেউ যদি চায় কোনো ভাৰ্চুয়াল পৰিবেশে বসে বহুদূৰেৰ বস্তুৰ সঙ্গে সাউচ, ভাৰ্তাবন আৱ গন্ধ একত্ৰ হয়ে সত্যিকাৰেৰ আৱ সৃষ্টি কৰত। ১৯৬৮ সালে আইভান সাদাৰল্যান্ড হেড-মাউন্টেড ডিসপ্লে উভাবন কৰেন, যা ভাৰ্চুয়াল জগতেৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰে দেয়। ১৯৭৫ সালে মায়ান কুপার 'ডিওপ্লে' উভাবন কৰেন। এই প্ৰযুক্তিতে মানুষ প্ৰথম ভাৰ্চুয়াল অবজেক্টেৰ সঙ্গে ইন্টাৰঅ্যাক্ট কৰত শুৰু কৰে। ১৯৮০ সালে সিটো ম্যান তৈৰি কৰেন প্ৰথম পৰিদীনোয়া কম্পিউটাৰ। এৱ যদ্যে ছিল একটি কম্পিউটাৰ ভিশন সিস্টেম, যা ফটোগ্ৰাফিক্যালি মেডিয়েটেড রিয়েলিটি বা অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায়। ১৯৯৩ সালে মাইক এৰানন্দি ও তাৰ সহযোগীৰ মিলে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ব্যবহাৰেৰ মাধ্যমে মহাকাশেৰ জোৱাল শনাক্তকৰণেৰ ওপৰ একটি রিপোর্ট উপস্থাপন কৰেন। ১৯৯৩ সালে ফ্রিকমেৰ পৃষ্ঠাপৰ্যাকৰণ লোৱাল ডাইটিগিল প্ৰথম এ আৱ ইকুইপড ভেহিকেলৰ সঙ্গে মানব নিয়ন্ত্ৰিত সিমুলেটেৰেৰ সমিলন প্ৰদৰ্শন কৰে। ১৯৯৪ সালে জুলি মাটিন সৰ্বৰ্থথম অগমেন্টেড রিয়েলিটি থিয়েটাৰ প্ৰোডাকশন তৈৰি কৰেন। ১৯৯৮ সালে ইউনিভার্সিটি অৰ নৰ্থ ক্যাৰোলিনায় স্পেসিয়াল অগমেন্টেড রিয়েলিটি নাম শুনৈ বোৰা যাচ্ছে এটি তৈৰি কৰেছে টেক জায়ান্ট মাইক্ৰোফট। এই যন্ত্ৰিতে রয়েছে একটি 'হেড গিয়াৰ' বা অনেকটা একটি আধুনিক সামগ্ৰিসেৰ মতোই। এই গ্লাসেৰ সহায়তায় ব্যবহাৰকাৰীৰা খুব সহজেই টু মেৰে আসতে পাৱেন গেমস বা সিনেমাৰ দুনিয়ায় অথবা ঘুৱে আসতে পাৱেন দূৰেৰ কোনো দেশ থেকে। অবশ্য এখনো অগমেন্টেড রিয়েলিটি খুব সহজলভ্য কোন প্ৰযুক্তি নয়। প্ৰাথমিকভাৱে এৱ ব্যৱহাৰ অনেক বেশী। অন্যদিকে, বিজ্ঞানীৰা অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ ক্ৰমেই যান্ত্ৰিক হয়ে যাবাৰ ব্যৱহাৰে নিজেদেৰ আশংকা জনিয়েছেন। কাৰোৱ মতে, এটা মানবজাতিকেই নিঃশেষ কৰে দিতে পাৱে। কল্পনানিৰ্ভৰ এই প্ৰযুক্তি ক্ৰমেই মানুষেৰ চিন্তা কৰিবাৰ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পাৱে বলে তাৰা বাবাৰাৰ ছঁশিয়াৰ কৰাচ্ছে। অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ সামাজিক যোগাযোগেৰ ক্ষমতাও হাস্ত পেতে পাৱে বলে তাৱা মনে কৰাচ্ছেন। মাত্ৰাবিক স্মার্টফোনে আসক্তি আমাদেৰ ক্ষতিই কৰিব বলে ভাৰ্তাহন তাৰা।

একটি উপায়। প্ৰযুক্তিবিদৰ বলছেন, এই প্ৰযুক্তি আৱ এই শুধু কল্পবিজ্ঞানকেই বাস্তবায়িত কৰে না, অদ্বা জগৎকেও দেখতে সাহায্য কৰে। উদাহৰণ হিসেবে বলা যেতে পাৱে, কেউ চেয়াৱে বসে ঢোকে হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে লাগিয়ে একটা সিমুলেটেড সিস্টেমেৰ মাধ্যমে একেবাৰেই ভিত্তি কিছু যেমন আয়াৰনয়ান বা সুপারয়ান মুভিৰ মতোই একটা ত্ৰিমাত্ৰিক পৰিবেশেৰ স্বাদ পেতে পাৱেন এবং যেটা আপনাৰ কাছে হয়তো সত্যি বলেও মনে হবে। যেমন: পোকেমন গোও একটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি প্ৰযুক্তি সমৰ্থিত গেম।

অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ ইতিহাস: ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালৰ মধ্যে মৰ্টন হেলিং নামক একজন সিনেমাটোগ্ৰাফাৰ 'সেনসোৱামা' নামক নতুন এক প্ৰযুক্তিৰ উভাবন ও পেটেন্ট কৰেন যেখানে ভিজুয়াল,

ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিৰ সম্ভাৱনাৰ যুগাব্ৰূত আগমেন্টেড রিয়েলিটি

- মেহেদী হাসান (বিসিএস সাধাৰণ শিক্ষক)

সাউচ, ভাৰ্তাবন আৱ গন্ধ একত্ৰ হয়ে সত্যিকাৰেৰ আৱ সৃষ্টি কৰত। ১৯৬৮ সালে আইভান সাদাৰল্যান্ড হেড-মাউন্টেড ডিসপ্লে উভাবন কৰেন, যা ভাৰ্চুয়াল জগতেৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰে দেয়। ১৯৭৫ সালে মায়ান কুপার 'ডিওপ্লে' উভাবন কৰেন। এই প্ৰযুক্তিতে মানুষ প্ৰথম ভাৰ্চুয়াল অবজেক্টেৰ সঙ্গে ইন্টাৰঅ্যাক্ট কৰত শুৰু কৰে। ১৯৮০ সালে সিটো ম্যান তৈৰি কৰেন প্ৰথম পৰিদীনোয়া কম্পিউটাৰ। এৱ যদ্যে ছিল একটি কম্পিউটাৰ ভিশন সিস্টেম, যা ফটোগ্ৰাফিক্যালি মেডিয়েটেড রিয়েলিটি বা অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যায়। ১৯৯৩ সালে মাইক এৰানন্দি ও তাৰ সহযোগীৰ মিলে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ব্যৱহাৰেৰ মাধ্যমে মহাকাশেৰ জোৱাল শনাক্তকৰণেৰ ওপৰ একটি রিপোর্ট উপস্থাপন কৰেন। ১৯৯৩ সালে ফ্রিকমেৰ পৃষ্ঠাপৰ্যাকৰণ লোৱাল ডাইটিগিল প্ৰথম এ আৱ ইকুইপড ভেহিকেলৰ সঙ্গে মানুষ নিয়ন্ত্ৰিত সিমুলেটেৰেৰ সমিলন প্ৰদৰ্শন কৰে। ১৯৯৪ সালে জুলি মাটিন সৰ্বৰ্থথম অগমেন্টেড রিয়েলিটি থিয়েটাৰ প্ৰোডাকশন তৈৰি কৰেন। ১৯৯৮ সালে ইউনিভার্সিটি অৰ নৰ্থ ক্যাৰোলিনায় স্পেসিয়াল অগমেন্টেড রিয়েলিটি নাম শুনৈ বোৰা যাচ্ছে এটি তৈৰি কৰেছে টেক জায়ান্ট মাইক্ৰোফট। এই যন্ত্ৰিতে রয়েছে একটি 'হেড গিয়াৰ' বা অনেকটা একটি আধুনিক সামগ্ৰিসেৰ মতোই। এই গ্লাসেৰ সহায়তায় ব্যবহাৰকাৰীৰা খুব সহজেই টু মেৰে আসতে পাৱেন গেমস বা সিনেমাৰ দুনিয়ায় অথবা ঘুৱে আসতে পাৱেন দূৰেৰ কোনো দেশ থেকে। অবশ্য এখনো অগমেন্টেড রিয়েলিটি খুব সহজলভ্য কোন প্ৰযুক্তি নয়। প্ৰাথমিকভাৱে এৱ ব্যৱহাৰ অনেক বেশী। অন্যদিকে, বিজ্ঞানীৰা অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ ক্ৰমেই যান্ত্ৰিক হয়ে যাবাৰ ব্যৱহাৰে নিজেদেৰ আশংকা জনিয়েছেন। কাৰোৱ মতে, এটা মানবজাতিকেই নিঃশেষ কৰে দিতে পাৱে। কল্পনানিৰ্ভৰ এই প্ৰযুক্তি ক্ৰমেই মানুষেৰ চিন্তা কৰিবাৰ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পাৱে বলে তাৱা বাবাৰাৰ ছঁশিয়াৰ কৰাচ্ছে। অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ সামাজিক যোগাযোগেৰ ক্ষমতাও হাস্ত পেতে পাৱে বলে তাৱা মনে কৰাচ্ছেন। মাত্ৰাবিক স্মার্টফোনে আসক্তি আমাদেৰ ক্ষতিই কৰিব বলে ভাৰ্তাৰে তাৰা।

পৰিশেষে বলা যায় যে, সবকিছুৰই কিছু নেতৃত্বাচক দিক থাকবেই। বৃক্ষিমান মানুষ সবসময়ই প্ৰযুক্তিৰ ভালো দিকটাই বেছে নিয়েছে, আৱ তাৱা সাথে কৰেই এটাৰ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। যাবে সামনে আৱও অনেকপথ। অগমেন্টেড রিয়েলিটি মানুষেৰ জন্য প্ৰযুক্তিৰ এক আশীৰ্বাদ হয়ে উঠবে, এটাই আমাদেৰ চাওয়া।

শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদেৰ অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে দক্ষ কৰে তোলা যাচ্ছে। এমনকি সাধাৰণ ক্লাসেও, বৈজ্ঞানিক কঠিন বিষয়কে সহজেই শিক্ষার্থীদেৰ কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে। কিবো ইতিহাস-ভূগোল ক্লাসেও প্ৰযোজনীয় আৱ তৈৰিৰ মাধ্যমে শিক্ষাদান সহজ হচ্ছে। ডাইভিং শেখাতেও অগমেন্টেড রিয়েলিটি আজকাল ব্যবহাৰ হচ্ছে। মাইক্ৰো কম্পিউটাৰ টেকনোলজি সহজলভ্য হওয়াতে, হেড মাউন্টেড ডিসপ্লেৰ মাধ্যমে সহজেই নতুন চালকদেৰ রাস্তাৰ এক্সিডেন্ট না ঘটিয়ে কম সময়ে, কম খৰচে দক্ষ কৰে তোলা যাচ্ছে। সামৰিক বাহিনীতে অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ ব্যবহাৰে মাধ্যমে দৰণণভাৱে উপকৃত হচ্ছে। সেনাবাহিনীৰ ভাৰ্চুয়াল রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে নিজেদেৰ দক্ষতা বালিয়ে নিতে পাৰে।

অগমেন্টেড রিয়েলিটি যেভাৱে কাজ কৰে এই প্ৰযুক্তি মূলত কাজ কৰে ডিভাইসেৰ ক্যামেৰাৰ মাধ্যমে। বিশেষ ধৰনেৰ ক্যামেৰাৰ সেপৰেৱ মাধ্যমে চাৰপাশেৰ বস্তুগুলোৰ দূৰত্ব ত্ৰিমাত্ৰিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰতে সক্ষম এসব ডিভাইস। তাৰ পৰ সে দূৰত্ব প্ৰসেস কৰে সেখানে ত্ৰিমাত্ৰিক অগমেন্টেড এলিমেন্টগুলো যুক্ত কৰা হয়।

তাৰ কাণানো অগমেন্টেড রিয়েলিটি ডিভাইস : এ পৰ্যন্ত সবচেয়ে তাৰ কাণানো অগমেন্টেড রিয়েলিটি সংৰলিপি ডিভাইসটি হচ্ছে মাইক্ৰোসফট হলোপেস। নাম শুনেই বোৰা যাচ্ছে এটি তৈৰি কৰেছে টেক জায়ান্ট মাইক্ৰোসফট। এই যন্ত্ৰিতে রয়েছে একটি 'হেড গিয়াৰ' বা অনেকটা একটি আধুনিক সামগ্ৰিসেৰ মতোই। এই গ্লাসেৰ সহায়তায় ব্যবহাৰকাৰীৰা খুব সহজেই টু মেৰে আসতে পাৱেন গেমস বা সিনেমাৰ দুনিয়ায় অথবা ঘুৱে আসতে পাৱেন দূৰেৰ কোনো দেশ থেকে। অবশ্য এখনো অগমেন্টেড রিয়েলিটি খুব সহজলভ্য কোন প্ৰযুক্তি নয়। প্ৰাথমিকভাৱে এৱ ব্যৱহাৰ অনেক বেশী। অন্যদিকে, বিজ্ঞানীৰা অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ ক্ৰমেই যান্ত্ৰিক হয়ে যাবাৰ ব্যৱহাৰে নিজেদেৰ আশংকা জনিয়েছেন। কাৰোৱ মতে, এটা মানবজাতিকেই নিঃশেষ কৰে দিতে পাৱে। কল্পনানিৰ্ভৰ এই প্ৰযুক্তি ক্ৰমেই মানুষেৰ চিন্তা কৰিবাৰ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিতে পাৱে বলে তাৱা বাবাৰাৰ ছঁশিয়াৰ কৰাচ্ছে। অগমেন্টেড রিয়েলিটিৰ মাধ্যমে মানুষেৰ সামাজিক যোগাযোগেৰ ক্ষমতাও হাস্ত পেতে পাৱে বলে তাৱা মনে কৰাচ্ছেন। মাত্ৰাবিক স্মার্টফোনে আসক্তি আমাদেৰ ক্ষতিই কৰিব বলে বলে ভাৰ্তাৰে তাৰা।

পৰিশেষে বলা যায় যে, সবকিছুৰই কিছু নেতৃত্বাচক দিক থাকবেই। বৃক্ষিমান মানুষ সবসময়ই প্ৰযুক্তিৰ ভালো দিকটাই বেছে নিয়েছে, আৱ তাৱা সাথে কৰেই এটাৰ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। যাবে সামনে আৱও অনেকপথ। অগমেন্টেড রিয়েলিটি মানুষেৰ জন্য প্ৰযুক্তিৰ এক আশীৰ্বাদ হয়ে উঠবে, এটাই আমাদেৰ চাওয়া।

**Bank Job****Phase-5****E@sy Fill gap solve (MCQ)**

- Md. Rajjob Hossain

5. Not until a student has mastered algebra ---- the principles of geometry, trigonometry and physics. [NCC MTO Recruit. Test-2011]

- Ⓐ he can begin to understand
- Ⓑ can he begin to understand
- Ⓒ he begins to understand
- Ⓓ begins to understand

E@sy Solve : Not until means কোন নির্দিষ্ট ঘটনার পূর্বে নয়; master means become skilled/proficient at sth; Sentence-র অর্থ : বীজগণিত না শেখা পর্যন্ত কোন student জ্যামিতির সূত্রাবলী বুঝতেই পারে না। জোর দেয়ার জন্য Not until বাক্যের প্রথমে বসেছে। আর Not until বাক্যের প্রথমে বসায় he can begin(Subject + auxiliary verb+ main verb) না হয়ে, Inversion - auxiliary verb+Subject + main verb (Can + he + begin) এভাবে বসেছে। This is called inversion sentence. Ans:B Normally লিখলে হয়: Until a student has mastered algebra he can not begin to understand.....

6. Neptune is an extremely cold planet and ----. [NCC MTO Recruit. Test - 2011]

- Ⓐ so does Uranus Ⓑ so has Uranus
- Ⓒ so is Uranus Ⓓ Uranus so

E@sy Solve : বাক্যের প্রথমাংশের অর্থ- Neptune হলো একটি extremely শীতল গ্রহ; and-এর পরে Uranus is cold planet also না বলে, grammatically more nicely / সুন্দরভাবে বলতে and so is Uranus(Uranus-ও তাই)বলা হয়েছে। Therefore, Ans. (C)।

01. It is a special feature of cell aggregation in the developing nervous system that in most regions of the brain the cells not only adhere to one another and also adopt some preferential orientation. [Mercantile Bank Ltd- 2011]

- Ⓐ to one another and also adopt
- Ⓑ one to the other, but also adopting
- Ⓒ to one another but also adopt
- Ⓓ to each other, also adopting
- (e) None of the above

E@sy Solve option (a)-তে (not only).....but also হবে। Thus, option (d)-তে not only-এর সাথে, but also হবে। option (c)-তে not only + verb..... but also + verb আছে। option (b)-তে not only

+ verb (adhere)+ but also + verb (adopt) নেই। So, Ans. (c)

02. Jatiyo Sriti Shoudho designed by Syed Mainul Hossain, a monument in Bangladesh, is the symbol of the valor A B the brave C and the sacrifice of those D killed in the independet E War of 1971.

E@sy Solve Valor (noun - বীরত্ব) এবং sacrifice (noun আত্মগ্রহণ)-এর সাথে similar noun শব্দ brave(সাহস) না হয়ে, সাহসিকতা (bravery) হবে। দাগাক্ষিত অংশে ভুল হলো valor এবং sacrifice থেকে ভিন্ন brave আছে। So, Ans. (c)। Here,.... the sacrifice of those killed in the independet war of 1971. = the sacrifice of those who were killed in the indepedent war of 1971.

Correct বাক্যের অর্থ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুক্তে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের তাপ্তি, সাহসিকতা এবং বীরত্বের symbol হলো- সৈয়দ মহিনুল হোসেন ঘারা ডিজাইন করা Jatiyo Sriti Shoudho (জাতীয় শূভ্র সৌধ) মেটা বাংলাদেশে একটি শৃঙ্খিসৌধ।

03. The aims of the European Economic Community (EEC) are to eliminate tariffs between member countries; developing common policies for A agriculture, labour B welfare, trade, and transportation C and to abolish D trusts and cartels.

E@sy Solve to eliminate এবং to abolish-এর সাথে similar infinitive + verb শব্দ A-তে to develop হবে। দাগাক্ষিত অংশে ভুল হলো to eliminate এবং to abolish থেকে ভিন্ন developing আছে। So, Ans. (A)।

04. Warning that computers in the United States are not secure, the National Academy of Sciences has urged the nation to revamp computer security procedures, institute new emergency response teams, creating a special nongovernment organization to take charge of computer security planning.

- Ⓐ creating a special nongovernment organization to take
- Ⓑ creating a special nongovernment organization that takes
- Ⓒ and create a special nongovernment organization for taking
- Ⓓ and create a special nongovernment organization to take

E@sy Solve : Correction Rule- In the specific idiomatic case of ‘for doing XYZ’ vs ‘does X’. Always choose “does XYZ”. Similarly, in case of “to do XYZ” vs “for/from doing XYZ”. Always choose “to do XYZ”. Notice the only difference between (C) and (D) is the last two words. You are tasked to choose between “for taking” and “to take.” Well, the answer is (D) “to take” – following the grammar rule that “to do X” is preferred.

05. Unlike previous presidents, Donald Trump's administration is radically different from those of his predecessors not only because his approval ratings taking office are lower than any president in modern history but also because of the unprecedented level of media opposition.

- Ⓐ Unlike previous presidents, Donald Trump's administration is radically different from those of his predecessors not only because his approval ratings taking office are lower than any president in modern history but also because of the unprecedented level of media opposition.

⑥ Unlike previous presidents, the administration of Donald Trump is radically different from those of his predecessors not only because his approval ratings taking office are lower than those of

- ⑥ Donald Trump's situation, unlike those of previous presidents, is radically different from his predecessors not just because his approval ratings upon taking office are lower than those of

⑥ Donald Trump's situation is radically different from that of his predecessors not just because his approval ratings upon taking office are lower than those of

E@sy Solve : In option C,unlike those of previous presidents, is ... (Incorrect). B. the administration(singular noun) of Donald Trump is radically different from those (plural pronoun) of Also in A is incorrect. Such mistake is absent in option D.



গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা তথ্য

- মাহমুদ হাসান রানি (প্রতাষক, ইংরেজি বিভাগ)

গণমাধ্যম সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন -এই তিনটি তথ্য ও বিনোদন মাধ্যম জনগণকর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বলে এই তিনটিকেই বলা হতো গণমাধ্যম। যেমন- ইউরোপের ৯৫% গৃহেই টেলিভিশন রয়েছে। বিশ্ব শতাব্দীর শেষ দুই দশকে আরও একটি মাধ্যমের উন্নত ঘটে। সেটি হলো কম্পিউটার মাধ্যম। এই মাধ্যমটি ইতোমধ্যেই অন্য সকল মাধ্যমকে সমৃদ্ধির দিক থেকে অতিক্রম করে গেছে। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রবাহের ধারাকে বলা হয় তথ্য মহাসড়ক। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে কম্পিউটারও এখন অধিকাংশ গৃহে পৌছে গেছে এবং গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম সং ও নিরাপদ্ধতি হলে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে, পরে শাসকদের বিবেক হিসেবে কাজ করতে। শাধীন ও শক্তিশালী গণমাধ্যম যেকোনো সরকারের উত্থান-পতন ঘটাতে পারে। অর্থনৈতিকে গড়তে পারে। পারে জাতিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে।

গণযুদ্ধ : গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত-নিপত্তিত জনগণের যুদ্ধই হলো গণযুদ্ধ। দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনগণের যুদ্ধও গণযুদ্ধ।

গণহত্যা Genocide : কোনো বিশ্বে ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ বা কৃষিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্মূল কার হানুক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সপরিবন্ধিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার এরাপ গণহত্যার মাধ্যমে ইহুদি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়েছিলেন।

গিন্ড মধ্যযুগের (সামুদ্র যুগের) কারিগরদের সংগুলোকে বলা হতো গিন্ড। সামুদ্র যুগে নগরে নগরে হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সামুদ্রবাণীদের বাধা ও হামলা থেকে নিজেদের সাধারণ শার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে

এসমস্ত সংঘ বা শিল্প গড়ে তোলে।

গেটিসবার্টের ভাষণ গেটিসবার্গ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পেন সেলভানিয়ার একটি শহর। জেনারেল লী-এর নেতৃত্বাধীন কনফেডেরেট বাহিনী পটেম্যাক অতিক্রম করে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে চাইলে জেনারেল জর্জ সি. সিড বিদ্রোহীদের বাধা দেন এবং তিনদিনব্যাপী গৃহযুদ্ধের পর গেটিসবার্টকে প্রায় ৩০০০ এবং লীর প্রায় ৪০০০ লোক নিহত হয়। এই বিজয়ের ফলে

মার্কিন গৃহযুদ্ধের ফলাফল ফেডারেল সরকারের সম্পূর্ণ পক্ষে এসে যায়। এই বছরেই আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গেটিসবার্টের সামরিক গোরস্থানে উৎসর্গীকৰণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং শাধীনতার নবজন্ম বিশ্বের উপর তাঁর প্রতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরেন এবং যোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক সরকার হবে

জনগণের সরকার, জনগণের ধারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য গঠিত সরকার। তার এ ভাষণ পেটিসবার্গের ভাষণ নামে ইতিহাসখ্যাত।

Hegemony (অধিগত্য) : প্রিক শব্দ 'হেসেমন' থেকে উত্তৃত ইংরেজি শব্দ 'হেজিমন'। প্রত্যায়িত অর্থ জটিল। দুটি বিপরীত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। একটি হলো জোরপূর্বক আধিপত্য, অপরাধ নেতৃত্ব, যার পেছনে প্রচন্দ সম্ভাব্য আছে। কোনো শ্রেণির ধারা অন্যান্য শ্রেণি কিংবা বাস্তু ধারা রাষ্ট্রের উপর প্রভৃতি বা আধিপত্য করা। উনিশ শতকে ইউরোপে এক রাষ্ট্রের উপর অন্য রাষ্ট্রের প্রভাব অর্থে হেজিমন (প্রভৃত্ববাদ) কথাটির প্রচলন ঘটে।

Helsinki Accord (হেলিস্টিক ট্রিক্সি) : ন্যাটো ও ওয়ারশ জেটের সদস্য ও জেটো-বহির্ভূত ১৩টি দেশসহ ইউরোপের মোট ৩৫টি দেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১ আগস্ট ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলিসিঙ্কিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-প্রবর্তী স্থিতাবস্থা বাহাল রাখা, ন্যাটো ও ওয়ারশ জেটের মধ্যে সমৰোচ্চ বৃদ্ধি করা এবং অসদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

Herald (রেবার্সড) : প্রাচীনকালে এক শ্রেণির পেশাদার ব্যক্তি, পদের দায়িত্ব ছিল অন্যান্য কাজের মধ্যে যুক্ত ঘোষণা, যুক্তিক্রমে পড়ে থাকা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা, দৃতদের (envoy) নিরাপদ যাতার জন্য চুক্তির ব্যবস্থা করা। প্রাচীন হিসেব এ ধরনের ব্যক্তিকে বলা হতো দেবদূত এবং তারা স্বীয় সুরক্ষা ভোগ করতেন বলে ধরে নেয়া হতো। কার্যত, রেবার্সড অনেক কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কৃটনৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত হতেন। হেরাস্টেডের মধ্যযৌনীয় ইউরোপে সর্বশেষ দেখা যায়। অবশ্য তারা প্রাচীনকালের হেরাস্টেডের ন্যায় মর্যাদা ভোগ করতেন না।

Head of State (রাষ্ট্রপ্রধান) : যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধান বা অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই ধরনের ব্যক্তি চূড়ান্ত নির্বাচী ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন; যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। নিতান্ত লোকিকতাসর্বোচ্চ রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে; যেমন- 'প্রেট ব্রিটেনের রানি', 'বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি'।

High Commissioner (হাইকমিশনার) : কমনওয়েলথভুক্ত একটি শাধীন দেশকর্তৃক অন্য একটি শাধীন দেশে প্রেরিত প্রথম শ্রেণির মিশন প্রধানের টাইটেল। কমনওয়েলথভুক্ত নয়, এমন দেশে প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে প্রতিনিধিকে আয়োমেস্তের বলা হয়। প্রার্থক হচ্ছে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হওয়া বা না-হওয়া। এই পরিভাষা ব্যবহারের ধারা কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের বিশেষ সম্পর্ককে বুঝানো হয়ে থাকে মাত্র। পরিভাষাগত পার্থক্য এবং

লঙ্ঘনে প্রাপ্য কিছু ছেটখাটো অতিরিক্ত সুবিধানি এবং লৌকিকতাপূর্ণ পার্থক্য ছাড়া হাইকমিশনার ও বাণ্ড্রুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য হাইকমিশনারা যে পরিচয়পত্র বহন করেন তা প্রত্যয়নপত্র (Letter of credence)-এর মতো গতানুগতিক নয়। একেতে গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী উভয় রাষ্ট্রের অধীন হয়, সেক্ষেত্রে উভয় দেশেই একই বাকি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিবেচিত হন এবং সেক্ষেত্রে নবনির্মাণ হাইকমিশনার প্রেরণকারী দেশের সরকারপ্রধানের কাছ থেকে গ্রহণকারী রাষ্ট্রের সরকারপ্রধানের (প্রধানমন্ত্রীর) কাছে পরিচয়পত্র বহন করেন।

সামরিক গণতন্ত্র : সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রে যতকুঠু গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করে, সেটাকেই বলে সামরিক গণতন্ত্র। কোনো কোনো সময় সামরিক বাহিনী পরোক্ষভাবে সর্বময় বা মূল ক্ষমতা হাতে রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন দেয় এবং পার্লামেন্ট গঠন করে। প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সামরিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামরিক বাহিনীর হাতেই মূল ক্ষমতা কৃক্ষিগত রাখা।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র : ১৯৫১ সালে ফ্রান্সফুটে অনুষ্ঠিত সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও কাজসমূহ নির্ধারণ করা হয়। বলাবাহ্য, এই মতবাদ মার্কিসবাদ এবং লেনিনবাদ পরিপন্থ, বনেদি মার্কিসবাদীদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আসলে সংক্ষারবাদীদেরই আদর্শ। এই মতবাদ শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক ও সর্বহারার একনায়কেত্বের অপরিহার্যতা শীকার করে না। এই মতবাদীদের মতে, বৰ্জোয়া কাঠামোর মধ্য থেকেই সংক্রিতি, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন সাধন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, জনগণকে উন্মুক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। ইউরো-কমিউনিজিম বা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের চিত্তাধারাও এই মতবাদের অন্তর্গত।

গণপরিষদ : কোনো দেশ নতুন স্বাধীনতা লাভ করলে কিংবা কোনো দেশে কোনো নতুন আদর্শবাদী সরকার ক্ষমতা দখল করলে, নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে পরিষদ গঠন করা হয় তাকে বলে গণপরিষদ।

High Representative (উচ্চ প্রতিনিধি) : জাতিসংঘে অনেক সময় বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে বিশেষ করে জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। যেমন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব নং ৫৬/২২৭ এর আওতায় ২০০১ সালে The office of the High Representative for the least Developed Countries. জাতিসংঘ মহাসচিবের এ ৫৬/৬৪৫ নং রিপোর্টে উহার কার্যবলি আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চ অফিসের উচ্চ প্রতিনিধি হচ্ছেন নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশের সাকে স্থায়ী প্রতিনিধি, প্রাণ্ডুত জনাব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী।



জুন মাসের দিবসগুলো

তাপমাত্রা কমাব অভ্যন্তরীণ প্রভাবক, দেশক ও আবাসিক

বিশ্ব দুর্ঘ দিবস ১ জুন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার উদ্যোগে ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম দিনে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। দুর্ঘ ও দুর্ভাগ্য পদ্ধের উপকারিতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এ দিবসটি পালিত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত কার্যকর বৈশিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন পর্যন্ত জাতিসংঘের উদ্যোগে সর্বপ্রথম সুইডেনের বাজধানী স্টকহোমে পরিবেশ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিবসটি প্রথম পালিত হয়েছিলো ১৯৭৩ সালে। প্রতিবছরই এ দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়। উত্তর গোলার্ধে দিবসটি বসতে আর দক্ষিণ গোলার্ধে শরতে পালিত হয়।

বিশ্ব সমুদ্র দিবস : সাগর-মহাসাগর সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর ৮ জুন বিশ্ব সমুদ্র দিবস পালন করা হয়। আমাদের জীবনের জন্য অঙ্গজনের সবচেয়ে বড় জোগানদাতা হলো সাগর- মহাসাগর। সমুদ্রের এ অবদান প্রয়োজনীয়তা আর উপকারিতাকে স্বত্ত্বাত্মক বিশেষ সবার সামনে তুলে ধরতে পালন করা হয় এ দিবসটি। এ দিবসটি পালনের জন্য ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজিনোরোয় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনে কানাডা এ দিবস পালনের প্রস্তাৱ করে। ২০০৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্ব সমুদ্র দিবস পালনের প্রস্তাৱ গ্রহণ হয় এবং সব রাষ্ট্রকে আহবান জানানো হয় এ দিবসটি পালনের জন্য। তারপর থেকে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। পরিবেশ তালো রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের বিন্যাস, বাস্ত বায়ন ও প্রয়োগের দরজা খুলে দেয় এ দিবসটি।

বিশ্ব ব্রেন টিউমার দিবস : ৮ জুন বিশ্ব ব্রেন টিউমার দিবস। টিউমার হচ্ছে শরীরের যে কোন জ্যায়গায় বা অঙ্গে কোমের অস্থাভাবিক বৃদ্ধি। আর এ কোমের বৃদ্ধি যখন ব্রেনের মধ্যে হয় তখন তাকে ব্রেন টিউমার বলে। ব্রেন টিউমারের মতো মারাত্মক একটি রোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ১৯৯৮ সালে জার্মান ব্রেন টিউমার এসেসিয়েশন দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়।

২০০০ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বিশ্বব্যাপী শিশু শ্রম বিরোধী আন্দোলন, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের বিষয়ে লক্ষ্য করে ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস প্রবর্তন করে। শিশু শ্রম বৰ্জ হোক এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০

টি দেশ এ দিবসটি পালন করে থাকে। আইএলওর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশু নানাভাবে শ্রম বিক্রি করছে। তাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে আট কোটি শিশু নানা রকম বৰ্কিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত।

বিশ্ব রক্তদাতা নিরাপত্তা দিবস : ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা নিরাপত্তা দিবস। বেছায় রক্তদান এবং নিরাপদ রক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে বিশ্ব সাংস্থ সংস্থার যোগায় অনুযায়ী ২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর ১৪ জুন বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়। পৃথিবীর ৬২ টি দেশে বর্তমানে প্রয়োজনীয় রক্ত বেছা রক্তদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহীত হয়।

আন্তর্জাতিক মরময়তা দিবস : জাতিসংঘের কনভেনশনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী-'জলবায়ুর তারতম্য ও মানুষের কার্যকলাপসহ' বিভিন্ন কারণে অন্বর, অর্ধঅন্বর, শুষ্ক ও অর্ধ-অর্ধাঞ্চলে ভূমিকারের অবনতির প্রক্রিয়া হলো মরক্কৰণ। ১৯৯২ সালে রিওডিজিনোরাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের পর মরক্কৰণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মরময়তা বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের পর মরক্কৰণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রতিবেশের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৯২ সালে রিওডিজিনোরাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের পর মরক্কৰণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মরময়তা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। ১৯৯৪ সালের জুনে কনভেনশন দলিল চূড়ান্ত হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে ১৭ জুন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মরময়তা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘের ১৯৪ তি সদস্যদেশ এই কনভেনশনে শাক্ত করে এবং দিবসটি পালন করে। বাংলাদেশ এই কনভেনশন অনুমোদনকারী একটি দেশ।

বিশ্ব বাবা দিবস : আমেরিকার ওয়াশিংটনের বাসিন্দা সেনোরা ডেড নামের একজন মহিলা প্রথম বাবা দিবস সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯১০ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার এক গির্জায় মাত্দিবস উপলক্ষে একজন ধর্মযাজক ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেই ভাষণে তিনি মা সম্পর্কে শুনে বাবার কথা মনে পড়ে। বাড়িতে ফিরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাবাকে বিশেষ সম্মানে সম্মতি করতে। তার বাবার নাম উইলিয়াম স্ট্যাট। তিনি পেশায় ছিলেন সৈনিক। তাদের ঘষ্ট সন্তান জন্মের সময় তার স্ত্রী মারা যান। তারপর থেকে ছোট সন্তানসহ সব সন্তানদের অনেক কষ্টে তিনি লালন পালন করেন। সেনোরা ডেড তার পিতার এই অবদানের কথা চিন্তা করে মনে করেন বিশ্বে এমন অনেক পিতা যায়েরে যারা তার পিতার মতো কষ্ট স্থীকার করে সন্তানদের লালন পালন করছেন। সেনোরা ডেডের আগ্রহে বাবা দিবস পালনে সর্বপ্রথম আমেরিকার স্প্রেকেন অঞ্চলের ওয়াই.এম.সি এর সদস্যরা এগিয়ে আসেন। সে সময় সংবাদপত্রগুলোও বেশ উৎসাহ দেখায়। উইলিয়াম স্মার্ট জুন জনপ্রশংসণ করেন। তাই

ওয়াশিংটনের স্প্রেকেনে ১৯১০ সালে ১৯ জুন প্রথম বাবা দিবস পালন করা হয়। তারপর থেকে বাবা দিবস পালন হতে থাকে। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এক সরকারি বার্তায় স্থায়ীভাবে ১৯ জুন বাবা দিবস পালনের ঘোষণা দেন।

আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী- নিজস গোষ্ঠী, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার থেকে বৰ্ধিত এবং অক্ষমতা বা ইচ্ছার অভাবে স্বদেশে যারা ফিরতে পারেননা তারাই শরণার্থী। নিজের দেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যারা অন্য দেশে আশ্রয় নেয়, সেই বিপন্ন মানুষের অধিকারের কথা বলতে প্রতি বছর ২০ জুন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস পালন করা হয়। ২০০০ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৫৫/৭৬ ভোটে অনুমোদিত হয় যে, ২০০১ সালের ২০ জুন থেকে এ দিবসটি পালন করা হবে।

বিশ্ব অলিম্পিক দিবস : ১৮৯৪ সালের ২৩ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এথলেটিকস কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে অলিম্পিক গেমস শুরুর প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। ১৯৪৮ সালে সুইজারল্যান্ডে আইওসি সেশনে দিনটিকে প্রথম অলিম্পিক দিবস হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৯৮৪ সালে অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে। অলিম্পিক গেমসের প্রতাক্ষয় সাদার উপর পাঁচটি বৃত্ত থাকে। বৃত্তগুলোর বঙ্গ পৰ্যায়জমানে নীল, হলুদ, কাল, সবুজ ও লাল, যা দিয়ে পৃথিবীর পাঁচটি ভৌগোলিক এলাকা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে চিহ্নিত করা হয়। এ বৃত্তগুলো একে অপরকে জুড়ে থাকে যা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মেট্রোবন্ধনের চিহ্ন প্রকাশ করে।

আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস : সিভিল সার্ভিসের জন্য জনগণ নয়, জনগণের জন্য সিভিল সার্ভিস। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, জননিরাপত্তা বিধান, পাবলিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ রক্ষা, ভূমি প্রশাসন, কৃষি উন্নয়ন, ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জনপ্রশংসনের মূল কর্মকাণ্ড। ২০০২ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫/৭২৭৭ সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর ২৩ জুন আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৩ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী সিভিল সার্ভিস সদস্যদের জন্য এ দিবস পালিত হয়।

মাদকব্রিয় বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৭ সালের ৪/২ তম অধিবেশনে পৃথিবীকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখ মাদকব্রিয়ের অপব্যবহার ও অবেধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। মাদকাস্তির কুকুল সম্পর্কে প্রচারণা, গণসচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক উন্নয়নকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বসাধারণকে সম্পৃক্ত করে মাদকের অপব্যবহার ও পাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এ দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য।

Life Insurance for Encouraging Savings and Mitigating Risks

- Md. Rajjob Hossain

Our lives and properties are always susceptible to different mode of risks and uncertainties, thereby likely to lead great loss to human beings. On earth, nobody predicts about the possibility and time of incurring loss from unexpected, unavoidable and inevitable risks. Risk can not be done away with entirely. However, there is a tool and system known as insurance which covers and mitigates the loss of the financial risk by encouraging saving. Insurance is the act of providing protection or coverage against any harm posed by unexpected occurrence. Today, life insurance has become essentially an important device by managing and tackling the risks of individuals and the corporations bringing safety and security of them. Thus, insurance provides a safeguard against multiple coincidences and risks to men and organizations. Insurance plays a vital role in boosting up the economic growth of the country also. The life insurance companies develop financial institutions and reduce uncertainties and fears by improving and accruing financial resources.

Kinds of insurance and benefits : Insurance is an economic institution allowing the transfer of financial risk from an individual to a group by the means of a two-party contract. Insurance is a legal contract protecting people from the financial losses. It is a contract between the insurer and insured in which the insurer promises to pay the financial damage and loss to the insured. Similarly, insurance is a legal contract in which an individual receives financial protection against losses from an insurance company. There are many types of insurance products like life insurance plans, health insurance, home insurance and more. From business point of view, the insurance mainly can be classified into three categories Life insurance; General Insurance, and Social Insurance. The core of any insurance plan is to offer people with protection. Providing protection and mitigating individuals' risk is simply the motive of insurance. Making that small investment in any insurance methods, will enable people to be tension-free, risk-free, damage-free.

It offers security in advance. Insurance is not just a tax-saving tool, but also offers you several significant benefits.

Encouraging Savings: Insurance encourages savings by reducing our expenses in the long run. We can avoid out of pocket payments for unfortunate and unforeseen events and accidents like medical ailments, loss of our cars, accidents and more. It develops a habit of saving money by paying a premium. It is a good means to make provision for retirement age. Thus life insurance encourages savings. One can secure the future of one's family and help one's nominee or dependent receive a lump sum or monthly payout to help them handle their financial necessities. Life insurance methods offers life coverage to the individual for a specified term with affordable premium cost.

Safety and Protection: life insurance methods protect family and their financial needs, in case of unfortunate, immature and untimely demise. Family should not be left alone to struggle in ones absence and life insurance plans will come to their rescue. Along with the life cover, they also provide maturity benefit, resulting in a great savings corpus for the future.

Mental peace : To be stayed in the peaceful state of mind, we can devote ourselves to achieve efficiency and capability in economic activities. Insurance can remove men from tensions, fears and frustration related to future uncertainty. It can lead to peace of our mind and stimulate more and better work performance.

Family's standard of living: Insurance has now become an important instrument providing financial protection against unpredicted, unforeseen and unexpected risk. Insurance is a social device for spreading the likelihood of financial loss among many people. The insured helps the individuals to maintain their standard of living even in old age.

Stability of Economic equilibrium
Insurance plays a significant role in the economic growth by mobilizing domestic savings. Insurance turn accumulated capital into productive investment.

Insurance enables men to manage loss, financial strength. It promotes activities in trade and commerce, resulting in economic growth and development. Thus, insurance contributes a lot to the sustainable growth of an economy. It is a dynamic economic tool in which security is the trigger of the incentive mechanism leading to abatement activities of risks and economic enhancement.

Mitigating Risks: Because of mounting complexity of life, trade and commerce, individual and business firms take shelter to insurance to manage and ease from various types of risks. Every individual on earth is subject to unanticipated uncertainties probably making him and his family vulnerable. In this perspective, insurance helps him not only to survive, but also recover his loss and continue his life in a normal manner.

Medical support: Nowadays rising medical cost is the paramount concern for us. A medical insurance is considered as an important tool for managing risk in men's health. Unpredictably, anybody can fall a victim to serious physical illness.

Spreading of risk : Insurance facilitates spreading of risk from the insured to the insurer. The basic principle of insurance is to spread risk among a large number of people. A large number of persons get insurance policies and pay the premium to the insurer.

Collecting funds Insurance speeds up and sparks economic growth. It collects the small scattered amount from a large number of people and forms large amount of capital. Large funds are collected by the way of premium. These funds are utilized in the industrial development of a country, which triggers economic development.

Providing security: A trader should not be frightened of and anxious of the losses or damages incurred accidentally in their properties if they are duly insured. Life insurance provides security against death and old age miseries and sufferings. Insurance provides financial protection to business assets and properties against the risk of theft, robbing, fire accidents or any other natural calamities.

Generation of financial resources : Insurance generates funds by collecting the premium. The funds are invested in government securities and stock. These funds are gainfully employed in the industrial development of a country for generating more funds. It can be utilized for the economic development of the country.

Extension of business: By taking all uncertain business risk insurance

companies extended the field of business in our country. Insurance gives the assurance of indemnity and help to collect the capital to launch a new business and expand the existing business.

Co-operative Device and Value of Risk

:Insurance is a co-operative device to spread the loss caused by a particular risk over a large caused by a particular risk over a large number of persons who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk.Risk is evaluated at the time of insurance.

Payment on Contingency : If the contingency occurs, payment is made; payment is made only for insured contingency. If there is no contingency, no payment is made. In life insurance contract, payment is certain because the death or the expiry of term will certainly occur.

Reduction of business losses : In realm of trade and industry, huge amounts of finance and properties are employed and invested. Due to a slight negligence and carelessness, our properties and wealth may be turned into ashes. Nobody is sure of their life and health. They cannot continue their business upto the longer period in supporting their dependent people.

Incentive to control losses: Insurers also have an incentive to control losses, which is a significant social benefit. By offering discounts to seat belts, smoke detectors, or other measures that reduce the frequency or severity of losses, they lessen their eventual claims costs, in the process of saving lives and reducing injuries.

Distribution of risks: Insurance companies cope with lots of insured people and properties. Consequently, risks are being distributed among them to their re-insurer.

Raising Public awareness As the maximum people of our country are illiterate so they have not much knowledge about the future life and what will do to enhance the living standard. Different types of advertisement, publicity and others awareness activities of insurance company which helps to increase the awareness of general people.

Investing long term Government Projects: Now a days for the requirement of development economic, insurance company can invest their ideal funds for long term to the Government Projects like Padma Bridge, Fly Over, Airways Runway, Airways Terminals, River & Sea Port etc, if agencies give assurance of

timely return of their investment benefits.

Contribution of Insurance Industry to the Economic Development in Bangladesh : The commitment of the government to promote development of the insurance sector is of massive consequence for its promising future. In view of the pro-active policy support of the government that the sector has so far received in an unstinted manner, we are certain that within the next few years we will be able to make insurance a very important component of the country's financial system. This will go a long way for eradication of poverty and promoting sustainable economic growth.

Conclusion : In conclusion, in dealing with unavoidable and unexpected risks of loss to lives and properties, as well as in excellerating the economic growth of the nation by mitigating these uncertainties and risks in the realm of trade and commerce, insurance plays a crucial role. It is the easiest and effective method of safeguarding the interest of people from loss and insecurity. Insurance really contributes a lot to the general economic growth of the society by providing stability to the functioning of process.



spotted taking the wrong side of a busy road under police escort.

হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন কর্মসূলি

পথচারীবাদে সবার জন্য ফুটপাথ

রাজধানী এই ঢাকার চলাচল ব্যবস্থায় কোন শৃঙ্খলা আছে বলে মনে হয় না। অতীতে আইন ভঙ্গ করে ফুটপাথে মোটর সাইকেল চলতে দেখা গেছে। এই অনিয়ম বন্ধ করার জন্য কিছুই করা হয়নি। এখন অন্যান্য যানবাহন একই কাজ করছে। 'দ্য হেইলি স্টার' এ প্রকাশিত দুটি ছবি প্রমাণ করে এই শহরে ট্রাফিক আইনকে বীভাবে বৃদ্ধাসুলি দেখানো হয়। দুটি ছবির একটিতে দেখা যাচ্ছে সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিস্কা, এমনকি সিএনজি চালিত-অটোরিস্কা ও পথচারীদের ব্যবহারের ফুটপাথ ব্যবহার করছে। অন্য আরেকটি ছবিতে দেখা যায় একটি ডিআইপি গাড়ি উল্লেগাশ দিয়ে পুলিশি পাহারায় আসছে।

Such malpractices are rampant despite the fact that we have all the necessary traffic

rules in place. The only problem is, these rules are hardly being implemented by the traffic police. And it's not only that the traffic police do not enforce the rules, they themselves violate the rules by driving on the wrong side and also helping the VIPs drive on the wrong side. Reportedly, traffic police even take bribes from the offenders of traffic rules. If such practices can not be stopped, the traffic situation in the city, especially during the month of Ramadan, will surely become even worse.

আইন থাকার পরেও এই ধরনের অপচার নিয়মিত ঘটে। সমস্যা হল, কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ হয়না। শুধু ট্রাফিক পুলিশ যে আইনের প্রয়োগ করেন তাই নয়, অনেক সময় তারাও আইন ভাগে। আবার অনেক সময় যারা আইন ভাগে তাদের শাস্তি না দিয়ে ঘৃষণের অভিযোগও ঘটে। যদি এই ধরনের চৰ্চা বৰ্ক করা না যায় তবে এই শহরের পরিস্থিতি তো উন্নতি হবেই না বৰং রমজান মাসে আরও খারাপ হবে।

Thus we urge the authorities concerned to strictly enforce the traffic rules in order to bring back discipline on our roads. In March 2012, the High Court gave an order to stop bikers using footpaths to make them safe for pedestrians' use. This order must be enforced by the traffic police. And footpaths should be there only for those they are meant for.

Editorial (English to Bangla)

May 22, 2018, The Daily Star

Implement HC order Pavements for everyone except pedestrians!

It seems that Dhaka lacks a basic traffic management system. In the past, we have seen motorcyclists using footpaths during gridlocks ignoring traffic rules. As nothing has been done to stop this malpractice, other vehicles are now doing the same. Two photos published in The Daily Star yesterday depicted how violation of traffic rules has become the norm in this city. One photo showed all types of vehicles- bicycle, motorcycle, rickshaw, and even CNG-run auto-rickshaw are using the pavement meant for pedestrians' use, while in the other photo a VIP car was

এ কারণেই সংশ্লিষ্টদের কাছে অন্যোধ, কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করুন। ২০১২ সালের মার্চে হাইকোর্ট এক আদেশে পথচারীদের নির্বিচ্ছেদ্য যাতায়াতের জন্য ফুটপাথে মেট্র সাইকেল নিয়ে দিয়েছিল। আদালতের এই নির্দেশনা পুলিশের বাস্ত বায়ন করা উচিত। আর ফুটপাথ যাদের জন্য সেই পথচারীদের জন্যই উন্মুক্ত রাখা উচিত।

সম্পাদকীয় (বাংলা থেকে ইংরেজি)

৬ মে ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি
বজ্রপাতে প্রাণহানি

দেশে ইদানীং বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছিন। গত এপ্রিল মাসে সারাদেশে বজ্রপাতে নিহত হয়েছে ৭৬ জন এবং চলতি মে মাসে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৬৭ জন। দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ ও আবহাওয়াবিদদের মতে, বজ্রপাত বাড়ির অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ু দৃষ্টি। এছাড়া নদী বা জলাভূমি শুকিয়ে গেলে, গাছপালা ধ্বংস হওয়ার কারণে তপমাত্রা বেড়ে যায়, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ ধরনের আবহাওয়া বজ্রসহ বড় বৃষ্টি বৃক্ষের জন্য দায়ী।

Creating awareness is important Preventing deaths caused by lightning

The number of deaths caused by lightning strikes is alarming. In April this year, 76 people were died in lightning and 67 died in May this year. According to the disaster experts and meteorologists, air pollution is one of the main reasons for the increase in lightning. Moreover the destruction of the river or wetland and the deforestation of plants, the temperature

increases and the increase of water vapor in the air are the causes of increasing lightning.

তাল, নারকেল, বটসহ নানা ধরনের বড়গাছ বজ্রপাতের আগাত নিজের শরীরে নিয়ে নেয়। আগে গ্রামজঙ্গে এ ধরনের গাছ বেশি ছিল। ফলে বজ্রপাত হলেও মানুষ বেঁচে যেত। কিন্তু এখন এসব গাছের বড়ই অভাব। এছাড়া বেশিরভাগ মানুষের কাছে এখন মুঠোফোন থাকছে। অধিকাংশ এলাকায় মুঠোফোন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ার রয়েছে। কৃষিতে ও যন্ত্রের ব্যবহার যেড়েছে। ফলে বাড়ছ বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা। Several types of giant trees like palm, coconuts and banyan trees protect lightning strikes. Earlier, there were more such trees in village. As a result, people would have survived thunderstorms. But now there is a shortage of trees. On the other hand most people are using mobile phone. Most of the areas are covered by mobile and electric towers. The use of technology in agriculture has also increased. As a result, the number of deaths in lightning are also increasing.

২০১৬ সালে বজ্রপাতে প্রায় ৩৫০ জন মারা যাওয়ার পর সরকার বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর বজ্রপাতরোধে নেওয়া হয় বিশেষ পরিকল্পনা এবং সতর্কীকরণ কর্মসূচি। কিন্তু এসব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি যে খুব একটা কাজে আসছে না, তাতেও বৌঝাই যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদণ্ডনের তথ্য অনুযায়ী, সরকার বজ্রপাতরোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ২৮ লাখ তাল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে এবং তা বাস্ত বায়নও হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু তালগাছ বড় হতে সময় লাগে, সেহেতু দ্রুত লক্ষ হয় এমন বড় গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

After the death of 350 people in 2016,

government declared lightning as a natural disaster. Then some initiatives were taken to make people aware. But those initiatives are not working properly. According to the Disaster Management Department, the government has planned to install 28 lakh Palm trees in different places in the country to prevent the thunderstorm and it is also being implemented. But since it needs time to grow up the trees then we need some trees which grow quickly.

দেখা যায়, বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ মাঠে থেকে থেকে খাওয়া সাধারণ চাষি-গ্রেস্ট। বজ্রপাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হলে মাঠের মাঝখানে বাবলা, হিজল, সুপারিসহ এ ধরনের গাছ লাগাতে হবে। এবাপরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাও জরুরি। ভূমিকম্পের মতো বজ্রপাতের সময় মানুষের কী কী করা উচিত, সে বিষয়ে নির্দেশনা দিতে হবে। এক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিওকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

It is seen that most of the casualties in the lightning are the farmer in the field. To protect them from the thunderstorm, these trees should be planted in the middle of the field. Public awareness is also important. The government should launch a countrywide awareness campaign to convince people what they should do during thunderstorms. Community radio can be used for this.

সরকার বজ্রপাতের আগাম সংকেতে দেওয়ানহ প্রযুক্তি নির্ভর আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা চাই, এসব পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হোক।

The government has taken some technological measures including advance signal of lightning. We want these steps to be implemented quickly.

এম. আইকল ইসলাম বেলিউস প্লাস্টিম (স্পেশালিটি)

সুনীর্ধ ২৩ বছর গবেষণা করে ২৭২ বার বার্থ হয়েও হাল ছাড়েননি যুক্তবাজের অস্তিত্ব ক্ষেত্রের বোজিন ইনসিটিউটের গবেষক ড. আয়ান উইলমুট। অবশেষে ২৭০ ত্রু বারে সফলতার দেখা পান এবং তার উজ্জ্বল প্রাণীটির নাম দিলেন ডলি (জন ৫ জুলাই, ১৯৯৬)। একটি প্রাণুবৃক্ষ কোষ (Adult cell) থেকে তিনি এই ঘটনাটি ঘটান। সামান্য একটি কোষ

থেকে সুবৃহৎ একটি স্তুর্যপায়ী প্রাণীর সৃষ্টি সেদিন গোটা

বিশে তেলপাড় তুলেছিল, হৃবহ নকল প্রাণীর সৃষ্টির ভয়ে আতঙ্কিত করে দিয়েছিল সমগ্র মানবজাতিকে।

তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন একজন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জগন্মিথ্যাত বিজ্ঞানীদের। ধীরে ধীরে সবাই জানার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়লেন, কী ছিল ড. আয়ানের

বিড়াল	৩৮ টি
ভেড়া	৫৪ টি
গর/ছাগল	৬০ টি
মুরগী/কুকুর	৭৮ টি

আর মানুষের দেহে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া তথ্য ৪৬টি যার মধ্যে ১ জোড়া/২টি থাকে জনন কোষে, বাকী ২২ জোড়া/৪৪ টি থাকে দেহ কোষে। ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে থাকে DNA বা ডিএক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড যা জীবদেহের মাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যেমন: চোখের রং, চুলের রং, চামড়ার রং ইত্যাদি। এরপ একটি DNA এর কোনো একটি খণ্ডাশ যখন জীবদেহের কোনো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তখন এ খণ্ডাশকে জিন বলা হয়। একে DNA এর গাঠনিক এককও বলা হয়। মানবদেহে জিনের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। DNA তথ্য ক্রোমোজোম মূলত প্রোটিন অণু। প্রথমীভূতে এ পর্যন্ত ২০ ধরনের এমিনো এসিড আবিস্কৃত হয়েছে যারা ভিন্ন ভিন্ন র্বণ, গুরু ও ঘাদের প্রোটিন তৈরীর গাঠনিক একক হিসেবে কাজ

প্রাণী	ক্রোমোজোম সংখ্যা
পিপড়া	(১-২) টি যা সবচেয়ে কম
মাছি	১২ টি
ব্যাঙ	২২ টি
ধানগাছ	২৪ টি

করে। এমিনো এসিড দিয়েই মূলত DNA ও RNA তৈরী হয়। ২০ টি এসিড দিয়ে তৈরী প্রোটিনকে বলা হয় "Language of life", আর ৪টি নাইটোজেন বেস (আডিনিন, গুয়োনিন, সাইটোসিন, থায়ামিন-AGCT) দিয়ে তৈরী DNA অঙ্কে বলা হয় Code for this language অর্থাৎ জীবনের ভাষার সংকেত। DNA ও RNA-তে স্থানে থাকে ইউরাসিন। জিন জগতের নানামূর্চি খেলাকে প্রথম জনসম্মুখে তলে ধরেন প্রেগ্র জেহান মেগেল যিনি জীনতত্ত্ব/বংশগতি বিদ্যার জনক। তিনি দেখান যে, প্রক্রিতিতে এই জিনের খেলা স্থত: স্ফূর্ত তাবে ঘটে থাকে যা পরবর্তীতে জীববিজ্ঞানগ হতে কলমে প্রাকটিস শুরু করেন। আর এরপি প্রাকটিসেরই ফল হলো ডালি নামক ডেডুটি। এই ডালি মূলত একটি ক্লোনকৃত রূপ যা তার মাতৃ ডেডুটির অবিকল তথ্য নকল রূপ। ইউই নামক মাতৃ ডেডুটির স্তন থেকে কোষ নিয়ে এই কোষের নিউক্লিয়াসিটি আলাদা করে ১৩টি ডেডুর ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করা হয় যার মধ্যে ১২টিতেই এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। অবশিষ্ট মাত্র একটি ডেডুর গর্ভ থেকে পাওয়া যায় ইউই ডেডুর নকল রূপ যার নামকরণ করা হয় 'ডেলি'। এই অবিকল রূপ সংষ্ঠিতে ভূমিকা রেখেছে ক্রোমোজোম তথ্য DNA।

জীবজগতে ক্লোনিং ও ধ্বনের: ১। জিন ক্লোনিং, ২। কোষ ক্লোনিং এবং ৩। জীব ক্লোনিং উন্নতমানের ফল, ফসল, সবজি থেকে শুরু করে অধিক দুর্ক ও মাংসদানকারী গুরু, ছাগল, ডেডু এমনকি মানুষের দেহের অগ্রগু সংষ্ঠিতে আজ জীবপ্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। মূলত জিন প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়েই জীব প্রযুক্তি বিস্তারভাবে করছে। আর এই জীব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে টেস্টিটিউ বেবি, কৃত্রিম হৃরমোন (যেমন, ইনসুলিন) তৈরি হিতাদি সম্ভব হচ্ছে। এখনে উল্লেখ্য যে, জীব বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর উৎপত্তি, ধারাবাহিক পরিবর্তন ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে Evolution বা বিবর্তন বলা হয়। অপরপক্ষে, জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের উৎপত্তি ও বংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে Genetics বা জীনতত্ত্ব বলা হয়। ইদানিং সত্ত্বানের পিতৃত নির্ধারণে, অপরাধী সন্তুষ্করণে DNA টেস্ট করানো হচ্ছে যা একধরনের পরিমাপ বা নির্ধারণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়ে থাকে যার নাম বায়োমেট্রিক পদ্ধতি। অর্থাৎ কোনো জীবন বা প্রাণের যে বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে আলাদা তাবে শনাক্ত করা যায় সেই বৈশিষ্ট্য পরিমাপ বা নির্ণয় পদ্ধতিই হলো 'বায়োমেট্রিক পদ্ধতি'। যেমন,

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতের ছাপ, চেঁচের রং, DNA-এর গঠন ইত্যাদি ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বায়োমেট্রিক পদ্ধতি প্রথম চালু হয় ১৮৯০ সালে অর্জেন্টিনায় যেখানে স্ত্রাসীদের আহুলের ছাপ দেখে শনাক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ বায়োমেট্রিক পদ্ধতি অনুষ্ঠানিকভাবে প্রক হয় ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ সাল থেকে। ক্লোনিং এর মাধ্যমে প্রাণ নকল মানুষের আঙ্গুলের ছাপ, চেঁচের রং, গায়ের চামড়া এবং রকম হবে যা পথিবীতে এক অনিষ্টিত ও ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর এসব বিবেচনা করেই পথিবীতে মানব ক্লোনিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিজ্ঞান আজ শুধু কৃত্রিম বৃক্ষিমতার রোবটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অতিমানবীয় গুনসম্পন্ন নকল মানুষ সৃষ্টিতেও সক্ষম। তবে মানবতার কল্যাণেই এই নকল প্রাণিগতে নকল মানুষের ঠাই আপাতত বিরত রাখা হয়েছে। আলোচনার পরিষেবে মনে রাখার সুবিধার্থে এক নজরে দেখে নিই কোন অঙ্গাগুটি কার অঙ্গজুক-জিন → DNA → ক্লোজোম → নিউক্লিয়াস (প্রাণকেন্দ্র) → কোষ → জীবদেহ



জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯ - ১৯৫৪)

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর। তাঁর উপাধি ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, রংপুরী বাংলার কবি। পিতা সত্যানন্দ দাশ, মাতা বিখ্যাত কবি কৃষ্ণকুমারী দাশ। জীবনানন্দ পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ১৯৪৭ সালে দৈনিক ব্রহ্মাজ এর সহিত বিভাগ সম্পাদনা করেন। কাব্যসাধানার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা প্রতাবিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সার্থক কবিতা রচনা করে মৌলিকতার পরিচয় দেন। ধ্রাম বাংলার প্রতিহ্যময় প্রকৃতি তার কাব্যে রূপ ময় হয়ে উঠেছে।

কুলে অধ্যয়নকালে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'ক্রস্বাদী' পত্রিকায় (অপিল, ১৯৪৯)। তাঁকে বলা হয় ক্লাসিক কবি। তিনি পঞ্চপাঠের অন্যতম কবি। তিনি বঙ্গদেশে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা, তিনি ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ তৰী ১৯৩০ (প্রথম কাব্যগ্রন্থ), অর্কেন্ট্রো (১৯৩৫), কৃষ্ণী (১৯৩৭), উত্তর ফারুনী (১৯৪২), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিদিন (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬), প্রতিকর্তি। গন্ধীগ্রন্থ শাগত (১৯৫৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)। প্রবক্তা: কাব্যের মুক্তি।

বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। উপন্যাস: মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৭৯), জলপাইহাটি, জীবন প্রাণী। প্রবক্তাগ্রন্থ: কবিতার কথা (১৯৫৬), কেন লিখি। বিখ্যাত কবিতা: বনলতা সেন, আবার আসিব ফিরে, মৃত্যুর আগে।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ - ১৯৮৭)

অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর মা অবিস্তৃতা দেবী ছিলেন সাহিত্যিক, যিনি 'বঙ্গনারী' শিরোনামে প্রবক্ত নিবন্ধ লিখতেন। তিনি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সচিত্ব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের সংশ্রেণ থেকেও তিনি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। কাব্যগ্রন্থ: কবিতালী (১৯২৫), উপহার (১৯২৭), বস্তি (১৯৩৮), মাতির দেয়াল (১৯৪২), অভিজন বস্তি (১৯৪৩), পরাপার (১৯৫৩), ঘরে ফেরার দিন (১৯৬১), হারানো অর্কিড (১৯৬৬), পশ্চিপ ইমেজ (১৯৬৭), অনিশ্চেষ। সদ্যকাহিনী: চলো যাই (১৯৬২), সাম্প্রতিক (১৯৬৩), পথ অভিনন্দন, প্রবাস।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১ - ১৯৬০)

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি ও প্রাবন্ধিক। তাঁকে বলা হয় ক্লাসিক কবি। তিনি পঞ্চপাঠের অন্যতম কবি। তিনি বঙ্গদেশে আধুনিক কবিতার প্রধান প্রবক্তা, তিনি ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ তৰী ১৯৩০ (প্রথম কাব্যগ্রন্থ), অর্কেন্ট্রো (১৯৩৫), কৃষ্ণী (১৯৩৭), উত্তর ফারুনী (১৯৪২), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিদিন (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬), প্রতিকর্তি। গন্ধীগ্রন্থ শাগত (১৯৫৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)। প্রবক্তা: কাব্যের মুক্তি।

বিশ্ব দে (১৯০৯ - ১৯৮১)

বিশ্ব দে ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক। তিনি ছবিও আকতেন। একজন মার্কিনীয়ানি কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত। একজন আধুনিক 'অস্তিত্বাদী' কবি। পরিচয়েও তিনি পরিচিত।

পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। কাব্যগ্রন্থ: উব্রশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৮), সাত ভাই চল্পা (১৯৪৪), সন্দীপের চর (১৯৪৭), নাম রেখেছি কোমল গাকার (১৯৫০), তুমি শুধু পঢ়িশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতিসন্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), সেই অক্ষকার চাই (১৯৬৭), দিবানিশ (১৯৭৬), চিত্রঘরমত পৃথিবী (১৯৭৬), উত্তরে থাকে মৌন (১৯৭৭), আমার হস্তে বাঁচো (১৯৮২) সাত ভাই চল্পা। প্রবক্ত রূচি ও প্রগতি (১৯৪৬), সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), এলোমোলো জীবন ও শিশু সাহিত্য (১৯৬৮), সাধারণের কৃষি (১৯৭৫)। অনুবাদ এলিয়টের কবিতা (১৯৫০)। স্মৃতিচার্যমূলক গ্রন্থ: এই জীবন।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮ - ১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন একাধারে কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কৃতি ছাত্র। কবিতা, নাটক, উপন্যাস - সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর সমান বিচরণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বুদ্ধদেব বসুকে 'স্বর্যসূচী' নেওক বলা হয়। তিনি একচালিষ্টি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি মূলত কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কাব্যগ্রন্থ: মর্মবলী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩), কক্ষাবতী (১৯৩৭), দময়তা (১৯৪৩), দ্রেপদীর শীর্ষ (১৯৪৮), স্বাগত বিদ্যায় (১৯৭১), শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর (১৯৫৫)। উপন্যাস সাড়া (১৯৩০), সানদা (১৯৩৩), একদা তুমি প্রিয় (১৯৩৪), লাল মেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিদের (১৯৪২), নির্জনে বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জলির খাতা (১৯৬০), রাতভরে বৃষ্টি (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮)। নাটক মায়া মালক (১৯৪৪), তপৰী ও তরপিনা (১৯৬৬), কালসক্রা (১৯৬৯), সংক্ষান্তি (১৯৭৩)। প্রবক্তা : হঠাৎ আলোর বলকান (১৯৩৫), কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্য চৰ্চা। স্মৃতিকথা : আমার হেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৫)।



তেজগাঁও আদোলন ও ফুলচোখা প্রতিবান প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব

— বাকির আহসান (বিসিএল সাধারণ দিক্ষা)

পরামীন ভাবতে উপনিবেশিক শক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নীতি ছিল শোষণ, অন্যায় আর অবিচারের। কিন্তু সমাজ্যবাদী শক্তির যেসব দেসর ছিলেন সেসব জমিদার-জোতাদার-মহাজনের নিজ দেশের মানুষদের উপর অন্যায়, অবিচার আর শোষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করে দেন যারা শোষক তাদের কেন দেশ ও জাতিতে নেই। শোষক মাঝেই শোষক, সে যেখানেই থাকুক। এ সকল দেশীয় ক্ষেত্রে তিনিগুলোর দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপ্রাপ্তি বাস্তবায়নের আদোলনের জন্য ক্ষক ছিলাত্তরের ম্যস্টর, পঞ্চাশের ম্যস্টর। প্রতিটি দুর্ভিক্ষ ক্ষক হারায় বাণের সম্পত্তি, আর অন্যদিকে বাড়ে জমিদারের জমিদারী। ক্ষক পরিষত হয় জমিদারের বগিদারে। বাংলার ইতিহাস বাংলার ক্ষকদের রক্ত, ঘাম আর জলে লেখা ইতিহাস। তারা যেমন যুগ্মুগ ধরে নিপীড়িত হয়ে এসেছে তেমনি তারা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ইতিহাস রচনা করে গেছে। প্রগতিশীল মানুষদের আজও নাড়ি দিয়ে যায় সমর বছর আগে সংগঠিত পাকা ফসলের 'ন্যায়' অধিকার প্রতিষ্ঠান লড়াই, যে লড়াই পরিচিত পায় তেজাগা আদোলন নামে। ১৯৪৬ সালে এই আদোলন শুরু হয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই আদোলনের সাথে ক্ষকসমাজ প্রতিক্রিয়া করে জড়িয়ে পড়ে।

পটভূমি: বাংলার ধার্মীগ সমাজে বৃটিশ শাসনের আগ পর্যন্ত ভূমির মালিক ছিলেন চাষিরা। যোগল আমল পর্যন্ত তারা এক ত্বরিয়াশ বা কখনো কখনো তার চেয়েও কম ফসল খাজনা হিসেবে জমিদার বা স্থানীয় শাসনকর্তার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রদান করতেন। বৃটিশ শাসনামলে চিরহায়ী বন্দেবস্তু প্রথা প্রচলনের প্রতিক্রিয়া করে জড়িয়ে পড়ে।

ফলে চাষিদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। জমিদাররা জমির পরিমাণ ও উর্বরতা অনুযায়ী বৃটিশদের খাজনা দিত। জমিদারদের সাথে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সময় জমিদার ও ক্ষকদের মাঝখানে জোতাদার নামে মধ্যস্থত্বকারী এক শ্রেণির উত্তর ঘটে। এরা প্রতিনি প্রথম মাধ্যমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি প্রত্ন বা ইজারা নিত। এই জোতাদার শ্রেণি ক্ষকের জমি চাষ তদারকি ও খাজনা আদায়ের কাজ করতো। ফসল উৎপাদনের সম্পূর্ণ খরচ ক্ষকেরা বহন করলেও যেহেতু তারা জমির মালিক নন সে অপরাধে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হতো জোতাদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো 'আধিয়ারী'। উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে একসময় ক্ষককে বাধ্য করা হয় অর্থ দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে। ফলে ক্ষকেরা ধার্মীগ মহাজনদের কাছ থেকে খণ্ড নিতে বাধ্য হন। সর্বস্বত্ত্ব হয়ে এক সময়ের সম্মুখ বাংলার ক্ষক পরিণত হন আধিয়ারার আর ক্ষেত্রে মজুরে। জমিদার-জোতাদারদের এই শোষণ ক্ষকের মনে বিক্ষেপের

জন্ম দেয়। এই বিক্ষেপের সংগঠিত করে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় সর্ব ভারতীয় ক্ষক সমিতি। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফ্লাউড কমিশন'। এই কমিশনের সুপ্রাপ্তি ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে জামির মালিকানা সরাসরি ক্ষকদের দিতে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনগুলির দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপ্রাপ্তি বাস্তবায়নের আদোলনের জন্য ক্ষক সমজ এক্ষয়ক্ষণ হতে থাকে।

আদোলনের ব্যাপকতা ও বিভিন্ন দিক: ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, অবিভক্ত বাংলায় মোট ৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবারের জামিতে কেন মালিকানা ছিল না, তারা হয় দিনমজুরের কাজ করত, নয়ত তারা বর্গাচার করত। মোট আবাদি জমির ৩৪ ভাগ আবাদ করত সেই সময়ের এই ভূমিহীন ক্ষককেরা কিন্তু তাদের এই বর্গাচারের কেন নিরাপত্তা ছিল না। জমিদারেরা যে কোন সময় তাদের জামি কেড়ে নিতে পারতো। ১৯৪৩ সালের ম্যস্টরে এই ভূমিহীন ক্ষককেরা খাবারের অভাবে দলে দলে রাস্তাঘাটে মহূর্বরণ করে। 'ফ্লাউড কমিশন' তেজাগার ন্যায়তা সীকার করলেও ব্রিটিশ সরকার কমিশনের সুপ্রাপ্তিগুলো বাস্তবায়ন করতে গড়িমিসি করে। ফলে ১৯৪৬ সালে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষক আদোলন শুরু হয়। দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, কাকটীয়া, রংপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, যশোরে আদোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুরে ক্ষকসভার পক্ষ থেকে শেঠোগান তোলা হয় - ১। ফলে চাষিদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। জমিদাররা জমির পরিমাণ ও উর্বরতা অনুযায়ী বৃটিশদের খাজনা দিত। জমিদারদের সাথে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ সময় জমিদার ও ক্ষকদের মাঝখানে জোতাদার নামে মধ্যস্থত্বকারী এক শ্রেণির উত্তর ঘটে। এরা প্রতিনি প্রথম মাধ্যমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি প্রত্ন বা ইজারা নিত। এই জোতাদার শ্রেণি ক্ষকের জমি চাষ তদারকি ও খাজনা আদায়ের কাজ করতো। ফসল উৎপাদনের সম্পূর্ণ খরচ ক্ষককেরা বহন করলেও যেহেতু তারা জমির মালিক নন সে অপরাধে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক

তুলে দিতে হতো জোতাদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো 'আধিয়ারী'। উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে একসময় ক্ষককে বাধ্য করা হয় অর্থ দিয়ে খাজনা আদায়ের নিজের আসন করে নিয়েছেন। তেজাগা আদোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি 'রাজী মা' হতে পেরেছিলেন ক্ষককের। নির্যাতিন-নিপত্তিত ক্ষককারী তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এর জন্য তাকে কারাভোগসহ অমানুষিক নির্যাতন সহিতে হয়েছে। ইলা মিত্র ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায়

জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্ত্রে তার পদবী ইলা সেন। তাঁর বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। তাঁদের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোরের বিনাইদেহের বাণিয়া গ্রামে। বাবার চাকরির সুবাদে তাঁরা সবাই কলকাতায় থাকতে। বেড়ে ওঠে কলকাতায়, লেখাপড় করেন বেথুন ক্ষুল ও বেথুন কলেজে। তিনি ১৯৪৪ সালে স্নাতক শ্ৰেণীতে বি.এ ডিজি অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে ইলা সেনের বিয়ে হয় দেশবৰ্কী কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে। রমেন্দ্র মিত্র মালদহের নবাবগঞ্জ থানার বামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিমচন্দ্র ও পিথুময়া মিত্রের ছেট ছেলে। বিয়ের পর বেথুনের তুখোড় ছাত্রী ইলা সেন হলেন জমিদার পুত্রবৃন্দ ইলা মিত্র। ছাত্র জীবনেই ইলা মিত্র কমিউনিস্ট আদর্শের সংস্করণে এসেছিলেন, তাই স্মার্য আদর্শ ও পথচারী সহজেই নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেজাগা আদোলনে নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর মিত্র পরিবারের জমিদারী অপ্পল বামচন্দ্রপুর হাট পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশ ভাগের আগে নাচেল ছিল মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ হিন্দু পরিবার সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার আসঙ্গে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র পূর্ব-পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন। পাকিস্তান হবার পরও তেজাগা আদোলন অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আদোলন হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন হলে তারা কঠোর হাতে এই আদোলন দমন করে। কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সরকারের এই দমননির্তন ফলে কমিউনিস্ট ও ক্ষক আদোলনের নেতৃত্বার আত্মোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র এবং রমেন্দ্র মিত্রও নাচেলের চতুর্পুর গ্রামে আত্মগণনা থাকেন। পরে ফেরতার হন। টানা প্রায় আড়াই বছর জেল-হাজত খাটার পর তিনি ১৯৪৫ সালে যুক্তফুল্ল সরকারের সময়ে জামিনে যুক্তি পান। মুক্তি পেওয়ার পর ইলা মিত্র কলকাতায় চলে যান উন্নত চিকিৎসার জন্য। এর পর তার আভীয়-স্বজননা আর এদেশে আসতে দেননি। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কলকাতা শহরের মনিকলতলা বিধান সভা আসনে ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ক্ষমতাবিহীন পার্টির (সিপিএম) হয়ে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর এই সীর নামী ৭৬ বছর বয়সে কলকাতায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

তেজাগা আদোলনের ফলাফল: তেজাগা আদোলনের ফলের জমিদারি প্রথা ও চিরহায়ী বন্দেবস্তুর বিবৃত্তি ঘটে এবং ক্ষককেরা তাদের ন্যায় অধিকার ফিরে পায়, মুক্তি ঘটে শত শত বছরের পোষণ, অবিচার আর অন্যায়ের হাত থেকে। নিপত্তিত মানুষের অধিকার আদায়ের এই আদোলন পরবর্তীতে মেহরত মানুষের উপর অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে অনেকাংশে মুক্তি দেয়।



- রাকির আহসান (বিলিএল সাধাৰণ লিঙ্ক)

বিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ বিটিশ উপনিবেশের পতন হলেও বর্তমানে যে কয়েকটি বিটিশ উপনিবেশ টিকে আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফকল্যান্ড দ্বীপপুঁজি। দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ১৯৮২ সালে ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখনই কোন দুর্দশ বা বাগড়া হয় দুই পক্ষের মধ্যে তখন দুই পক্ষের কাছেই আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা থাকে, কারণ সেই দ্বৰ্ষাকে ন্যায়তা দান করার জন্য। সেই রকমই একটি ব্যাপার হলো ফকল্যান্ড যুদ্ধ এর ঘটনাটি। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ দুইটির নিজেদের আলাদা আলাদা কারণ রয়েছে। আর্জেন্টিনা ও প্রেট ব্রিটেনের মাঝে হয়েছিল এই যুদ্ধটি ফকল্যান্ডের মালিকানা কাদের কাছে থাকবে সেই দুই।

ফকল্যান্ড যুদ্ধের কারণ: ফকল্যান্ডস যুদ্ধ (ইংরেজি: Falklands War; স্পেনীয় ভাষায়: Guerra de las Malvinas/Guerra del Atlántico Sur) ছিল দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঁজের (আর্জেন্টিনীয়দের দেয়া নাম Islas Malvinas) নিয়ন্ত্রণের উপর আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সংঘটিত অবৈধিত যুদ্ধ। ১৯৮২ সালের ২ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঁজে আর্জেন্টিনার পূর্ব উপকূল থেকে ৪৮০ কিমি দূরে অবস্থিত। ১৯৯২ সালে ব্রিটিশ নাবিকেরা সঠিকভাবে প্রথম অবিকাশ করে। তাদের কে আদেশ করা হয়েছিল নিজেদের বাহিনী ক্ষতি হলেও যেন তারা ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীতে হতাহতের ঘটনা না ঘটায়। পরের দিন আর্জেন্টিনার বাহিনী দক্ষিণ জর্জিয়া দখল করে নেয় এবং এপ্রিলের শেষের দিকে শতকরের শুরু থেকেই এই দ্বীপগুলোকে নিজেদের বলে দারী করে। আর্জেন্টিনীয়রা এগুলোকে 'মালভিনাস দ্বীপপুঁজি' (Island Malvinas) নামে ডাকে। আর্জেন্টিনার যুক্তি ছিল ১৭৬০-এর দশক থেকে অর্থাৎ ব্রিটিশদের আসার অনেক আগে স্পেনীয়রা এখানে বসতি স্থাপন করেছে। ১৮৩০ সালে এখানে ব্রিটিশদের বসতি ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় এবং তখন থেকেই যুক্তরাজ্য দ্বীপগুলোর উপর আর্জেন্টিনার দাবী অগ্রহ্য করতে থাকে। ১৯৮৫ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর্জেন্টিনা আবার তাদের দাবী উত্থাপন করে এবং ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে ব্রিটেনের সাথে সমরোচ্চ আসার চেষ্টা করে। ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটেন আর্জেন্টিনাকে দ্বীপগুলো দিয়ে দেবার ব্যাপারে ইচ্ছুক হবার আভাস তাদের দেয়। একটি সমাধান ছিল একবারে দ্বীপগুলোকে ফেরত না দিয়ে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে দেয়ে। এই সমাধান অনুসৰে দ্বীপগুলো আর্জেন্টিনার আয়তে থাকবে, কিন্তু ব্রিটেন এগুলোর প্রশাসন চালাবে। কিন্তু ফকল্যান্ড দ্বীপবাসী ব্রিটেনের অধীনেই থাকার ব্যাপারে সম্মত দেয়, এবং ১৯৮২ সালে এ-সংক্রান্ত আলোচনা ভেঙ্গে যায়। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি লেওপোল্দে গালতিয়ের দ্বীপগুলো জোর করে দখল নেয়ার পরিকল্পনা করেন। গালতিয়ের এই আক্রমণের পেছনে রাজনৈতিক কৌশলও কাজ করছিল

সেসময় অর্থনৈতিক সমস্যার জরুরিত আর্জেন্টিনার জনগণের মধ্যে ব্যাপক অঙ্গুলহাতে সামাজিক দিয়ে তাদেরকে সামরিক সরকারের পেছনে এক কাতারে আনতে এবং বিদেশে ক্রমশ বিতর্কিত ও নিন্দিত সামরিক সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলোকে চাপা দিতে গালতিয়ের এই চালনেন বলে অনেকে ধারণা করেন।

ফকল্যান্ড যুদ্ধের শুরু: ফকল্যান্ড দ্বীপের মালিকানা নিয়ে প্রেট ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা সমরোচ্চ আলোচনা বাদ দিয়ে আর্জেন্টিনার সামরিক জাতীয় প্রধান লিওপোল্ডো গালতিয়ের ১৯৮২ সালে ফকল্যান্ড দ্বীপ আক্রমণ করেন। আক্রমণ করার জন্য গোপনে একটি এলিট বাহিনীর প্রশিক্ষণের কাজ চলছিল। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ায় ১৯ মার্চ ১৯৮২ সালে ছেন পড়ে যখন ব্রিটেন নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ জর্জিয়ায় জাহাজে কাজ করে এমন আর্জেন্টিনীয়দের প্রতাক উড়ায়। এই দক্ষিণ জর্জিয়া ফকল্যান্ড থেকে ৮০০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ২ এপ্রিল পোর্ট স্ট্যানলি তে অবস্থানরত অল্লসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে লড়াই করে আর্জেন্টিনীয় বাহিনী ফকল্যান্ড দ্বীপে আক্রমণ করে। তাদের কে আদেশ করা হয়েছিল নিজেদের বাহিনী ক্ষতি হলেও যেন তারা ব্রিটিশের সামরিক বাহিনীতে হতাহতের ঘটনা না ঘটায়। পরের দিন আর্জেন্টিনার বাহিনী দক্ষিণ জর্জিয়ার দখল করে নেয় এবং এপ্রিলের শেষের দিকে এসে প্রায় ১০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করে ফকল্যান্ড দ্বীপে যাদিও এই বিশাল সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অদক্ষ। আর তাছাড়া নিকটবর্তী শীতকালে এই বিশাল বাহিনীর চাহিদা পূরণ করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য, পোশাক এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিলনা আর্জেন্টিনার কাছে। গালতিয়ের এর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের লোকজন এই যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো শুরু করলো এবং তারা রাষ্ট্রপতির বাসভবনের সামনে জমায়েত হওয়া শুরু করলো এই যুদ্ধে একাত্তা প্রকাশ করার লক্ষে।

ব্রিটেনের প্রতিরোধ: আর্জেন্টিনার আক্রমণের পাস্তা জবাব ব্রুনপ ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের ফকল্যান্ড দ্বীপের ২০০ মাইল এলাকা কে যুদ্ধ সীমানা হিসেবে ঘোষণা করলেন। সরকার খুব দ্রুত একটি নেই টাক্স ফোর্স গড়ে তুলল যাতে অস্তর্ভুক্ত ছিল ৩০ বছরের পুরুতান এইচএমএস হারমেস ও নতুন এইচএমএস নামে দুইটি বিমান বাহক এবং সৈন্য বহন করার জন্য 'কুইন এলিজাবেথ ২' ও 'ক্যানবেরা' নামে দুইটি প্রমোদ তরী। ৫ এপ্রিল এই বাহক গুলো যাত্রা আরম্ভ করে এবং পথিমধ্যে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুলার জন্য তাদের সাথে আরও সৈন্য ও জাহাজ যোগ করা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ প্রেট ব্রিটেনের পক্ষ নেয় এই যুদ্ধে এবং সকল আর্জেন্টাইন ঘাঁটি থেকে ইউরোপীয় সামরিক

উপদেষ্টাদের ফিরিয়ে আনা হয়। যদিও অধিকাংশ লাটিন আমেরিকান দেশগুলো আর্জেন্টিনার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এই যুদ্ধে কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে চিলির ক্ষেত্রে। চিলি প্রতিবেশী দেশ আর্জেন্টিনার সাথে দূরত্ব বজায় রাখছিল কারণ বিগল চালনে একটি দ্বীপ নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে বিবেধ চলছিল। চিলিকে নিয়ে হৃষি অনুভূত হওয়ায় আর্জেন্টিনা তাদের এলিট বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে ফকল্যান্ড থেকে দূরে তাদের মূল ভূখণ্ডে মোতায়েন করে। অপরদিকে তারা ভেবেছিল যে যুক্তরাষ্ট্র এই দুন্দে নিরবেক্ষ অবস্থান নিবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তারা মধ্যস্থতায় আসতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রেট ব্রিটেনকে সমর্থন করা শুরু করে। এমন কি প্রেট ব্রিটেনকে যার টু এয়ার মিসাইল, যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা, বিমানচালনার জ্ঞালানী সহ অন্যান্য সামরিক মজুদ দিয়েও সহায়তা করে। এছাড়া সামরিক বৃক্ষমতা দিয়েও সহায়তা করে। এগুলোর প্রতিক্রিয়া সামরিক বৃক্ষমতা দিয়েও সহায়তা করে। এগুলোর ২৫ তারিখে ব্রিটিশ টাক্স ফোর্স যখন যুক্তক্ষেত্রের দিকে ৮,০০০ মাইল চলে এসেছিল তখন ব্রিটিশ সৈন্যের আরেকটি ছোট দল দক্ষিণ জর্জিয়া দ্বীপ পুর্নদর্শ করে নেয়। ২ মে আর্জেন্টিনার একটি সৈকেলে প্রয়োদ তরী জেনারেল বেরানোকে যুক্তক্ষেত্রের বাহিরে ভুবিয়ে দেয় ব্রিটিশ একটি নিউক্রিয়ার সাব মেরিন। অনেক দিন পর্যন্ত কঠিন যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সৈন্যরা স্ট্যানলির পর্যবেক্ষণ ভাগ দখল করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ বাহিনী রাজধানী ও প্রধান বদর ঘেরাও করার পর আর্জেন্টিনার আর বুরুচে বাকি থাকেনা যে যুদ্ধে তাদের হার নিচিত। নিচিত হার আবার জাহাজ করতে পেরে আর্জেন্টিনার হস্তান্তরের বাহিনীর প্রধান মারিয়ে মেডেন্স দ্রুত নিরসন করেন। দক্ষিণ জর্জিয়ার ৫০০ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপ থেকে একটি ছোট সৈন্যদলকে অপসারণ করে ব্রিটিশ বাহিনী।

ফকল্যান্ড যুদ্ধ এবং ফলাফল : যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশেরা ১১,৮০০ জন আর্জেন্টাইন নাগরিককে জেলবদি করে, যদিও যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। আর্জেন্টিনা ঘোষণা করে যুদ্ধে সব মিলিয়ে ৬৫০ জনের প্রাণ যায়, যার মধ্যে অর্ধেকের মত মারা গিয়েছিল জেনারেল বেরানো ভূবে যাওয়াতে। ব্রিটিশেরা জানানো তাদের ২২৫ জন মারা গিয়েছিল এই যুদ্ধে। এই যুদ্ধে হেরে যাওয়ার আর্জেন্টিনার সামরিক জাতার পতন ঘটে। নিজেদের করা আক্রমণে নিজেদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে হেরে যাওয়ায় আর্জেন্টিনার সামরিক প্রধানের উপর সাধারণ জনগণের ক্ষেত্রে। ব্রিটেনে ফকল্যান্ড যুদ্ধ এর আগে কনজারভেটিভ পার্টির জন্য তেমন কোন সমর্থন ছিল না। কিন্তু মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে যুদ্ধ জয়ের পর কনজারভেটিভ পার্টির সমর্থক অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং পরের বছর সংস্দে নির্বাচনে মার্গারেট থ্যাচার পুর্নমেয়াদে নির্বাচিত হন।



Sonali Bank Ltd. Officer (Cash) Written Exam.-2018

Exam date 18.05.2018; Marks 15 × 5 = 75

01. A, B and C are partners. 'A' whose money has been in the business for 4 months claims $\frac{1}{8}$ of the profits. 'B' whose money has been in the business for 6 months claims $\frac{1}{3}$ of the profit. If 'C' had Tk. 1560 in the business for 8 months, how much money did A and B contribute to the business?

Solution :

$$\text{C's share of profit} = 1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{3} \right)$$

[∴ Total profit 1 portion]

$$= 1 - \left(\frac{3 + 8}{24} \right) = 1 - \frac{11}{24} = \frac{24 - 11}{24} = \frac{13}{24} \text{ portion}$$

$$\therefore \text{Ratio of profit of A : B : C} = \frac{1}{8} : \frac{1}{3} : \frac{13}{24} = 3 : 8 : 13$$

We know, profit is distributed according to its investment.

So, A's 4 months investment C's 8 months investment = 3 : 13

$$\Rightarrow \frac{\text{A's investment} \times 4}{\text{C's investment} \times 8} = \frac{3}{13}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{A's investment} \times 4}{1560 \times 8} = \frac{3}{13}$$

$$\Rightarrow \text{A's investment} = \frac{3 \times 1560 \times 8}{13 \times 4}$$

$$\text{A's investment} = 720$$

$$\text{Again, } \frac{\text{B's investment} \times 6}{\text{A's investment} \times 4} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \text{B's investment} = \frac{8 \times 720 \times 4}{3 \times 6}$$

$$\therefore \text{B's investment} = 1280$$

∴ Contribution of A = Tk. 720 and B = Tk. 1280

(Ans.)

02. Machine A, working alone at its constant rate, produces x pounds of peanut butter in 12 minutes. Machine B, working alone at its constant rate, produces x pounds of peanut butter in 18 minutes. How many minutes will it take machines A and B, working simultaneously at their respective constant rates, to produce x pounds of peanut butter?

Solution :

$$\text{A can produce in 1 minute} = \frac{x}{12} \text{ pound}$$

$$\text{B can produce in 1 minute} = \frac{x}{18} \text{ pound}$$

$$(\text{A} + \text{B}) \text{ can produce in 1 minute} = \left(\frac{x}{12} + \frac{x}{18} \right)$$

pounds

$$= \left(\frac{3x + 2x}{36} \right) = \frac{5x}{36} \text{ pounds}$$

By (A + B),

$\frac{5x}{36}$ pounds can be produced in 1 minute

$$\therefore x = \frac{36 \times x}{5x} = 7.2 \text{ minute}$$

$$= 7 \text{ minute } 12 \text{ seconds}$$

∴ Ans. 7 minute 12 seconds.

03. Two trains running at the rate of 75 km and 60 km an hour respectively on parallel rails in opposite directions, are observed to pass each other in 8 seconds and when they are running in the same direction at the same rate as before, a person sitting in the faster train observes that the passes the other in $31\frac{1}{2}$ seconds. Find the lengths of the trains.

Solution :

$$75 \text{ kmh} = \frac{75000}{3600} = \frac{125}{6} \text{ meter/sec. and}$$

$$60 \text{ kmh} = \frac{60000}{3600} \text{ meter/sec} = \frac{50}{3} \text{ meter/sec.}$$

Relative speed in opposite direction

$$= \left(\frac{125}{6} + \frac{50}{3} \right) \text{ meter/sec.}$$

$$= \frac{125 + 100}{6} = \frac{225}{6} = \frac{75}{2}$$

Relative speed in same direction

$$= \left(\frac{125}{6} - \frac{50}{3} \right) = \left(\frac{125 - 100}{6} \right) = \frac{25}{6} \text{ "}$$

In opposite direction,

$$\text{Lengths of two trains} = \left(8 \times \frac{75}{2} \right) = 300 \text{ meter}$$

In same direction,

$$\text{Lengths of the slower train} = \left(31\frac{1}{2} \times \frac{25}{6} \right) \text{ meter}$$

$$= \left(\frac{63}{2} \times \frac{25}{6} \right) = 131.25 \text{ meter}$$

[∴ faster train exceeds slower train in same direction]

$$\therefore \text{Length of the faster train} = (300 - 131.25) \text{ meter}$$

$$= 168.75 \text{ meter}$$

∴ Ans. 131.25 meter & 168.75 meter.

04. A gardener plants two rectangular gardens in separate regions on his property. The first garden has an area of 600 square feet and a length of 40 feet. If the second garden has a width twice that of the first garden, but only half of the area, what is the ratio of the perimeter of the first garden of that of the second garden?

Solution : For first garden,

$$\text{Area} = \text{length} \times \text{width}$$

$$\Rightarrow 600 = 40 \times \text{width}$$

$$\Rightarrow \text{Width} = \frac{600}{40} \quad \text{Width} = 15$$

For second garden,

$$\text{Width} = (15 \times 2) \text{ feet} = 30 \text{ feet}$$

$$\text{Area} = \frac{600}{2} \text{ sq.ft} = 300 \text{ sq.ft.}$$

$$\therefore \text{Length} = \frac{300}{30} \text{ ft} = 10 \text{ ft.}$$

Ratio of the perimeter of first garden second garden = $2(40 + 15) : 2(10 + 30)$

$$= 110 : 80 = 11 : 8 \text{ Ans. } 11 : 8$$

- 05.** In a certain class, $1/5$ of the boys are shorter than the shortest girls in the class and $1/3$ of the girls are taller than the tallest boy in the class. If there are 16 students in the class and no two people have the same height, what percent of the students are taller than the shortest girl and shorter than the tallest boy?

Solution : The number of boys is the multiple of 5 (i.e. 10, 15, 20 and so on.) and the number of girls is the multiple of 3 (i.e. 6, 9, 12 and so on.).

As total students are 16, so, the number of boys is 10 and the number of girls is 6.

According to question,

$$\text{Shorter boys} = \frac{1}{5} \times 10 = 2$$

$$\text{And taller girls} = \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

Shortest boy = 1; Tallest girl = 1

\therefore The number of students is taller than the shortest girl and shorter than the tallest boy.

$$= 16 - (2 + 2 + 1 + 1) = 10$$

$$\therefore \text{Required percentages} = \frac{10}{16} \times 100 = 62.5\%$$

\therefore Ans. 62.5%

- 06. Translation : English to Bangla 15**

Bangladesh is now apparently in the grip of all sorts of pollution like air pollution and water pollution. The dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. We will now know about some of the common types of environmental pollutions. Air pollution comes from a wide variety of sources. In Bangladesh poisonous exhaust from industrial plants, brick kilns, old or poorly serviced vehicles and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. We can reduce this type of pollution by making less use of motor and avoiding the use of vehicles older than 20 years.

Ans : বায়ু দূষণ ও পানি দৃশ্যের মতো অন্যান্য সকল দৃশ্যের করভয় বাংলাদেশ এখন স্পষ্টত আক্রান্ত। নগরবাসী এবং সমস্যার সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া পরিবেশের মারাত্মক

সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আমরা এখন পরিবেশ দৃশ্যের কিছু প্রচালিত রূপ সম্পর্কে জানবো। বায়ু দূষণ বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি হয়। শিল্পকারবানা, ইটভাটা, পুরাতন কিংবা নিম্নমানের মোরামত্বৃত্ত গাড়ি থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থ এবং সড়ক ও নির্মাণাধীন এলাকা থেকে উৎপন্ন ধূলা বাংলাদেশে বায়ু দৃশ্যের প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম। মোটরগাড়ির ব্রক্ষ ব্যবহার এবং ২০ বছরের অধিক ব্যবহৃত যানবাহন বর্জন করার মাধ্যমে আমরা একপ দৃশ্য করাতে পারি।

- 07. Translation : Bangla to English 15**

জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা। আমাদের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। দেশের লোকের বায়ু তেমন ভালো নয়। তাদের অনেকেই অপুষ্টিতে ভুগছে। যে পরিমাণ খাদ্য তাদের জন্য প্রয়োজন তা তারা পায় না। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে পারি না। অধিক খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। সেজন্য আমাদের প্রচৰ পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে।

Ans : Population problem is a great problem of our country. Our population is increasing gradually. The health of country's people is not so well. Many of them are suffering from malnutrition. They do not get adequate foods what they need. We cannot produce sufficient food. It is possible to meet up the demand of foods by yielding more foods. So we have to work hard. We have to cultivate in scientific way for resoloving the food problem.

- 08. Read the following passage and answer the questions :** 15

Marina Hills High School is fighting pollution in an unusual way. "It's planting trees! In an effort to fight pollution and help the environment, the Marina Hills Ecology Club offers trees to institution willing to plant them on their grounds. Among those that took advantage of the offer was Marina Hills High School. After consulting with his teachers on where to plant the trees. Principal Max Webb contacted the Ecology Club. But when the seedlings arrived. Webb had an idea instead of planting the young trees in front of the school, where the sun gets hot in the afternoon. It gets on hot inside the building that the students start to sweat during their afternoon classes," said Webb. "Now the shade from our trees will bring them some relief." "There was no argument from the teachers," he added. "When I proposed the idea, everyone said, 'Now why didn't think of that!' The relief won't come until the trees grow taller, but the school will not have to wait long because it requested two spaceiec of trees that grow quickly. "Time is key and we wanted our trees to get big fast," said Webb. "We were given a wide choice, from shrubs to fruit trees. We requested eucalyptus and willow trees." Webb said he is also looking forward to finally seeing some wildlife in the school yard at Marins Hills High School. "If all you have is a grass lawn with no trees, you can't expect the local birds to come and visit." said Webb. "They have no place to make their nests. Now that will change, and we'll be able to see birds from our classroom windows."

- (a) What would be the most appropriate headline for this article?

Ans : Tree plantation at Marina Hills High School.

- (b) What did the Ecology Club do for Marins Hills High School?

Ans : Ecology club offered free trees to fight against pollution and help the environment.

- (c) **What problem does Principal Webb talk about?**
Ans : Principal Webb talks about the problem of planting trees whether in front of school or behind the school.
- (d) **What can be inferred from the article about eucalyptus and willow trees?**
Ans : Eucalyptus and Willow trees grow quickly.
- (e) **What does Principal Webb imply about the local birds?**
Ans : Principal Webb implies about the local birds that they can make nests and move freely in our planted trees.
9. Write an application to the Honorable Minister for Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials. 15
20.05.2018

To,
The Minister

Ministry of Finance,

Bangladesh Secretariat, Dhaka

Subject : Application for reducing taxes on imported industrial raw materials.

Sir,

With due respect, I want to draw your kind attention to the fact that, the economy of our country is growing well. Now, we are living in a low-middle income country. Our export income mostly depends on Ready-Made Garments (RMG). For which, we have to import raw materials in large quantity from other countries. We pay a huge amount of money to import these. If the authority takes steps to reduce the taxes on imported raw materials, the new entrepreneurs will be encouraged to enter into market. And our economy will also keep pace with world economy.

In these circumstance, I pray and hope that your honor would be kind enough to take necessary steps to reduce taxes on imported raw materials.

Your faithfully

H

Mirpur-1, Dhaka.

10. আপনার এলাকায় পাবলিক লাইভেরি স্থাপনের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে সংক্ষিত মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদন লিখুন। 15
২০.০৫.২০১৮

বরাবর, সচিব,
সংক্ষিত বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : পাবলিক লাইভেরি স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নটি শিক্ষা-দীক্ষায় ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। ফলে ইউনিয়নটি একটি আদৃশ ইউনিয়নে পরিগত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই ইউনিয়নে কোনো পাবলিক লাইভেরি নাই। এ ইউনিয়নের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শিক্ষাজীবনের মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে একটি পাবলিক লাইভেরির প্রয়োজন অপরিসীম। এলাকার একজন ধন্যাদ বক্তি প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন। ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ও বই-পুস্তক ত্রয়, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য বর্তমানে অনেক অর্থের প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, মদনখালী ইউনিয়নে একটি পাবলিক লাইভেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনার মর্জি হয়।

বিনীত

এলাকাবাসীর পক্ষে

ক

মদনখালী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

11. Write an essay on "Modern Technology and Globalization". 20

Modern Technology and Globalization
Technological developments are conceived as the main facilitator and driving force of most of the globalization processes. Before elaborating on the consequences of several technological developments, we must go through the definition of technology as a sociological term, so that we can further explore the social and political role of technology in the globalization process. Technology can be defined as the socialized knowledge of producing goods and services. We can describe the term 'technology' with five important elements

- (a) Production; (b) Knowledge; (c) Instrument; (d) Possession and (e) Change.

Our definition of technology as a socialized knowledge can be better conceived with these elements. Now we shall briefly look through them. It has something to do with production (of goods and services). We need technology to produce something either goods (ex: clothes, television set, cars etc.) or service (ex: banking, security, teaching etc.). Technology improves our capacity to produce. Technology has something to do with knowledge. Technology is a result of intellectual activities.

Therefore technology is a type of intellectual property. Today technology is developed through research and development institutions as integral parts of the universities. Technology has something to do with instruments. The instruments are the extensions of the human body, whenever an instrument is used there is technology involved. The instruments indicate the usage of technology by human beings. Instruments are mostly physical such as computers, vacuum cleaners or pencils, but sometimes there are immaterial instruments too, such as databases or algorithms in computer programming. Technology has something to do with possession.

Therefore we can speak of technologically rich and poor countries and the struggle among them usually in the forms of patents, transfers and protection of intellectual rights. Most of the innovations from the technological advances have very important effects on the lives of people of the world, which has witnessed radical changes especially after 1960's revolutions on the microelectronics technologies. All these aspects of technology justify our definition of technology as the socialized knowledge of producing goods and services, and this definition makes a clear differentiation between the terms technology and techniques.

The invention of the script can be considered as the first technology of communication that contributed to globalization. With the script man could transmit and store information that could speed up further technological developments. Transportation and communication in these ages were in parallel to each other and there were couriers, people who specifically carried and delivered mail and other written materials by running or riding horse. Later, due to further developments in transportation and communication it was possible to control larger areas; and the emergence of larger empires such as Byzantine Empire had provided greater globalizations.

Invention of the print machine with moving letters by Gutenberg was the most important revolutionary technological development, which made possible even a larger global geography. The emergence of the newspapers marked an important era of

globalization when the news both commercial and political became an indispensable element for the decision-makers.

Another milestone in the history of globalization is the invention of telegraph by Samuel Morse. Telegraph made it possible to communicate with the places where you don't have to go and separated the practices of communication from those of transportation.

Transportation technologies also improved with the start of the 20th century when transatlantic ships became safer and faster and airplanes were produced. The first reliable transatlantic telephone cable TAT-1 was laid in 1956. 1957 marked the most important step in the history of globalization when USSR launched its Sputnik as the first man-made satellite. However global networks still required stronger global networks with solid connections. The first transatlantic fiber cable TAT-8 was laid in 1988 for faster and reliable networks.

Digital technologies have opened the way towards global networks. Global networks are the networks in which all information and knowledge— also the ideology— necessary for the realization, maintenance and the reproduction of the system— basically the capitalist system. The term 'New Economy' is the clearest explanation of how all these information, knowledge and ideology are in close relation to capitalism.

However Monopolization of economic power—or rather the emergence of oligopoly markets- is also related to the technology, which facilitates the monopoly tendencies in many ways. Electronic banking is at the heart of the global networks system. Internet and especially e-commerce are the terms that are basically used for justifying the recent approach of techno-globalism.

১২. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব' সম্পর্কে বাংলায় একটি রচনা লিখুন। ৩০

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব

ভূমিকা : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিষের সবচেয়ে বড় উদ্দেগের কারণ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে সৰ্বস্থথে আসে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। এর ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বাঢ়ে এবং সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক দূর্যোগ জৰুরগত বেড়ে চলছে। ব্যাপক হারে জীবাশু জুলানির ব্যবহার, বনাঞ্চল ধৰ্মস, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যা সৃষ্টি করছে নতুন হৃষকি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তন : পৃথিবীকে বেষ্টন করে রাখা বায়ুমণ্ডল তথা আবহাওয়া মণ্ডলের উপযুক্তিযৌগ্য পৃথিবীতে প্রাণধারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং পৃথিবী হয়েছে বাসযোগ্য। মহাশূন্যে ওজোন স্তর নামক অদৃশ্য এক দেয়াল বিদ্যমান। এটি পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মি প্রবেশে বাধা দেয়। ওজোন ত্বরে পরিশেষিত হয়ে সূর্যের উপকরণীয় তাপ ও আলোই কেবল পৃথিবীতে আসতে পারে। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ, বনাঞ্চল ধৰ্মস এবং অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে এই স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ফ্রিজ, এসি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত CFC গ্যাস ওজোন স্তরকে ছেদ করে দিচ্ছে। ফলে সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি সহজেই পৃথিবীতে প্রবেশ করছে। এতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়ে উঠছে। আবার মাত্রাতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিগমনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বনের একটি দেয়াল বা স্তর সৃষ্টি হচ্ছে। এই স্তর পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপ মহাশূন্যে ফেরত যেতে বাধা দিচ্ছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাঢ়ে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি হাউস প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ : বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বাঢ়লে বাসস্থানের জন্য কাঠ সংগ্রহ ও জমি উন্মুক্ত করতে বনাঞ্চল উজার করতে হয়। অতিরিক্ত শিল্প-কারখানা ও যানবাহন প্রয়োজন হয়। ফলে কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ,

বড়, ভূমিকম্প, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব বিষয় সামগ্রিকভাবে উষ্ণতার জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের থ্বাব : বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের স্বাভাবিক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাঢ়ে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীতে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশে এর প্রভাবগুলো নিম্নলিখিত :

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটি তাপাবহ পরিণাম হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি। তাপমাত্রা বাঢ়ার ফলে মেরু অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে উপকরণীয় নিম্নভূমি তলিয়ে যাওয়ার সভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ১০ সে. বাড়ালে বাংলাদেশের ১১% ভূভাগ সমুদ্রে তলিয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা হঁশিয়ার করে দিয়েছেন।
২. **মরুভূমি :** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন সমুদ্রসংলগ্ন ভূমি তলিয়ে যাওয়ার সভাবনা আছে; তেমনি মরুভূমিত রূপান্বিত হবে অনেক এলাকা। ফলে কৃষি ও বনভূমি বিপন্ন হবে।
৩. **জীববৈচিত্র্য ধৰ্মস :** জলবায়ু পরিবর্তিত হলে প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনস্থান ব্যাহত হয়। জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হৃষকির মুখে পড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল ধৰ্মস এবং দূর্যোগের ফলে অনেক প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, বা বিলুপ্তির পথে রয়েছে।
৪. **নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস :** উষ্ণায়নের ফলে নদ-নদীর পানি প্রবাহ করে যাচ্ছে। এর ফলে পলি জমে নদী মরে যাচ্ছে। ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে।
৫. **প্রাকৃতিক দূর্যোগ বৃদ্ধি :** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক বড় ও জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা পরিবর্তনজনিত কারণে দূর্যোগের পরিমাণ এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা পূর্বের তুলনায় বাঢ়ছে।
৬. **বন্য-খরা বৃদ্ধি :** পাহাড়ি ঢলের কারণে আকস্মিক বন্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বন্যার স্থায়িত্বেও বাঢ়ছে। নদ-নদীর প্রবাহ বিস্তৃত হওয়ার ফলে পানি অপসারিত হতে না পারার কারণে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। আবার অতিবৃষ্টি যেমন বন্যার সৃষ্টি করছে, অন্যবিধি তেমনি খরার সৃষ্টি করছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশের করণীয় : বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন মানব জাতির অঙ্গের উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এটি প্রতিরোধ বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে মানব জাতির স্বাধৈর্যে সবাইকে একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য করণীয় হলো :

- ব্যাপকহারে বনায়ন করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চল এবং ফাঁকা স্থানে পর্যাণ গাছ লাগাতে হবে।
- অপ্রয়োজনে বন্ধ নিধন রোধ করতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে একটি গাছ কাটলে কমপক্ষে ৫টি গাছ লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাঢ়াতে সহায়ক ক্ষতিকর গ্যাসসমূহের নিগমন বন্ধ করতে হবে।
- পরিবেশবন্ধব এবং নবায়নযোগ্য জুলানির ব্যবহার বাঢ়াতে হবে।
- পরিবেশের ক্ষতি করে এরপি শিল্প-কারখানা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিল্প বর্জ্য শোধনাগারে বর্জ্যকে পরিশোধিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবেশের রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : মানবজাতির উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ধৰ্মসের দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা হ্রাস দেয়। এই অবস্থায় মূলত মানবেরই সৃষ্টি। বর্তমানে এটি তাপাবহ আকার ধৰণ করেছে। ভারসাম্য রক্ষা করে না চললে এই সমস্যাই যে বর্তমান সভ্যতার ধৰ্মসের কারণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদেরকে এখনই জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে এগিয়ে আসতে হবে।